মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৬তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০১৩

মাসিক
আত-তাহরীক

১৬তম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **দরসে কুরআন :** ০৩
♦ আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
✡ **প্রবন্ধ :**
♦ যাকাত সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল ১২
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
♦ মানবাধিকার ও ইসলাম ১৬
-শামসুল আলম
♦ মানব সৃষ্টি : ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে ২০
-মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী
♦ শবেবরাত ২৩
-আত-তাহরীক ডেস্ক
♦ সরেযমীন সাভার ট্রাজেডি ২৬
-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
♦ শায়খ আলবানীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু মন্তব্য ৩০
-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
♦ মৌলবাদের উত্থান ৩৪
-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
✡ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
♦ শাহবাগ থেকে শাপলা : একটি পর্যালোচনা ৩৬
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
✡ **হাদীছের গল্প :**
♦ ওমর (রাঃ)-এর একটি ভাষণ ৩৯
✡ **কবিতা :** ৪১
♦ স্বাগতম রামাযান
♦ মহান স্রষ্টার শৈল্পিক নিপুণতা
♦ ছিয়াম
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪২
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৬
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

সম্পাদকীয়

ইসলামের বিজয় অপ্রতিরোধ্য

আল্লাহ বলেন, তিনিই সেই সত্তা, যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়াত (কুরআন) ও সত্যদ্বীন (ইসলাম) সহ প্রেরণ করেছেন, যেন তাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে' *(তওবা ৩৩; ছফ ৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খেলাফতে রাশেদাহ্র যুগে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিজয় সম্পাদিত হয়েছে এবং আরব উপদ্বীপ থেকে কুফর ও শিরক চিরতরে বিদায় নিয়েছে। পরবর্তীতে উমাইয়া, আব্বাসীয়, ওছমানীয় খেলাফতের যুগে ইসলামের রাজনৈতিক বিজয় বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হয়েছে। অতঃপর রাজনৈতিক বিজয় সংকুচিত হয়ে গেলেও ধর্মীয় বিজয় সর্বদা ক্রমবর্ধমান রয়েছে। বর্তমানে যা অতি দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। মানুষ নাস্তিক্যবাদ ও ভোগবাদের মধ্যে এবং মানুষের মনগড়া ধর্মসমূহে মানসিক শান্তি ও সুখ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে দ্রুত বিশুদ্ধ ইলাহী ধর্ম ইসলামের দিকে ফিরে আসছে। বস্তুবাদীরা যতই ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে ও ইসলামী নেতৃবৃন্দের উপর যুলুম করবে, মানুষ ততই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এভাবে ইসলাম যখন মানুষের হৃদয় দখল করবে, তখন পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতি সবই ইসলামের দখলে চলে আসবে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ভূপৃষ্টে এমন কোন মাটির ঘর বা ঝুপড়ি ঘরও থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের কালেমা প্রবেশ করাবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে এবং অসম্মানীর ঘরে অসম্মানের সাথে। যাদেরকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন, তাদেরকে তিনি মুসলিম হওয়ার তাওফীক দিবেন। আর যাদেরকে তিনি অসম্মানিত করবেন, তারা ইসলামের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করবে। রাবী বলেন, তাহ'লে তো দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাবে (অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপর ইসলাম বিজয়ী হবে) *(আহমাদ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করলেন। তখন আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখলাম। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের রাজত্ব সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যে পর্যন্ত যমীন আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছিল' *(মুসলিম)*।

মানুষ সর্বদা বিজয় তার নিজ জীবনে দেখতে চায়। এটাই তার প্রকৃতি। আল্লাহ বলেন, মানুষ বড়ই দ্রুততাপ্রিয়' *(ইসরা*

১১)। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রুত বিজয় এলেও স্বাভাবিক নিয়ম হ'ল ধীরগতিতে ধাপে ধাপে আসা। বিশেষ করে আদর্শিক বিজয়ের স্বরূপ হ'ল আদর্শ কবুল করার মাধ্যমেই বিজয় আসা। এজন্য নেতা-কর্মীদের ত্যাগ ও নিরলস প্রচেষ্টা আবশ্যিক হয়। বিরোধীদের হামলা সহ্য করতে হয়। জান ও মাল উৎসর্গ করতে হয়। কিন্তু এটাই বাস্তব যে, ইসলামী দাওয়াতের প্রত্যেক কর্মী সর্বাবস্থায় বিজয়ী থাকে। নিজেকে সে আল্লাহ্র পথে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। তার হায়াত-মউত, রুটি-রূযী, আনন্দ ও বিপদ, সম্মান ও অসম্মান সবই থাকে আল্লাহ্র হাতে। ফলে সে মনের দিক দিয়ে সর্বদা সুখী ও বিজয়ী। ইহকালে বা পরকালে তার কোন পরাজয় নেই। তাদের বিরোধীরা সর্বদা পরাজিত এবং অসুখী। তবে এজন্য মুমিনকে সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে তাঁরই দেখানো পথে অটুট ধৈর্য্যের সাথে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হয়। পৃথিবীর প্রথম রাসূল নূহ (আঃ) দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াত দিয়েছেন। নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন ও নূহকে বিজয়ী করেছেন। নমরূদ চূড়ান্ত নির্যাতন চালিয়েছিল ইবরাহীমের উপর। কিন্তু অবশেষে সেই-ই ধ্বংস হয়েছে এবং ইবরাহীম (আঃ) বিজয়ী হয়েছেন। ফেরাঊন অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছিল নিরীহ ঈমানদারগণের উপর। কিন্তু অবশেষে সে তার দলবল সহ নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বগোত্রীয় শত্রুদের অত্যাচারে মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মাত্র ৮ বছরের মাথায় তিনি বিজয়ী বেশে মক্কায় ফিরে এলেন। এভাবে ঈমানী আন্দোলনের বিরোধিতা যারাই করেছে, তারাই অবশেষে পরাজিত হয়েছে এবং ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

রাজনৈতিক বিজয়কে লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করলে ইসলামী বিজয় বাধাগ্রস্ত হয়। বরং ইসলামী বিজয়কে লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করলে রাজনৈতিক বিজয় ত্বরান্বিত হয়। লক্ষ্য নির্ধারণে ভুল হবার কারণে অনেক দেশে ইসলামী বিজয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক 'ম্যাসাকার' এমনই একটি ভুলের মর্মান্তিক পরিণতি মাত্র। দৃঢ়চিত্ত, ঈমানদার ও দূরদর্শী নেতৃত্ব ইসলামী বিজয়ের জন্য অপরিহার্য। সেই সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং আল্লাহ্র নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা যদি কোন আন্দোলনের লক্ষ্য না হয়, তাহ'লে সেখানে আল্লাহ্র সাহায্য নেমে আসে না। শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমল প্রতিষ্ঠার জন্য কখনোই আল্লাহ্র গায়েবী মদদ আসতে পারে না। তাই আপতিত বিপদকে পরীক্ষা হিসাবে মনে করে আল্লাহ্র নিকটে এর উত্তম প্রতিদান চাইতে হবে। সাথে সাথে আত্মসমালোচনা করে নিজেদের ভুল শুধরাতে হবে। সর্বদা এ বিশ্বাস দৃঢ় রাখতে হবে যে, ইসলাম কখনো পরাজিত হয় না। পরাজিত হই আমরা আমাদের দোষে। আমরা যত ত্রুটিমুক্ত হব, আল্লাহ্র রহমত তত নিকটবর্তী হবে। সাময়িক বস্তুগত বিজয়ে শত্রুরা হাসবে। এটাই ওদের দুনিয়াবী সান্ত্বনা। পরকালে ওরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। 'তারা চায় মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে। অথচ আল্লাহ স্বীয় জ্যোতিকে (ইসলামকে) পূর্ণতায় পৌঁছানো ব্যতীত ক্ষান্ত হবেন না। যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপসন্দ করে' *(তওবা ৩২; ছফ ৮)*।

বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এ দেশের মানচিত্র নির্ধারিত হয়েছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্টতার ভিত্তিতে। তাই এ রাষ্ট্রটিকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেয়ার জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি অর্থনীতি ও রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে শত্রুরা কাজ করে যাচ্ছে। ফলে শতকরা ৯০ জন মুসলমানের দেশ বলে আত্মতুষ্টি লাভের কোন সুযোগ এখন নেই। বরং মুসলমান নামধারীরাই এদেশে ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই ইসলামী বিজয়ের আকাংখীগণকে শত্রুদের পাতানো ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসে নবীগণের তরীকায় ইসলামী আন্দোলন এগিয়ে নেবার আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ، (آل عمران ١١٠)-

অনুবাদ : 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

অত্র আয়াতে শ্রেষ্ঠ জাতির প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। এর পরেই বলা হয়েছে وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ এবং তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপরে। এখানে ঈমান আনার বিষয়টি পরে আনার কারণ হ'ল আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকারকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। এগুণটি সকল মানুষের মধ্যে কমবেশী আছে এবং সকলে এর মর্যাদা স্বীকার করে। কিন্তু অন্যেরা দুনিয়াবী স্বার্থের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় একাজ থেকে বিরত থাকে। যেমন ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও ইহুদী-নাছারাগণ এ থেকে দূরে থাকত। আল্লাহ বলেন, كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ 'তারা যেসব মন্দ কাজ করত, তা থেকে পরস্পরকে নিষেধ করত না। তাদের এ কাজ ছিল অত্যন্ত গর্হিত' *(মায়েদাহ ৫/৭৯)*। মুসলিম উম্মাহ যাতে এ কাজ থেকে বিরত না হয়, সেজন্য বিষয়টিতে জোর দেওয়ার জন্য প্রথমে আনা হয়েছে এবং ঈমান-এর বিষয়টি পরে আনা হয়েছে।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকারের সঙ্গে ঈমান আনার শর্তটি জুড়ে দেয়ার কারণ এই যে, অন্যেরা পার্থিব স্বার্থের অনুকূলে হ'লে একাজ করবে। কিন্তু বিপরীত হ'লে বা স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে করবে না। যেটি ইহুদী-নাছারাদের স্বভাব। তাদের মধ্যে শরীফ বা উঁচু ঘরের কেউ অপরাধ করলে তার শাস্তি হতো না। নিম্নশ্রেণীর লোকদের কেউ অপরাধ করলে তার কঠোর শাস্তি হ'ত।[১] মুসলমানদের মধ্যেও যারা দুনিয়াদার ও কপট বিশ্বাসী-মুনাফিক তাদের চরিত্র ইহুদী-নাছারাদের ন্যায়। ফলে তারাও একাজ থেকে বিরত থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ 'মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরে সমান। তারা অসৎকাজের নির্দেশ দেয় ও সৎকাজে নিষেধ করে' *(তওবা ৯/৬৭)*। পক্ষান্তরে প্রকৃত মুমিনদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 'মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরে বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে' *(তওবা ৯/৭১)*।

আলোচ্য আয়াতে আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার-এর পরেই ঈমান-এর কথা বলার মাধ্যমে ইহুদী-নাছারা ও মুনাফিকদের স্বার্থদুষ্ট চরিত্রের বাইরে এসে প্রকৃত ঈমানের সাথে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে 'আমর বিল মা'রূফ'-এর দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমেই কেবল 'শ্রেষ্ঠ জাতি' হওয়া সম্ভব, সেকথা বলে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের বানোয়াট সংস্কার বা তাদের রচিত বিধান আমর বিল মা'রূফ হিসাবে নির্ধারিত হবে না। বরং এর সঠিক মানদণ্ড হবে 'ঈমান'। অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত সত্য বিধানই হ'ল মা'রূফ ও মুনকারের প্রকৃত মানদণ্ড। কেননা বান্দার প্রকৃত কল্যাণকামী হলেন আল্লাহ এবং তাঁর বিধানই বান্দার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের চাবিকাঠি। তাঁর আদেশ-নিষেধই হল প্রকৃত অর্থে মা'রূফ ও মুনকার। ফলে শরী'আত অনুমোদিত বিধানই হ'ল মা'রূফ বা সৎকাজ এবং সেখানে নিষিদ্ধ বিষয় হ'ল মুনকার বা অসৎকাজ। মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদায় আসীন হ'তে গেলে সেটাই মেনে চলতে হবে, সেকথাই বলে দেওয়া হয়েছে 'তোমরা আল্লাহ্র উপরে ঈমান রাখবে' একথা বলার মধ্যে। কেননা দুনিয়াবী স্বার্থের চাপে মুমিনরাও অনেক সময় প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের তাবেদারী করে। যা তকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন থেকে নামিয়ে দেয়।

আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং যারা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। যাহহাক বলেন, এরা হলেন, উম্মতের উলামা ও মুজাহেদীনের দল। অর্থাৎ এরা হলেন বিশেষ দল, যারা উম্মতের ইলমী প্রতিরক্ষা এবং সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকেন। নইলে আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব আলেম-জাহিল নির্বিশেষে সকল মুমিনের উপর সমান। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ 'তোমাদের যে কেউ মুনকার কিছু দেখবে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। না পারলে যবান দিয়ে প্রতিবাদ করে, না পারলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এটা হ'ল দুর্বলতম

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬১০।*

ঈমান।[২] 'এর পরে তার মধ্যে আর সরিষাদানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না'।[৩]

خَيْرَ أُمَّة বা 'শ্রেষ্ঠ জাতি' কথাটি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে? এ বিষয়ে বিদ্বানগণ কয়েকটি মত প্রকাশ করেছেন। যেমন- (১) আখেরাতের হিসাবে 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' যা পূর্ব থেকেই লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ। যেমন আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 'এভাবে আমরা তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত করেছি। যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পার এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। এই সাক্ষী হবে ক্বিয়ামতের দিন। আর সাক্ষী তিনিই হতে পারেন, যিনি নিরপেক্ষ, বিশ্বস্ত ও মর্যাদাবান। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে তোমরা অন্যান্য জাতির উপরে কল্যাণ ও মানবতার দৃষ্টান্ত হবে। ক্বিয়ামতের দিনেও তেমনি অন্যান্য সকল উম্মতের উপরে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন নূহ সহ অন্যান্য নবীদের ডাকা হবে এবং বলা হবে, তোমরা কি তোমাদের সম্প্রদায়ের কাছে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলে? সকলে বলবেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তখন তাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়কে ডাকবেন ও জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু তারা বলবে, না। তিনি আমাদেরকে দাওয়াত দেননি। তখন আল্লাহ নবীদের বলবেন, তোমাদের সাক্ষী কোথায়? তারা বলবেন, আমাদের সাক্ষী হলেন মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মতগণ। তখন তাদের ডাকা হবে এবং তারা বলবে, হ্যাঁ। নবীগণ স্ব স্ব কওমের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। বলা হবে, কিভাবে তোমরা এটা জানলে? তারা বলবে 'আমাদের নিকট আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছিলেন। অতঃপর তিনি আমাদের খবর দিয়েছেন যে, রাসূলগণ স্ব স্ব কওমের নিকট দাওয়াত পৌঁছেছেন'।[৪]

শ্রেষ্ঠ জাতির বৈশিষ্ট্য :

প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার' যা উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এর আবশ্যকতা সর্বাবস্থায় সকলের জন্য প্রযোজ্য। যেমন হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন, إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ وَلاَ يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যখন লোকেরা কোন অন্যায় কাজ হতে দেখে অথচ তা পরিবর্তন করে না, সত্বর তাদের সকলের উপর আল্লাহ তাঁর শাস্তি ব্যাপকভাবে নামিয়ে দেন'।[৫] হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ 'যার হাতে আমার জীবন নিহিত তার কসম করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। নইলে সত্বর আল্লাহ তার পক্ষ হতে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা দো'আ করবে। কিন্তু তা আর কবুল করা হবে না'।[৬]

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার-এর মূল স্পিরিট হবে উপদেশ দেওয়া। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, الدِّينُ النَّصِيحَةُ 'দ্বীন হ'ল উপদেশ'। ছাহাবীগণ বললেন, কাদের জন্য? জবাবে তিনি বললেন, لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ 'আল্লাহ্র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের নেতাদের জন্য ও সাধারণভাবে সকল মুসলিমের জন্য'।[৭] নছীহত অর্থ পরিশুদ্ধ করা। পারিভাষিক অর্থ ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করার মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ কামনা করা' *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*।

অত্র হাদীছে পুরা ইসলামকেই নছীহত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে الْحَجُّ عَرَفَةُ 'হজ্জ হ'ল আরাফা'।[৮] অর্থাৎ হজ্জ অর্থই হ'ল 'আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা'। যেটি না হ'লে হজ্জ হয় না। অনুরূপভাবে এখানে নছীহতকেই দ্বীন বলা হয়েছে। যা না থাকলে দ্বীন থাকে না। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মুসলমান মাত্রই পরস্পরের কল্যাণ কামনা করবে ও পরস্পরকে কল্যাণের উপদেশ দিবে। নইলে সে মুসলমানই নয়। এখানে 'আল্লাহ্র জন্য নছীহত' অর্থ তাঁর জন্য হৃদয়ে নিখাদ ভালোবাসা পোষণ করা এবং তাঁর সাথে অন্যকে শরীক না করা। 'তাঁর কিতাবের জন্য নছীহত' অর্থ কুরআন যে সরাসরি আল্লাহ্র কালাম এবং তা সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। এর পরিবর্তনকারী কেউ নেই। বরং সকল যুগে সকল মানুষের জন্য একমাত্র হেদায়াত গ্রন্থ, সে বিষয়ে হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন রাখা। 'তাঁর রাসূলের জন্য নছীহত' অর্থ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে শেষনবী এবং তিনি নবীগণের সর্দার। তাঁর আনীত ইসলামী শরী'আত অভ্রান্ত সত্য এবং তা মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধান সম্বলিত, এ বিষয়ে হৃদয়ে খালেছ ঈমান পোষণ করা। 'মুসলিমদের নেতাদের জন্য

২. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭।
৩. মুসলিম হা/৫০, মিশকাত হা/১৫৭।
৪. আহমাদ হা/১১৫৭৫; ইবনু মাজাহ হা/৪২৮৪; ছহীহাহ হা/২৪৪৮; বুখারী হা/৪৪৮৭; মিশকাত হা/৫৫৫৩।
৫. ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২।
৬. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০।
৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৬।
৮. আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৭১৪।

নছীহত' অর্থ তাদের জন্য হৃদয়ে সর্বদা কল্যাণ কামনা করা'। তাদের প্রতি অনুগত থাকা, তাদেরকে সুপরামর্শ দেওয়া ও তাদের সকল কল্যাণ কাজে সহযোগিতা করা। সর্বোপরি তারা যাতে সর্বদা আল্লাহ্র পথে পরিচালিত হন, সেজন্য দো'আ করা। 'সাধারণ মুসলমানদের জন্য নছীহত' অর্থ তাদের কল্যাণে সর্বদা অন্তরকে খোলা রাখা। তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করা এবং সমাজে সর্বদা ঈমানী পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করা।

ইসলামের উপরোক্ত শান্তিময় আদর্শকে ধ্বংস করার জন্য শয়তান সর্বদা চেষ্টিত থাকে। সে সর্বদা মানুষকে অন্যায় কাজে উস্কে দেয়। আর সেজন্য আমর বিল মা'রূফের সাথে নাহী 'আনিল মুনকারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ নাহী 'আনিল মুনকার ব্যতীত আমর বিল মা'রূফ প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। যেমন ত্বাগূতকে অস্বীকার করা ব্যতীত তাওহীদ হাছিল করা যায় না। 'লা ইলাহা' না বলা ব্যতীত 'ইল্লাল্লাহ' বলা যায় না। পাপের শাস্তি তাই সমাজে পুণ্যের পথ খুলে দেয়। পাপীর শাস্তি পাওয়াটা পাপীর জন্য যেমন ইহকালে ও পরকালে কল্যাণকর, তেমনি সমাজের জন্য মঙ্গলময়। একারণেই ইসলামী শরী'আতে বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন দণ্ডবিধি নির্ধারিত হয়েছে। যা প্রকৃত অর্থে সমাজের জন্য রহমত স্বরূপ। যে সমাজে ইসলামী দণ্ডবিধি যথাযথভাবে চালু থাকে, সে সমাজে শান্তি ও অগ্রগতি অব্যাহত ও ক্রমবর্ধমান থাকে।

বস্তুতঃ প্রাথমিক যুগে ইসলামী বিজয়ের মূল চালিকাশক্তি ছিল আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকারের আক্ষরিক বাস্তবায়ন। যেমন প্রথম খলীফা হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে তৎকালীন খিষ্টান পরাশক্তি রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সে যুগের সর্বাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত বিশাল বাহিনী ক্ষুদ্র ও সাধারণ অস্ত্রের অধিকারী মুসলিম বাহিনীর কাছে বারবার কেন পরাজিত হচ্ছে তার কারণ খুঁজে বের করার জন্য ১৩ হিজরীতে সংঘটিত আজনাদাইন যুদ্ধের এক পর্যায়ে তারা মুসলিম শিবিরে একজন বিশ্বস্ত গুপ্তচর প্রেরণ করেন। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান শেষে ফিরে গিয়ে তিনি রিপোর্ট দেন যে, 'তারা রাতের বেলায় ইবাদতগুযার ও দিনের বেলায় ঘোড় সওয়ার। আল্লাহ্র কসম! যদি তাদের শাসকপুত্র চুরি করে, তাহ'লে তারা তার হাত কেটে দেয়। আর যদি যেনা করে তাহ'লে তাকে প্রস্তরাঘাতে মাথা ফাটিয়ে হত্যা করে'। একথা শুনে রোমক সেনাপতি বলে ওঠেন, আল্লাহ্র কসম! যদি তোমার কথা সত্য হয়, তাহলে ভূগর্ভ আমাদের জন্য উত্তম হবে ভূপৃষ্ঠের চাইতে'। অর্থাৎ আমাদের মরে যাওয়াই উত্তম হবে। পরবর্তীতে ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ১৬ হিজরীতে পরাজিত রোম সম্রাট গুপ্তচর মারফত একই ধরনের রিপোর্ট পেয়ে বলেছিলেন, যদি তুমি আমাকে সত্য বলে থাক, তাহলে মুসলমানরা আমার দু'পায়ের নীচের সিংহাসনটারও মালিক হয়ে যাবে'।[৯] তাঁর একথা সত্য হয়েছিল এবং হযরত ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফত কালে রোমক ও পারসিক সাম্রাজ্য পুরাপুরিভাবে ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হয়েছিল।

ইহুদী-খ্রিষ্টানদের কাছেও আল্লাহ্র কিতাব তাওরাত-ইনজীল ছিল। সেখানে দণ্ডবিধি সমূহ ছিল। কিন্তু তারা সেগুলি মানত না বা সকলের প্রতি সমভাবে প্রয়োগ করত না। তারা নিজেরা দণ্ডবিধি তৈরী করেছিল এবং তা শ্রেণী স্বার্থে ব্যবহার করত। এতে সমাজ অনৈতিকতায় ভরে গিয়েছিল। ফলে বস্তুবাদী শক্তিতে অতুলনীয় হওয়া সত্ত্বেও ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান মুসলিম বাহিনীর হাতে তারা পর্যুদস্ত হয়েছিল। আজও পৃথিবীর সব দেশে আইন আছে, বিচার আছে, দণ্ডবিধি আছে। কিন্তু সবই নিজেদের মনগড়া ও তার বাস্তবায়ন হয় শ্রেণীস্বার্থে। ফলে আধুনিক সমাজ ফেলে আসা জাহেলী সমাজের চাইতে নিকৃষ্ট সমাজে পরিণত হয়েছে। ইসলামের বরকত পেয়েও মানুষ তা দূরে ঠেলে দেয়ায় নিজেরা নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। এভাবে মানুষ ক্রমে ক্বিয়ামতের চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার-এর গুরুদায়িত্ব সকল মুসলিমের উপর ন্যস্ত। যা তারা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দূরদর্শিতার সাথে পালন করবেন। যার সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল হল মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ। যারা ইসলামের দণ্ডবিধি সমূহ বাস্তবায়ন করবে। না করলে তারা কবীরা গোনাহগার হবে এবং ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্র কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

দায়িত্বশীল সরকার যদি দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ইসলামী দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন না করে, তাহ'লে সে সমাজের অবস্থা কেমন হবে, সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِىْ حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ أَعْلاَهَا، فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ أَسْفَلِهَا يَمُرُّوْنَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِىْ أَعْلاَهَا، فَتَأَذَّوْا به، فَأَخَذَ فَأْسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوْا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِى، وَلاَ بُدَّ لِىْ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوْهُ أَهْلَكُوْهُ وَأَهْلَكُوْا أَنْفُسَهُمْ– 'আল্লাহ্র দণ্ড সমূহ বাস্তবায়নে অলসতাকারী এবং অপরাধী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঐ লোকদের মত, যারা একটি জাহাযে আরোহণের জন্য লটারী করল। তাতে কেউ উপরে ও কেউ নীচতলায় বসল। নীচতলার যাত্রীরা উপরতলায় পানি নিতে আসে। তাতে তারা কষ্ট বোধ করে। তখন নীচতলার একজন কুড়াল দিয়ে পাটাতন কাটতে শুরু করল। উপরতলার লোকেরা এসে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে

৯. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৭, ৫৪।

বলল, উপরে পানি আনতে গেলে তোমরা কষ্ট বোধ কর। অথচ পানি আমাদের লাগবেই। এ সময় যদি উপরতলার লোকেরা তার হাত ধরে, তাহলে সে বাঁচল তারাও বাঁচল। আর যদি তাকে এভাবে ছেড়ে দেয়, তাহ'লে তারা তাকে ধ্বংস করল এবং নিজেরাও ধ্বংস হল'।[১০]

এতে বুঝা যায় যে, নাহী 'আনিল মুনকার ব্যতীত আমর বিল মা'রূফ যথার্থভাবে কার্যকর হয় না। তবে দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আমর বিল মা'রূফ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রযুক্ত হবে। যেমন-

(১) মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করা :

আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ- وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 'ভাল ও মন্দ সমান নয়। তুমি ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ কর। ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে'। 'এগুণের অধিকারী কেবল তারাই হতে পারে যারা ধৈর্য ধারণ করে। আর এ চরিত্র কেবল তারাই লাভ করে যারা মহা সৌভাগ্যবান' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪-৩৫)*।

(২) প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া :

আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 'তুমি মানুষকে তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা দ্বারা ও সুন্দর উপদেশ দ্বারা...' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মানুষ তিন ধরনের। এক- যারা হক স্বীকার করে ও তার অনুসরণ করে। এরা হ'ল প্রজ্ঞাবান মানুষ। দুই- যারা হক স্বীকার করে। কিন্তু তার উপর আমল করে না। এদেরকে উপদেশ দিতে হয়। যাতে তারা নেক আমল করে। তিন- যারা হক স্বীকার করে না। এদের সঙ্গে উত্তম পন্থায় বিতর্ক কর।[১১] যেমন উক্ত আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 'এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

(৩) দূরদর্শিতার সাথে একাকী বা সংঘবদ্ধভাবে আদেশ বা নিষেধ করা :

যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 'বল এটাই আমার পথ। ডাকি আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহ্র পথে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। অত্র আয়াতে দূরদর্শিতার সাথে সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

কথা বা কাজের ফলাফল কি হতে পারে, সেটা না বুঝে কাউকে কোন আদেশ বা নিষেধ করা যাবে না। এজন্য দূরদর্শিতা অবশ্য প্রয়োজন। মানুষ সাধারণতঃ নগদটা নিয়েই ভাবে, ফলাফল নিয়ে ভাবে কম। অথচ জ্ঞানীগণ ফলাফলের দিকে বেশী দৃষ্টি দেন। তারা আবেগকে বিবেক ও শরী'আত দ্বারা দমনে সক্ষম হন। তাই তাদের হাতে সমাজ উপকৃত হয় ও কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। সমাজ পরিবর্তনে ব্যক্তি উদ্যোগ মুখ্য হলেও তার অনুসারীদের মাধ্যমে তা ত্বরান্বিত হয়। তাই একই আক্বীদা-বিশ্বাসের অনুসারী দলের সহযোগিতায় দূরদর্শিতার সাথে সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পালন করা আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অত্র আয়াতে এজন্য দূরদর্শী আমীরের অধীনে জামা'আত গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এককভাবে ও জামা'আতবদ্ধভাবে এই সংস্কার প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'তোমরা আল্লাহ্র পথে বের হও একাকী হও বা দলবদ্ধভাবে হও এবং তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে' *(তওবা ৯/৪১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا আল্লাহ্র রাস্তায় একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা সমগ্র পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছুর চাইতে উত্তম'।[১২] তিনি বলেন, يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে'।[১৩] তিনি বলেন, فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ 'তোমার উপর জামা'আত অপরিহার্য। কেননা বিচ্ছিন্ন বকরীকেই নেকড়ে বাঘ ধরে খায়'।[১৪] তিনি আরও বলেন, وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى 'জামা'আত যত বড় হবে, ততই সেটি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় হবে'।[১৫] নিঃসন্দেহে পারস্পরিক নিঃস্বার্থ মহব্বতপূর্ণ জামা'আতই প্রকৃত শক্তি। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এ শক্তি খুবই প্রয়োজন। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ 'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ্র নিকট উত্তম ও অধিকতর

১০. *বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৮।*
১১. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৪৫।*
১২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯২।*
১৩. *নাসাঈ হা/৪০২০; তিরমিযী হা/২১৬৬; ছহীহুল জামে' হা/৮০৬৫; মিশকাত হা/১৭৩।*
১৪. *আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০৬৭।*
১৫. *আবুদাঊদ হা/৫৫৪; নাসাঈ, মিশকাত হা/১০৬৬।*

প্রিয় দুর্বল মুমিনের চাইতে'।[১৬] অতএব ঐক্যবদ্ধ বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সর্বদা হকপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী থাকতে হবে। নইলে আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার বাস্তবায়িত হওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না।

(৪) লক্ষ্যে স্থির থাকা :

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার'-এর লক্ষ্য হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা। আল্লাহ বলেন, فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর তাঁর প্রতি খালেছ আনুগত্য সহকারে *(যুমার ৩৯/২)*। এক্ষণে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সাথে যদি অন্যের সন্তুষ্টিলাভ যুক্ত হয়ে যায়, তাহ'লে যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। সাময়িকভাবে কেউ দুনিয়া হাছিল করলেও চূড়ান্ত বিচারে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আখেরাতে সে জান্নাত থেকে মাহরূম হবে। দেখা গেছে, ইতিহাসে বহু ধর্মীয় আন্দোলন বিপুল শক্তি নিয়ে উত্থিত হয়েছে। কিন্তু অবশেষে দুনিয়াবী স্বার্থের চোরাবালিতে পড়ে নিমেষে হারিয়ে গেছে। অথচ নবীগণ মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার সময় পরিষ্কার ভাবে বলে দিতেন, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকটেই রয়েছে' *(শো'আরা ২৬/১০৯ প্রভৃতি)*।

(৫) যথাযোগ্য ইলমের অধিকারী হওয়া :

আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'ইলমের অধিকারীগণই কেবল আল্লাহকে ভয় করে *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*। জ্ঞানী-মূর্খ সবাই আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু এখানে জ্ঞানীগণ বলতে 'যথার্থ জ্ঞানীগণ' বুঝানো হয়েছে। যারা ইসলামী শরী'আতের যথার্থ মর্ম বুঝেন ও সে অনুযায়ী পরিচালিত হন। নইলে কুরআনের অর্থ জানা সত্ত্বেও মর্ম না বুঝার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হন ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করেন। যেমন (১) আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বললেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ 'তুমি বল আমি তোমাদের মত একজন মানুষ বৈ কিছু নই' *(কাহফ ১৮/১১০)*। কিন্তু আমরা বুঝলাম মুহাম্মাদ (ছাঃ) একজন নূর ছিলেন, মানুষ নন। (২) আল্লাহ বললেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। কিন্তু আমরা বুঝলাম, আল্লাহ নিরাকার ও শূন্য সত্তা। (৩) আল্লাহ বলেন, أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ 'যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মত যে সৃষ্টি করে না? এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? *(নাহল ১৬/১৭)*। অথচ আমরা বুঝলাম, সকল সৃষ্টিই স্রষ্টার অংশবিশেষ। অতএব 'যত কল্লা তত আল্লা'। আল্লাহ্র নামে যিকর করলেই হয়ে যাবে 'ফানা ফিল্লাহ'। (৪) আল্লাহ বললেন, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 'রহমান তাঁর আরশে সমুন্নীত' *(ত্বোয়াহা ২০/৫)*। কিন্তু আমরা বুঝলাম, আল্লাহ্র আরশ মুমিনের কলবের মধ্যে রয়েছে। যিকরের মাধ্যমে কলবকে জাগিয়ে তুললেই আল্লাহকে পাওয়া যাবে। তিনি আরশে নন, বরং সর্বত্র বিরাজমান। অথচ সঠিক অর্থ হ'ল এই যে, আল্লাহ্র সত্তা স্বীয় আরশে সমুন্নীত। কিন্তু তাঁর ইলম ও কুদরত তথা জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত।

(৫) আমরা মাইকে ওয়ায করছি। কিন্তু মাইকে আযান ও ছালাত নিষেধ করছি। (৬) পানি পাওয়া সত্ত্বেও ঢেলা-কুলুখ নিচ্ছি ও লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট বলে হাদীছ জানা সত্ত্বেও ৪০ কদম হাঁটছি। (৭) আল্লাহ বলেন, 'মৃত্যুর পর তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। কিন্তু আমরা বুঝলাম রাসূল (ছাঃ) ও পীর-মাশায়েখগণ কবরে জীবিত আছেন এবং তারা ভক্তদের ডাকে সাড়া দেন। ফলে কবরে গিয়ে নযর-নেয়াযের পাহাড় জমাচ্ছি। যদিও আমার প্রতিবেশী না খেয়ে মরছে (৮) মূর্তিপূজাকে শিরক বলছি। অথচ কবরপূজাকে লালন করছি। (৯) ইসলামে অবিশ্বাসীকে 'কাফের' বলছি। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি বা দলকে নির্দ্বিধায় সমর্থন দিচ্ছি। (১০) জিহাদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কোথায় কখন কার বিরুদ্ধে কিভাবে জিহাদ করতে হবে, সেটা জানি না। ফলে এমনিতেই বস্তুবাদী নেতাদের হীন স্বার্থের বলি হচ্ছে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ। সাথে সাথে চরমপন্থী ধর্মনেতাদের অদূরদর্শিতার শিকার হচ্ছে অগণিত মুসলিম।

(১১) রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল'। 'নিয়ত' অর্থ মনের সংকল্প। যা ব্যতীত কোন কাজই হয় না। অথচ আমরা বুঝলাম ছালাতের শুরুতে নিয়ত অর্থাৎ 'নাওয়াইতু 'আন..' না পড়লে ছালাত হবে না। এতে অনেকে নিয়ত ভুল হবার ভয়ে ছালাতই পড়ে না। (১২) ছহীহ বুখারীর দরস দেই, অথচ ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত পড়ি না। কেউ পড়লে তাকে গালি দেই। এমনকি মসজিদ থেকে বের করে দেই। অনেক জায়গায় শাস্তিস্বরূপ তাকে দিয়ে মসজিদ ধুয়ে নেওয়া হয়। অনেককে চাকুরীচ্যুতি ও সামাজিক বয়কটের শিকার হন। অনেককে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। (১৩) 'ওয়াক্তের পূর্বে ফরয ছালাত হয় না' এটা জানা কথা। কিন্তু সফরে যে সেটা হয়, সেটা অনেকে জানেন না। আর জানলেও তা মাযহাবের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যান। কেউ পড়তে চাইলে তার দিকে তেড়ে আসেন। (১৪) 'সরকারের বিরুদ্ধে হক কথা বলা বড় জিহাদ' এটা সবাই জানি। কিন্তু খুশীতে ও নাখুশীতে সরকারের আনুগত্য করা এবং বিদ্রোহ না করা যে শরী'আতের হুকুম, এটা আমরা বেমালুম ভুলে যাই।

১৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৮।*

সরকারের ভুল ধরিয়ে দেওয়া, সুপরামর্শ দেওয়া অথবা প্রতিবাদ করাই জনগণের দায়িত্ব। এর পরেও সরকার অন্যায় যবরদস্তি করলে তারা মহাপাপী হবে ও আখেরাতে জাহান্নামী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা শাসকদের কথা শোন ও মান্য কর। কেননা তাদের দায়িত্ব তাদের এবং তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের।[১৭]

(৬) সর্বদা মধ্যপন্থী হওয়া :

একজন মুসলিম-এর এটিই হ'ল সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের ক্ষেত্রে এই চরিত্র বজায় রাখাই হ'ল সবচাইতে যরূরী। আল্লাহ বলেন, 'এভাবে আমরা তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত করেছি। যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পার এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا، يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا তোমরা সুসংবাদ দাও, তাড়িয়ে দিয়োনা। সহজ করো, কঠিন করো না। সৎকর্ম কর ও মধ্যপন্থী হও'।[১৮] মানুষ যখন চরমপন্থী হয়, তখন সে হঠকারী হয়। ঐ অবস্থায় সে মধ্যপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়। ফলে সে স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। একইভাবে মানুষ যখন শৈথিল্যবাদী হয়, তখন সে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যবোধ হারিয়ে ফেলে। ফলে সমাজে অন্যায় প্রবল হয়। অতএব দু'টিই পরিত্যাজ্য। যেকোন পর্যায়ের নেতা ও দায়িত্বশীলের জন্য মধ্যপন্থী হওয়ার গুণ থাকা অপরিহার্য।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকারের দায়িত্বশীল ধর্মনেতা ও সমাজনেতারা যখনই বাড়াবাড়ি করেন, তখনই সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। বিগত দিনে ইহুদী নেতাদের মধ্যে এ দোষটি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। নবীযুগেও মদীনার ইহুদীদের মধ্যে এই মন্দ চরিত্র অব্যাহত ছিল। ফলে সন্ধিচুক্তি করা সত্ত্বেও তারা সর্বদা তা লংঘন করত এবং ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি করত। সেকারণ আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيْرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ 'তুমি বল, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি কর না এবং ঐসব লোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা অতীতে পথভ্রষ্ট হয়েছিল ও বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং এখন তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৭৭)*।

বস্তুতঃ ইসলামের বরকত পেয়েও মুসলিম উম্মাহ ইহুদী-নাছারাদের রীতি-নীতির অনুসারী হয়েছে এবং জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। ফলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সাপে-নেউলে সম্পর্ক হয়েছে এবং উভয়পক্ষ সাধ্যমত বাড়াবাড়ি করছে। সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকায় তাদের বাড়াবাড়িতেই দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে বেশী। অথচ তাদেরই সহনশীল হওয়ার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। অতএব সামাজিক শান্তির জন্য সকলকে সর্বদা মধ্যপন্থী হওয়া অতীব যরূরী।

(৭) সহজ পথ বেছে নেওয়া :

যখনই কোন নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন দু'টির মধ্যে সহজটি বলা হবে। যাতে শ্রোতা সেটা মানতে আগ্রহী হয়। আল্লাহ বলেন, يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজটি চান, তিনি কঠিন করতে চান না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ 'নিশ্চয়ই এই দ্বীন সহজ। যদি কেউ দ্বীনে কঠোরতা আরোপ করে, তাহ'লে তা তাকে পরাভূত করবে (অর্থাৎ সে দ্বীন পালনে ব্যর্থ হবে)'।[১৯] যেমন ধরুন, (ক) আপনি সফরে বা কর্মস্থলে বের হয়েছেন। বের হবার আগে ওযূ করে মোযা পরে বের হলেন। পরে ওযূ করার সময় আর মোযা খুলে পা ধোয়ার প্রয়োজন নেই। এর জন্য চামড়ার মোযা খুঁজবার দরকার নেই। যেকোন মোযার উপর মাসাহ করলেই যথেষ্ট হবে। (খ) সুন্নাত পড়ায় অনেক নেকী। কিন্তু সফরে না পড়লেও চলবে। এমনকি ফরযও অর্ধেক। সেখানে ছালাতের ওয়াক্তেও আগপিছ করা চলে। যেমন এক্বামত দিয়ে যোহরের দু'রাক'আত পড়লেন। পরে আবার এক্বামত দিয়ে আছরের দু'রাক'আত পড়লেন। এতে আছর এগিয়ে যোহরের সাথে অথবা যোহর পিছিয়ে আছরের সাথে পড়া যায়। একইভাবে মাগরিব ও এশা। আপনার সুবিধামত একটা বেছে নিবেন। (গ) 'কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযূ করা' অত্যন্ত নেকীর কাজ। এতে আল্লাহ্র নিকট মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা পানি। তাতে ওযূ করলে আপনার অসুখ বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনি ওযূ না করে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করুন। ভাববেন না যে, আপনার নেকী কম হ'ল। না এটাই ইসলামের দেখানো সহজ পথ। এ পথেই নেকী বেশী পাবেন। কেননা আপনি সুন্নাত অনুসরণ করেছেন। আবেগ তাড়িত হননি।

(ঘ) একজন মুছল্লী নিয়মিতভাবে হুঁকা-তামাক-সিগারেট অথবা পান-জর্দ্দায় আসক্ত। তামাক হারাম জেনেও তিনি ছাড়েন না। আপনি তাকে বলুন তামাকবিহীন পানের মশলা খেতে। দেখবেন আস্তে আস্তে পান-জর্দ্দা খাওয়াই বাদ হয়ে যাবে। এতে একদিকে হারাম ও অন্যদিকে বাজে খরচের পাপ থেকে উনি বেঁচে যাবেন। কিন্তু আপনি যদি তাকে প্রথমেই 'হারামখোর' বলেন, তাহ'লে উনিতো ওটা ছাড়বেনই না। বরং আরও বেশী করে খাবেন ও আপনার সঙ্গ ত্যাগ করবেন।

১৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৩।*
১৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭২২, ১২৪৬।*
১৯. *বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৬।*

এমনকি আপনার ছিদ্রান্বেষণে ও গীবত-তোহমতে রত হবেন। (ঙ) একজন ক্লীনশেভ, বেশরা, নেশাখোর অথবা কবরপূজারী যুবককে আপনি দ্বীনের দাওয়াত দিবেন। আপনি তাকে বলুন, হে যুবক! আল্লাহকে ভয় কর। তিনিই তোমার ও আমার সৃষ্টিকর্তা। আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে ও জীবনের সকল কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। তিনি সর্বদা আমাদের সকল কথা শোনেন ও সকল কর্ম দেখেন। এসো আমরা তাঁকে ডাকি। এসো ভাই পরকালে জাহান্নামে অগ্নিদগ্ধ হবার কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা করি ও আল্লাহ্র বিধান মেনে চলি। এভাবে তাকে দরদের সাথে দাওয়াত দিন। 'ফাসেক' বা 'মুশরিক' বলে প্রথমেই তাকে দূরে ঠেলে দিবেন না। সে খারাব ব্যবহার করলে ছবর করুন। হাসিমুখে কথা বলুন। তার হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করুন। দেখবেন যুবকটি ফিরে আসবে। অতঃপর জানতে চাইবে তার করণীয় কি। আপনি তাকে প্রথমেই নেশা বা পূজা ছাড়তে বলবেন না। বরং তাকে আল্লাহ ও আখেরাত সম্পর্কে বলুন এবং ছালাতের দাওয়াত দিন। স্রেফ বিসমিল্লাহ-আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে হ'লেও জামা'আতের সাথে ছালাত পড়তে বলুন। দেখবেন একদিন সে কবরপূজা ছাড়বে, নেশা ছাড়বে ও দাড়ি ছেড়ে দিবে। তাতে তার সকল নেক আমলের নেকী আপনি পাবেন, সেও পাবে। আর যদি সে আপনার দাওয়াতে সাড়া না-ও দেয়, তথাপি আপনি কিন্তু দাওয়াতের পূর্ণ নেকী পেয়ে গেলেন। এভাবে লোকদের দু'টি পথের সহজটি বাৎলে দিন। আশা করি মানুষ আল্লাহ্র পথে ফিরে আসবে এবং শয়তানকে পরিত্যাগ করবে।

এক বেদুঈন এসে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পেশাব করল। মুছল্লীরা ক্ষেপে গেল। রাসূল (ছাঃ) তাদের নিষেধ করলেন ও এক বালতি পানি এনে তাতে ঢেলে দিতে বললেন। অতঃপর লোকটিকে কাছে ডেকে বললেন, إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ 'দেখ এটি মসজিদ। এসব পবিত্র স্থানে পেশাব করা ও একে অপবিত্র করা ঠিক নয়। এগুলি তো কেবল আল্লাহ্র যিকর, ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য নির্ধারিত'। অতঃপর তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বললেন, فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ 'তোমরা তো প্রেরিত হয়েছ সহজকারী হিসাবে, কঠিনকারী হিসাবে নও'।[২০]

(৮) দু'টি বিপদের মধ্যে হালকাটি গ্রহণ করা :

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের সময় এ বিষয়টি গভীরভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, যাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি, তার অবস্থানটা কি? এমন মানুষও আছেন যিনি ইসলাম ছাড়তে প্রস্তুত, কিন্তু বাপ-দাদার রেওয়াজ ছাড়তে রাযী নন। এমতাবস্থায় তাকে রেওয়াজ পালনের স্বাধীনতা দিন এবং ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝার উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, যদি তোমার সম্প্রদায় অল্প কিছু দিন পূর্বে কুফর ছেড়ে না আসত, তাহলে আমি কা'বা গৃহ ভেঙ্গে ইবরাহীমী ভিতের উপর পুনঃস্থাপন করতাম।[২১] কিন্তু তিনি ভাঙ্গেননি। কেননা তাতে ওরা হয়ত বাপ-দাদার রেওয়াজের মহব্বতে ইসলাম ছেড়ে চলে যেত। বলা বাহুল্য আজও রাসূল (ছাঃ)-এর সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। এখানে কা'বা সংস্কারের চাইতে রাসূল (ছাঃ) কুরায়েশদের ঈমানকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

(৯) আমল পরিবর্তনের চাইতে আক্বীদা পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দেওয়া :

ছোট-খাট বিষয় নিয়ে যিদ ও হঠকারিতাবশে সমাজে এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনে বড় বড় অঘটন ঘটে যায়। যার ক্ষয়ক্ষতি হয় ব্যাপক। যেমন জাপানের জনগণের উন্নতি-অগ্রগতির সাথে আমেরিকার জনগণের কোন স্বার্থ জড়িত ছিল না। কিন্তু স্রেফ বিশ্ব মোড়ল হওয়ার আত্মম্ভরিতায় তারা সেখানে এটমবোমা নিক্ষেপ করল। যাতে কয়েক লাখ বনু আদম নিমেষে শেষ হয়ে গেল এবং শেষ হয়ে গেল বছরের পর বছর ধরে গড়ে তোলা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যসমূহ। একইভাবে তারা সম্প্রতি ঘটালো ইরাকে ও আফগানিস্তানে। আমেরিকার নেতাদের আক্বীদা যদি এটা হ'ত যে, এই দুষ্কৃতির জন্য তাদেরকে পরকালে কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে এবং জাহান্নামের আগুনে জীবন্ত জ্বলতে হবে, তাহ'লে নিশ্চয়ই তারা এমন অপকর্ম করতে পারত না। সেকারণ ইসলাম মানুষের আক্বীদা পরিবর্তনকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

ত্বায়েফের দুর্ধর্ষ ছাক্বীফ গোত্র মদীনায় এল ইসলাম কবুল করার জন্য। তারা বায়'আত করল এই শর্তে যে তারা যাকাত দিবে না এবং জিহাদ করবে না। রাসূল (ছাঃ) তাদের এই শর্ত মেনে নিয়ে তাদের বায়'আত নিলেন। অতঃপর বললেন, سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا 'তারা যখন ইসলাম কবুল করেছে, তখন সত্বর তারা যাকাত দিবে এবং জিহাদ করবে'।[২২]

মুসলিম সমাজে বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে হৈ-চৈ মারামারি লেগেই আছে। এ কারণে তারা নানা মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত একটা দুর্বল উম্মতে পরিণত হয়েছে। মাযহাবী হঠকারিতা ও আত্মকলহের ফলে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভেদ ও দলাদলি অব্যাহত রয়েছে। অথচ যদি আল্লাহভীতি ও আখেরাতে জবাবদিহিতার আক্বীদা দৃঢ় থাকত এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আত ব্যাখ্যা করা হ'ত, তাহলে সবই দূর হয়ে যেত।

২০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১-৯২ 'নাপাকীসমূহ পবিত্রকরণ' অনুচ্ছেদ।

২১. মুসলিম হা/১৩৩৩, তিরমিযী হা/৮৭৫।

২২. আবূদাঊদ হা/৩০২৫, সনদ ছহীহ।

ধরুন আপনি এক স্থানে গেলেন। আপনি ছহীহ তরীকায় ছালাত আদায় করলেন। নাভীর নীচে হাত বাঁধলেন না, রাফ'উল ইয়াদায়েন ছাড়লেন না বা ছালাত শেষে দলবদ্ধ মুনাজাত করলেন না। মুছল্লীরা আপনার দিকে তেড়ে এল। আপনি নরম ভাষায় বলুন, ভাই আমি মুসলমান। আমি আপনাদের সাথে ছালাত আদায় করেছি। মসজিদে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে পেশাব করা সত্ত্বেও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মরু বেদুঈনকে মসজিদ থেকে বের করে দেননি। আপনারা আমার দু'টো কথা শুনুন। রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে উম্মতকে অছিয়ত করে বলে গেছেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ 'আমি তোমাদের কাছে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[২৩] তিনি আমাদেরকে কুরআন-হাদীছ মানতে বলে গেছেন। অন্যকিছু বলে যাননি। এক্ষণে আপনারা হাদীছগ্রন্থ খুলে দেখুন। সেখানে থাকলে তা মানুন, না থাকলে ছাড়ুন। আপনাদের এলাকায় অনেক বিজ্ঞ আলেম আছেন, তাঁরাই যথেষ্ট এ বিষয়ে ফায়ছালা দেওয়ার জন্য। আমি নিজে থেকে কিছুই বলব না।

এভাবে যখনই আপনি তাদের আক্বীদাকে মাযহাবী গণ্ডী থেকে সরিয়ে ছহীহ হাদীছমুখী করে দিবেন, তখনই দেখবেন তাদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে এবং তারা স্বেচ্ছায় ছহীহ-শুদ্ধ আমল শুরু করে দিবে। কিছু আলেম ও পীর-মাশায়েখ তাদেরকে মাযহাব ও তরীকার দোহাই দিবে। কিন্তু জান্নাতপিয়াসী মানুষ মধু-মক্ষিকার মত ছুটে আসবে ছহীহ হাদীছের পানে। আল্লাহ সহায় থাকলে তাদের কেউ ঠেকাতে পারবে না। এভাবেই আপনার আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার কার্যকর হবে। যা বহু পথহারা মানুষকে সরল পথের সন্ধান দিবে। যাদের সমস্ত নেকী আপনার আমলনামায় যুক্ত হবে। অথচ তাদের স্ব স্ব নেকীতে কোন কমতি করা হবে না।

(১০) বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা :

আমর বিল মা'রূফ বা সমাজ সংস্কারের পথ হ'ল নবীগণের পথ। এ পথে বিপদাপদ প্রতি মুহূর্তের সাথী। এপথ আদৌ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জনগণের দেয়া শত নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং এর প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে চাইতে হবে। প্রথম রাসূল নূহ (আঃ) ও শেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে। হেন কোন নির্যাতন নেই যা তাঁদের উপর করা হয়নি। বারবার স্মরণ করবেন তায়েফের তরুণদের প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত ও বিতাড়িত রাসূলের সেই রক্তাক্ত দেহখানার কথা। তায়েফের সীমানা পেরিয়ে এসে বিশ্রামরত রাসূলের সামনে জিব্রীল যখন সাথী মালাকুল জিবালকে নিয়ে এলেন এবং তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

أَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِى رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِى بِأَمْرِكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ–

'আমি পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতা। আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন যেন আপনি আমাকে নির্দেশ দেন। অতএব যদি আপনি চান, তাহ'লে আমি (আবু কুবাইস ও তার সম্মুখের কু'আইক্বি'আন নামক) মক্কার বড় দুই পাহাড়কে ওদের উপর চাপা দিয়ে ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেব। জবাবে রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا 'বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের ঔরস থেকে এমন সব সন্তান বের করে আনবেন যারা স্রেফ আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না'।[২৪] পরবর্তীতে ওহোদের যুদ্ধে মাথায় শিরস্ত্রাণের লৌহনাল প্রবেশ করা ও দাঁত ভাঙ্গা রাসূল (ছাঃ) মুখের রক্তস্রোত মুছছেন আর বলছেন, كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ 'ঐ জাতি কিভাবে সফলকাম হবে, যারা তাদের নবীর মাথা যখম করেছে ও তার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে?[২৫] পরে যালিমরা যুদ্ধ শেষে মক্কায় চলে গেল।

হ্যাঁ এটাই হ'ল সত্যসেবীদের চরিত্র। তারা প্রতিশোধ নেন না। বরং তাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেন আল্লাহ। যুগে যুগে এটাই রীতি হয়ে আছে। আজও যারা নবীগণের তরীকায় সমাজ পরিবর্তন চান, তাদেরকেও একই পথ অবলম্বন করতে হবে। মিথ্যাশ্রয়ীদের হামলা-মামলা এবং সকল প্রকার শত্রুতা ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা ও আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করাই হবে তাদের একমাত্র কর্তব্য। আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। কেননা তিনি বলেন, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'আর আমার উপর দায়িত্ব হ'ল বিশ্বাসীদের সাহায্য করা' *(রূম ৩০/৪৭)*।

যেমন বিপদাপন্ন রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوْا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا 'নিশ্চয়ই তোমার পূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা মিথ্যার অপবাদগ্রস্ত এবং নির্যাতিত হওয়ার পরেও ধৈর্যধারণ করেছিল। যে পর্যন্ত না আমাদের সাহায্য পৌঁছে যায়' *(আন'আম ৬/৩৪)*। তিনি আরও বলেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ

২৩. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬।*

২৪. *বুখারী হা/৩২৩১, মুসলিম হা/১৭৯৫, মিশকাত হা/৫৮৪৮।*
২৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৪৯।*

لَهُمْ ‘অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল (ইতিপূর্বে) দৃঢ়চিত্ত রাসূলগণ। আর তুমি তাদের (অর্থাৎ শত্রুদের বিরুদ্ধে বদদো‘আ করার) জন্য ব্যস্ত হয়ো না’ *(আহক্বাফ ৪৬/৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ধৈর্যশীল মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ ‘মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারু জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়’।[২৬]

(১১) সমাজ সংস্কারে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা :

যেমন নূহ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, قَالَ رَبِّ إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلاً وَنَهَارًا- ... ثُمَّ إِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا- ثُمَّ إِنِّيْ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا- فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ‘সে বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি’। ... ‘অতঃপর আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি উচ্চ স্বরে’। ‘অতঃপর আমি তাদের প্রকাশ্যে ও গোপনে উপদেশ দিয়েছি’। ‘আমি বলেছি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল’ *(নূহ ৭১/৫, ৮-১০)*। বস্তুতঃ প্রত্যেক নবীই নিঃস্বার্থ ও নিরলসভাবে দাওয়াত দিয়েছেন। আর তাদের প্রচেষ্টাতেই পৃথিবীতে সৎ ও দ্বীনদার মানুষের আধিক্য রয়েছে। কিন্তু যখন অসৎ লোকের সংখ্যা ব্যাপক হবে এবং প্রকৃত তাওহীদপন্থী একজন লোকও অবশিষ্ট থাকবে না, তখন পৃথিবী চূড়ান্ত ধ্বংসের সম্মুখীন হবে এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে আমর বিল মা‘রূফ ও নাহী ‘আনিল মুনকারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

অবসর কোথা কোথায় শ্রান্তি
এখনও যে কাজ রয়েছে বাকী
তাওহীদ আজও পূর্ণ কিরণ
দিক-দিগন্তে দেয়নি আঁকি ॥

২৬. *মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭*

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

(বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে)

হিজরী ১৪৩৪ ॥ খৃষ্টাব্দ ২০১৩ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২০

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর শুরু	আছর শুরু	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা শুরু
০১ জুন	২১ রজব	১৮ জ্যৈষ্ঠ	৩ঃ৪৫	৫ঃ১১	১১ঃ৫৯	৩ঃ১৪	৬ঃ৪২	৮ঃ০৫
০৫ ,,	২৫ ,,	২২ ,,	৩ঃ৪৫	৫ঃ১১	১২ঃ০০	৩ঃ১৪	৬ঃ৪৪	৮ঃ০৬
১০ ,,	০১ শা‘বান	২৭ ,,	৩ঃ৪৪	৫ঃ১০	১২ঃ০০	৩ঃ১৫	৬ঃ৪৬	৮ঃ০৮
১৫ ,,	০৬ ,,	০১ আষাঢ়	৩ঃ৪৫	৫ঃ১১	১২ঃ০২	৩ঃ১৫	৬ঃ৪৭	৮ঃ১০
২০ ,,	১১ ,,	০৬ ,,	৩ঃ৪৬	৫ঃ১২	১২ঃ০৩	৩ঃ১৬	৬ঃ৪৯	৮ঃ১১
২৫ ,,	১৬ ,,	১১ ,,	৩ঃ৪৭	৫ঃ১৩	১২ঃ০৪	৩ঃ১৭	৬ঃ৫০	৮ঃ১২

যাকাত সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(৩য় কিস্তি)

গৃহপালিত পশুর যাকাত

বিভিন্ন প্রকার পশুর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র بهيمة الأنعام তথা উট, গরু ও ছাগলের যাকাত ফরয করেছেন। মহিষ গরুর অন্তর্ভুক্ত এবং ভেড়া ও দুম্বা ছাগলের অন্তর্ভুক্ত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلاَّ أُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ-

আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক উট, গরু ও ছাগলের অধিকারী ব্যক্তি যে তার যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে আনা হবে বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়। তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে তাদের ক্ষুর দ্বারা এবং মারতে থাকবে তাদের শিং দ্বারা। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যাবৎ না মানুষের বিচার ফায়ছালা শেষ হয়ে যায়।[২৭]

গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ :

(ক) নিছাব পরিমাণ হওয়া : গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ইসলামী শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নিছাব সংখ্যক পশুর মালিক হ'তে হবে। আর তা হ'ল, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ৪০ টি, গরু ৩০ টি এবং উট ৫ টি। অতএব কম হ'লে তার উপর যাকাত ফরয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ 'পাঁচের কম সংখ্যক উটের যাকাত নেই।[২৮] অন্য হাদীছে এসেছে, মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلٍّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلٍّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আমাকে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, গরুর যাকাতে প্রত্যেক চল্লিশটিতে একটি 'মুসিন্নাহ' (দু'বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু) এবং প্রত্যেক ত্রিশটিতে একটি 'তাবী' অথবা 'তাবী'আ' (এক বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু) গ্রহণ করবে।[২৯]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ 'কারো গৃহপালিত ছাগলের সংখ্যা চল্লিশ হ'তে একটিও কম হ'লে তার উপর যাকাত নেই'।[৩০]

(খ) পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'পূর্ণ এক বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সম্পদের যাকাত নেই'।[৩১]

তবে গৃহপালিত পশুর বাচ্চা তার মায়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ বছরে একবার গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায় করা হবে। আর আদায়ের সময় বাচ্চা মায়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) 'সায়েমা' তথা বিচরণশীল হ'তে হবে : যে পশু বছরের অধিকাংশ সময় নিজেই বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে তাকে সায়েমা বলা হয়। অতএব বছরের অধিকাংশ সময় মালিক নিজে খাদ্য সংগ্রহ করে পশুকে খাওয়ালে সে পশুর উপর যাকাত ফরয নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ 'বিচরণশীল ছাগলের যাকাতে চল্লিশটি হ'তে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল।[৩২] তিনি অন্যত্র বলেন, فِيْ كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ 'বিচরণশীল প্রত্যেক চল্লিশটি উটে একটি বিনতু লাবুন (দু'বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উট)।[৩৩]

গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায়ের নিয়ম : আবূবকর (রাঃ) আনাস (রাঃ)-কে বাহরাইনের উদ্দেশ্যে প্রেরণকালে গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে তাঁকে লিখে দিয়েছিলেন যে, ২৪টি ও তার চেয়ে কম সংখ্যক উটের যাকাত ছাগল দ্বারা আদায় করবে। প্রত্যেক ৫টি উটে ১টি ছাগল এবং উটের সংখ্যা ২৫টি হ'তে ৩৫টি পর্যন্ত হ'লে ১টি

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

২৭. *বুখারী হা/১৪৬০; মুসলিম হা/৯৯০; মিশকাত হা/১৭৭৫।*
২৮. *বুখারী হা/১৪৪৭, 'যাকাত' অধ্যায়, 'রৌপ্যের যাকাত' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৯৭৯।*
২৯. *তিরমিযী হা/৬২৩; নাসাঈ হা/২৪৫০; ইবনু মাজাহ হা/১৮০৩; মিশকাত হা/১৮০০, 'যাকাত' অধ্যায়, আলবানী, সনদ ছহীহ।*
৩০. *বুখারী হা/১৪৫৪, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাগলের যাকাত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৭৯৬।*
৩১. *আবূদাঊদ হা/১৫৭৩; তিরমিযী হা/৬৩১; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; আলবানী, সনদ ছহীহ।*
৩২. *বুখারী হা/১৪৫৪, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৯৬।*
৩৩. *নাসাঈ হা/২৪৪৯; আলবানী, সনদ হাসান।*

মাদী বিনতু মাখায। ৩৬টি হ'তে ৪৫টি পর্যন্ত ১টি মাদী বিনতু লাবূন। ৪৬টি হ'তে ৬০টি পর্যন্ত ১টি হিক্কাহ। ৬১ টি হ'তে ৭৫টি পর্যন্ত ১টি জায'আ। ৭৬টি হ'তে ৯০টি পর্যন্ত ২টি বিনতু লাবূন। ৯১টি হ'তে ১২০টি পর্যন্ত ২টি হিক্কাহ। আর ১২০ টির বেশী হ'লে অতিরিক্ত প্রতি ৪০ টিতে ১টি করে বিনতু লাবূন এবং অতিরিক্ত প্রতি ৫০ টিতে ১টি করে হিক্কাহ। যার ৪ টির বেশী উট নেই, তার উপর কোন যাকাত নেই। তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে। কিন্তু যখন ৫ টিতে পৌঁছবে তখন তার উপর ১টি ছাগল যাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

আর ছাগলের ক্ষেত্রে গৃহপালিত ছাগল ৪০টি হ'তে ১২০টি পর্যন্ত ১টি ছাগল। এর বেশী হ'লে ২০০টি পর্যন্ত ২টি ছাগল। ২০০-এর অধিক হ'লে ৩০০টি পর্যন্ত ৩টি ছাগল। ৩০০-এর অধিক হ'লে প্রতি ১০০ টিতে ১টি করে ছাগল যাকাত দিবে। কারো গৃহপালিত ছাগলের সংখ্যা ৪০টি হ'তে ১টিও কম হ'লে তার উপর যাকাত নেই। তবে স্বেচ্ছায় দান করতে চাইলে করতে পারে'।[৩৪]

উপরোক্ত হাদীছ সহ আরো অন্যান্য হাদীছের আলোকে উট, গরু ও ছাগলের যাকাত পৃথকভাবে ছকের মাধ্যমে দেখানো হ'ল।

ছাগলের যাকাত

নিম্নের ছকে ছাগলের যাকাতের নিছাব, সংখ্যা ও যাকাতের পরিমাণ বর্ণনা করা হল :

নিছাব	সংখ্যা		যাকাতের পরিমাণ
	থেকে	পর্যন্ত	
৪০ টি (এর কম হ'লে যাকাত ফরয নয়)।	৪০	১২০	১ টি ছাগল
	১২১	২০০	২ টি ছাগল
	২০১	৩০০	৩ টি ছাগল

বি : দ্র : এর পরে প্রত্যেক একশত ছাগলে একটি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে।

গরুর যাকাত

নিম্নের ছকে গরুর যাকাতের নিছাব, সংখ্যা ও যাকাতের পরিমাণ বর্ণনা করা হ'ল :

নিছাব	সংখ্যা		যাকাতের পরিমাণ
	থেকে	পর্যন্ত	
৩০ টি (এর কম হ'লে যাকাত ফরয নয়)।	৩০	৩৯	তাবী' (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু)
	৪০	৫৯	মুসিন্নাহ (তৃতীয় বছরে পাদার্পণকারী গরু)
	৬০	৬৯	২ টি তাবী'
	৭০	৭৯	১টি তাবী' ও ১টি মুসিন্নাহ
	৮০	৮৯	২ টি মুসিন্নাহ
	৯০	৯৯	৩ টি তাবী'
	১০০	১০৯	২টি তাবী' ও ১টি মুসিন্নাহ

বি : দ্র : এর পরে প্রত্যেক ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী' অথবা তাবী'আহ অর্থাৎ এক বছর বয়সের একটি গরুর বাছুর এবং প্রত্যেক চল্লিশটি গরুর বিনিময়ে একটি মুসিন্নাহ তথা দু'বছর বয়সের গরুর বাছুর যাকাত দিতে হবে।

উটের যাকাত

নিম্নের ছকে উটের যাকাতের নিছাব, সংখ্যা ও যাকাতের পরিমাণ বর্ণনা করা হ'ল :

নিছাব	সংখ্যা		যাকাতের পরিমাণ
	থেকে	পর্যন্ত	
৫ টি (এর কম হ'লে যাকাত ফরয নয়)।	৫	৯	১ টি ছাগল
	১০	১৪	২ টি ছাগল
	১৫	১৯	৩ টি ছাগল
	২০	২৪	৪ টি ছাগল
	২৫	৩৫	বিনতু মাখায (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৩৬	৪৫	বিনতু লাবূন (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৪৬	৬০	হিক্কাহ (চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৬১	৭৫	জায'আহ (পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৭৬	৯০	২টি বিনতু লাবূন
	৯১	১২০	২ টি হিক্কাহ

বি : দ্র : উটের সংখ্যা ১২০ টির বেশী হ'লে প্রত্যেক ৪০ টিতে একটি বিনতু লাবূন এবং প্রত্যেক ৫০ টিতে একটি হিক্কাহ যাকাত দিবে। যা নিম্নে ছকের মাধমে দেখানো হ'ল :

সংখ্যা		যাকাতের পরিমাণ
থেকে	পর্যন্ত	
১২১	১২৯	৩ টি বিনতু লাবূন
১৩০	১৩৯	১ টি হিক্কাহ ও ২ টি বিনতু লাবূন
১৪০	১৪৯	২ টি হিক্কাহ ও ১ টি বিনতু লাবূন
১৫০	১৫৯	৩ টি হিক্কাহ
১৬০	১৬৯	৪ টি বিনতু লাবূন
১৭০	১৭৯	৩ টি বিনতু লাবূন ও ১ টি হিক্কাহ
১৮০	১৮৯	২ টি হিক্কাহ ও ২ টি বিনতু লাবূন
১৯০	১৯৯	৩ টি হিক্কাহ ও ১ টি বিনতু লাবূন
২০০	২০৯	৪ টি হিক্কাহ ও ৫ টি বিনতু লাবূন

গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায়ে কতিপয় লক্ষণীয় বিষয় :

গৃহপালিত পশুর মালিক যাকাত বাবদ যা দিবে এবং যাকাত আদায়কারী যা গ্রহণ করবে, তাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

৩৪. বুখারী হা/১৪৫৪, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৯৬।

(ক) দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়া : রোগ মুক্ত পশু থাকতে রোগাক্রান্ত, অঙ্গহীন, জীর্ণশীর্ণ পশু দ্বারা যাকাত আদায় করা যাবে না। আর তা এমন ত্রুটিযুক্ত যা ক্রয়-বিক্রয়ে অযোগ্য এবং তা দ্বারা কুরবানী বৈধ নয়। এরূপ বিধান এই জন্য যে, ত্রুটিযুক্ত পশু গ্রহণ করা হ'লে তাতে দরিদ্র লোকদের ক্ষতি সাধিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর (যাকাত দাও) এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلاَ يُعْطِيْ الْهَرِمَةَ وَلاَ الدَّرِنَةَ وَلاَ الْمَرِيْضَةَ وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ-

'তিন ধরনের লোক যারা এরূপ করবে, তারা পরিপূর্ণ ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করবে- যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদতে রত থাকে এবং স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; যে ব্যক্তি পত্যেক বছর তার মালের যাকাত হিসাবে উত্তম মাল প্রদান করে এবং বৃদ্ধ বয়সের, রোগগ্রস্ত, ত্রুটিপূর্ণ, নিকৃষ্ট মাল প্রদান করে না, বরং মধ্যম ধরনের মাল প্রদান করে। আল্লাহ তোমাদের নিকট তোমাদের উত্তম মাল চান না এবং নিকৃষ্ট মাল প্রদান করতেও নির্দেশ দেননি'।[৩৫]

(খ) শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত বয়সের হওয়া : হাদীছে যে বয়সের পশু দ্বারা যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঠিক সেই বয়সের পশু দ্বারাই যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা এর চেয়ে কম বয়সের পশু গ্রহণ করা হ'লে তাতে গরীবদের হক নষ্ট ও ক্ষতি সাধন করা হয়। আর বেশী বয়সের নেওয়া হ'লে পশুর মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব মালিকের নিকট শরী'আত নির্দিষ্ট বয়সের পশু না থাকলে তার নিকট বিদ্যমান পশু দ্বারাই যাকাত আদায় করবে। তবে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাথে দু'টি ছাগল অথবা ২০ দিরহাম দিবে।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আবূবকর (রাঃ) তাঁর কাছে আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা লিখে পাঠান : যে ব্যক্তির উপর উটের যাকাত হিসাবে জায'আ ফরয হয়েছে, অথচ তাঁর নিকট জায'আ নেই বরং তার নিকট হিক্কা রয়েছে, তখন হিক্কা গ্রহণ করা হবে। এর সাথে সম্ভব হ'লে (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) দু'টি ছাগল দিবে অথবা ২০ দিরহাম দিবে। আর যার উপর যাকাত হিসাবে হিক্কা ফরয হয়েছে, অথচ তার কাছে হিক্কা নেই বরং জায'আ রয়েছে তখন তার নিকট হ'তে জায'আ গ্রহণ করা হবে। আর যাকাত আদায়কারী (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) মালিককে ২০ দিরহাম অথবা দু'টি ছাগল দিবে। যার উপর হিক্কা ফরয হয়েছে, অথচ তার নিকট বিনতু লাবূন রয়েছে, তখন বিনতু লাবূনই গ্রহণ করা হবে। তবে মালিক দু'টি ছাগল অথবা ২০ দিরহাম দিবে। আর যার উপর বিনতু লাবূন ফরয হয়েছে, কিন্তু তার কাছে হিক্কা রয়েছে, তখন তার নিকট হ'তে হিক্কা গ্রহণ করা হবে এবং আদায়কারী মালিককে ২০ দিরহাম অথবা দু'টি ছাগল দিবে। আর যার উপর বিনতু লাবূন ফরয হয়েছে, কিন্তু তার নিকটে বিনতু মাখায রয়েছে, তবে তার নিকট থেকে তাই গ্রহণ করা হবে, অবশ্য মালিক এর সঙ্গে ২০ দিরহাম অথবা দু'টি ছাগল দিবে'।[৩৬]

(গ) পশু মধ্যম মানের হওয়া : অতীব উত্তম পশু বাছাই করে গ্রহণ করা যাকাত আদায়কারীদের জন্য যেমন জায়েয নয়, তেমনি জায়েয নয় অতীব নিকৃষ্ট পশু গ্রহণ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করে পাঠানোর সময় বলেছিলেন,

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ-

'তুমি তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন- যা তাদের ধনীদের নিকট হ'তে গ্রহণ করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে কেবল তাদের উত্তম মাল থেকে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে এবং মাযলূমের বদদো'আকে ভয় করবে। কেননা তার (বদদো'আ) এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা থাকে না'।[৩৭]

নিছাব পরিমাণ পশুর মালিক একাধিক হ'লে যাকাত আদায়ের হুকুম : একাধিক ব্যক্তি তাদের পশুগুলোকে একত্রিত করে এক সঙ্গে পালন করে থাকে। যেমন একজনের ২০ টি ছাগল এবং অপর জনের ২০ টি ছাগল মোট ৪০ টি ছাগল এক সঙ্গে

৩৫. *আবূদাউদ হা/১৫৮২; সিলসিলা ছহীহা হা/১০৪৬।*

৩৬. *বুখারী হা/১৪৫৩, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৯৬।*
৩৭. *বুখারী হা/১৪৯৬, 'যাকাত' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২।*

পালন করা হয়। এমতাবস্থায় উভয় মালিকের পৃথক পৃথক নিছাব গণনা করা হবে, না উভয়ে এক নিছাবের অন্তর্ভুক্ত হবে? এক্ষেত্রে ছহীহ মত হ'ল, তারা এক নিছাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ ৪০ টি ছাগলের মালিক একাধিক হ'লেও তাদেরকে যাকাত হিসাবে ১ টি ছাগল দিতে হবে। হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা আবূবকর (রাঃ) তাঁর কাছে লিখে পাঠান, وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ– 'যাকাত দেওয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্ন প্রাণীগুলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিতগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না'।[১২]

তবে একাধিক মালিকের পশু এক নিছাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্তসমূহ অবশ্য পূরণীয়। তা হ'ল,

(ক) সকল মালিককে মুসলিম, স্বাধীন ও পশুর পূর্ণ মালিক হ'তে হবে। (খ) একাধিক মালিকের মিশ্রিত পশু নিছাব পরিমাণ হ'তে হবে। (গ) একাধিক মালিকের মিশ্রিত পশু একসঙ্গে পূর্ণ এক বছর পালিত হ'তে হবে। (ঘ) পাঁচটি বিষয়ে একজনের পশু অন্যজনের পশু থেকে আলাদা হবে না। যেমন-

(১) الفحل তথা একই এড়ে অথবা পাঠা দিয়ে গর্ভধারণ করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) المسرح তথা একাধিক মালিকের মিশ্রিত সকল পশুর একই সময়ে চারণভূমিতে চরাতে হবে।

(৩) المرعى তথা একাধিক মালিকের মিশ্রিত সকল পশুর চারণভূমি একই হ'তে হবে।

(৪) المحلب তথা একাধিক মালিকের সকল পশুর দুগ্ধ দোহনের স্থান একই হ'তে হবে।

(৫) المراح তথা একাধিক মালিকের মিশ্রিত সকল পশুর রাত্রি যাপনের স্থান একই হ'তে হবে।

উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ না থাকলে তারা এক নিছাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং প্রত্যেক মালিকের পৃথক পৃথক নিছাব ধরে যাকাত আদায় করতে হবে।[১৩]

১২. *বুখারী হা/১৪৫০, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৯৬।*

১৩. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ৬/৬৩-৬৪ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৯ পৃঃ।*

সুখবর! সুখবর!!

আপনি কি জুনিয়র দাখিল পরীক্ষার্থী? আপনি কি কাঙ্খিত সাফল্যের প্রত্যাশী? তাহলে-
আজই সংগ্রহ করুন! উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'-এর এক ঝাঁক মেধাবী ছাত্র কর্তৃক রচিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা সম্পাদিত কাঙ্খিত সাফল্যের একমাত্র দিন নির্দেশক **'দিশারী** (JDC) প্রশ্নপত্র সাজেশান্স ২০১৩'। ভিপি যোগে সাজেশান্স পাঠানো হয়।

আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা
'দিশারী জুনিয়র দাখিল সাজেশান্স প্রণয়ন কমিটি
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭৪৭-৫৬৬৮১৭, ০১৯৮৩-৪৮৫১২৮।
শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।
[বি.দ্র. বিকাশে (নশধংয) অগ্রিম টাকা পাঠাতে পারেন।
মোবাইল ঃ ০১৮৪২-৯৯৮২১২

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

মুযাফফর বিন মুহসিন
কর্তৃক প্রণীত তত্ত্ব ও তথ্য বহুল বই
জাল হাদীছের কবলে
রাসূলুল্লাহ (a)-এর ছালাত

নির্ধারিত মূল্য
১২০ টাকা (সাধারণ বাঁধাই)।
১৫০ টাকা (বোর্ড বাঁধাই)।
যোগাযোগ : ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯।
০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে আলিয়া ও ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডা. জাকির নায়েকের বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।
উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ : আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
মাদরাসা মার্কেট (মসজিদ গেটের সরাসরি পূর্ব দিকে)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

(কিস্তি ১০ম)

সকল মানুষের সকল স্থানে আইনের আশ্রয় পাবার অধিকার :

Article-6 : Everyone has the right to recognition every where as a person before the law. 'স্থান-কাল নির্বিশেষে সকল জায়গায় মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেরই আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার রয়েছে' *(অনু: ৬)*।[৩৮]

এখানে জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৬ নং ধারাতে বলা হয়েছে, মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের স্থান-কাল ও দেশ ভেদে সকল স্থানে আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ একজন মানুষের নিজ এলাকা বা দেশের অভ্যন্তরে সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার কোন অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয় সে বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। তবে এ ধারাতে একটি বিষয় অস্পষ্ট যে, 'সকল জায়গা' বলতে কি বুঝানো হয়েছে? যদিও আমরা ধরে নিচ্ছি 'সকল জায়গা' বলতে শুধু নিজ দেশ নয় পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একজন নাগরিক যদি কোন রাষ্ট্রে বৈধ বা অবৈধভাবে যে অবস্থায় অবস্থান করুক না কেন ঐ নাগরিক সে দেশের প্রচলিত আইনের আশ্রয় নিতে পারবে।

ইসলামের আলোকে জবাব : জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৬ নং ধারাতে যা উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলাম বহু পূর্বে এটা প্রতিষ্ঠা করে গেছে। ইসলাম স্থান-কাল-দেশ-জাতি ভেদে সকল শ্রেণীর মানুষকে আইনের আশ্রয় পাবার কার্যকর ব্যবস্থা করেছে। উঁচু-নিচু, ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর, রাজা-বাদশাহ, মুসলিম, ইহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ বলে আইনের কম-বেশী করার কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে মদীনার রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি কখনও কারো দ্বারা অত্যাচারিত হয় তখন প্রয়োজনে তাদেরকে হিজরত বা স্থান ত্যাগ করার কথাও বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِيْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا– 'যারা নিজেদের উপর যুলুম করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণের সময় বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহ্র যমীন কি প্রশস্ত ছিল না, যেথায় তোমরা হিযরত করতে? অতএব এদের বাসস্থান হ'ল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ আবাস' *(নিসা ৯৭)*।

আবার অত্যাচারিত ও আশ্রয় প্রার্থীদের সাহায্য সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا 'আর তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা লড়াই করছ না আল্লাহ্র রাস্তায় এবং অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এই জনপদ থেকে অন্যত্র নিয়ে যাও; যার অধিবাসীরা অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ কর' *(নিসা ৭৫)*।

প্রত্যেক মযলূম ও নির্যাতিত মুসলমানের অধিকার রয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের যেখানে সে নিরাপদ মনে করবে, আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তার জাতীয়তা, বিশ্বাস ও বর্ণ যাই হৌক না কেন। ইসলাম নির্যাতিতের ব্যাপারে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছে যে, যখনই সে তাদের কাছে আশ্রয় চাইবে, তাকে আশ্রয় দেয়া হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ– 'কোন মুশরিক যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায় তবে তাকে আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ পর্যন্ত আশ্রয় দাও। তারপর তাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও' *(তওবা ৬)*।

অন্য কোন ধর্মের অনুসারী যখন ইসলামী সরকারের নিকটে বিচারপ্রার্থী বা আশ্রয়প্রার্থী হবে তখন ইসলামী বিধান অনুযায়ী আশ্রয় বা ফায়ছালা দিতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ 'তারা যদি তোমার কাছে আসে, হয় তাদের বিরোধ নিষ্পন্ন করে দাও, অথবা তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাক। তুমি যদি নির্লিপ্ত থাক, তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে দাও; তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর' *(মায়েদাহ ৪২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কোন লোকের মানহানি করে অথবা কোন প্রকার যুলুম করে তবে সেদিন আসার পূর্বেই তার ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত, যেদিন তার না থাকবে ধন-সম্পদ, আর না অন্য কিছু। অবশ্য তার নেক আমল সমূহ তার থেকে কেড়ে নেয়া হবে সেই যুলুমের সমপরিমাণ। যদি তার কোন নেক আমল না থাকে, তাহ'লে মযলূম ব্যক্তির মন্দ আমলগুলো তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে।[৩৯] এমনিভাবে কারও মানহানিকে রাসূল (ছাঃ) হারাম বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের জান-মাল ও সম্মানে হস্তক্ষেপ করা হারাম'।[৪০]

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩৮. *Fifty Years of the Universal Declaration of Human Rights. P. 200.*

৩৯. *বুখারী, হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ 'সালাম' অধ্যায়।*

৪০. *আবু দাঊদ হা/৪৮৮২, সনদ ছহীহ।*

অন্যত্র তিনি মুসলমানের সম্মানে হস্তক্ষেপ করাকে সূদের ন্যায় অন্যায় বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মানসম্মানে হস্তক্ষেপ করা ব্যাপকভাবে প্রচলিত সূদের অন্তর্ভুক্ত (গুরুতর অন্যায়)।[৪১] ওমর ফারূক (রাঃ) শাসকগণকে নিম্নোক্ত উপদেশ দিতেন, 'আমি তোমাদেরকে যালিম ও অত্যাচারী হিসাবে নয় বরং ঈমান ও সত্য পথের দিশারী হিসাবে নিয়োগ দান করে পাঠাচ্ছি। সাবধান! মুসলমানদের মারপিট করে তাদের অপমানিত করবে না।[৪২] মান-মর্যাদা এবং আইনের আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে সকল স্থানে সকলে সমান।

আইনের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নিরূপণ করে কাউকে আইনের অধীন ও কাউকে আইনের ঊর্ধ্বে রাখাকে ধ্বংস ও কঠিন বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের পূর্বে এমন সব লোক ছিল যাদের কোন অভিজাত ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর আইনের দণ্ড কার্যকর করা হ'ত না। আর কোন নিম্নশ্রেণীর লোক চুরি করলে তার উপর আইনের দণ্ড কার্যকর করা হ'ত।[৪৩]

আলী (রাঃ) একদিন বাজারে গিয়ে দেখেন, জনৈক খৃষ্টান লোক একটা লোহার বর্ম বিক্রি করছে। আলী (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বর্মটি চিনে ফেললেন এবং বললেন, এ বর্ম তো আমার। চল, আদালতে তোমার ও আমার মধ্যে ফায়ছালা হবে। সেসময় ঐ আদালতের বিচারক ছিলেন কাযী শুরাইহ। তিনি যখন আমীরুল মুমিনীনকে আসতে দেখলেন, তখন তাঁর বসার স্থান থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং আলী (রাঃ)-কে নিজ স্থানে বসিয়ে তিনি তাঁর পাশে বসলেন। আলী (রাঃ) বিচারপতি শুরাইহকে বললেন, এই ব্যক্তির সাথে আমার বিরোধ মিটিয়ে দিন। শুরাইহ বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার বক্তব্য কি? আলী বললেন, এই বর্মটি আমার। অনেক দিন হ'ল এটি হারিয়ে গেছে। আমি তা বিক্রয় করিনি, দানও করিনি। শুরাইহ বললেন, ওহে খৃষ্টান! আমীরুল মুমিনীন যা বলছেন, সে ব্যাপারে তুমি কী বলতে চাও? সে বলল, আমি আমীরুল মুমিনীনকে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করছি না, তবে বর্মটি আমারই। শুরাইহ বললেন, বর্মটিতো এই ব্যক্তির দখলে রয়েছে। কোন প্রমাণ ছাড়া তার কাছ থেকে সেটা নেয়া যাবে বলে আমি মনে করি না। আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে কি? আলী (রাঃ) হেসে ফেললেন এবং বললেন, শুরাইহ ঠিকই বলেছেন। আমার নিকট তো কোন প্রমাণ নেই। নিরুপায় শুরাইহ খৃষ্টানের পক্ষেই রায় দিলেন এবং সে বর্মটি গ্রহণ করে রওয়ানা হ'ল। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে সে আবার ফিরে এল এবং বলল, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, এটাই নবীদের বিধান ও শিক্ষা। আমীরুল মুমিনীন নিজের দাবী বিচারকের সামনে পেশ করেছেন, আর বিচারক তার বিপক্ষে রায় দিচ্ছেন। আল্লাহর কসম, হে আমীরুল মুমিনীন! এটা আপনারই বর্ম। আমি এটা আপনার কাছে বিক্রয় করেছিলাম। পরে তা আপনার মেটে রঙের উটটির উপর থেকে ছিটকে পড়ে গেলে আমি ওটা তুলে নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। আলী (রাঃ) বললেন, তুমি যখন মুসলমান হয়ে গেলে, তখন এ বর্ম এখন থেকে তোমার। অতঃপর আলী (রাঃ) তাকে ভাল দেখে একটা ঘোড়াও উপহার দিলেন এবং তাতে চড়িয়ে তাকে বিদায় দিলেন।[৪৪]

এ থেকে বুঝা যায় যে, ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীগত পার্থক্য করা যাবে না। তেমনিভাবে বিশ্বের সকল মানুষের সকল স্থানে বিচরণ করা ও সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার কেউ হরণ করতে পারবে না। এমনকি কোন নাগরিককে দেশে প্রবেশে ও আইনের আশ্রয় নেয়াতে বাঁধা দিতে পারবে না। এটাই ইসলামী আইন।

পর্যালোচনা :

জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ৬ নং ধারাতে 'স্থান-কাল-নির্বিশেষে সকল জায়গায় মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেরই আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার রয়েছে' মর্মে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে আসলে সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, বিশ্বের সকল মানুষ সকল স্বাধীন রাষ্ট্রে সমানভাবে আইনের এই অধিকার ভোগ করতে পারবে কি-না? কিন্তু ইসলামে এ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা রাখা হয়নি। বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, গোটা বিশ্ব হ'ল আল্লাহ্র কাছে একটা রাজ্য।

শ্রেণী-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার :

Article-7 : All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in vilation of this Declaration and against any incitement to such discrimination. 'আইনের চোখে সবাই সমান এবং শ্রেণী-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সমানভাবে আইনের আশ্রয় নিতে পারবে। এই ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকারের প্রয়োগ না হ'লে বা প্রয়োগে বাঁধা পড়লে প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে আইনের আশ্রয়ে সেই অধিকারকে কার্যকর করার' *(অনু: ৭)*।

জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৭ ধারাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান এবং শ্রেণী-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে আইনের আশ্রয় নিতে পারবে। এতে আরও বলা হয়েছে, কোন মানুষের কেবল আইনের আশ্রয় নিতে পারাটাই যথেষ্ট নয়, যদি না সে তার ন্যায্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অর্থাৎ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি আইনের আশ্রয় নেয়ার সাথে তার যৌক্তিক অধিকার আদায়ের বা প্রয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষ কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

উল্লেখ্য, ৬ ধারার সাথে ৭ ধারার কিছু অংশে মিল রয়েছে। তবে এক স্থানে পার্থক্য রয়েছে সেটা হ'ল ৬ ধারাতে ব্যক্তির

৪১. আবুদাঊদ হা/৪৮৭৬, সনদ ছহীহ।
৪২. আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ-এর উর্দু অনুবাদ, পৃঃ ৩৬৭।
৪৩. বুখারী হা/৩৭৩৩; মুসলিম হা/১৬৮৯ 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়, 'চোরের হাত কাটা' অনুচ্ছেদ।
৪৪. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ১০/১৩৬ হা/২০২৫২, ১০/১৩৬; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৮/৫।

আইনগত অধিকারের সাথে স্থানকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ৭ ধারাতে স্থানকে প্রাধান্য না দিয়ে শুধু ব্যক্তি-গোষ্ঠীর আইনের আশ্রয় পাবার বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামের আলোকে জবাব :

জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ৭ ধারাতে মানুষের আইনগত অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, ইসলাম সে ব্যবস্থাটি বহু পূর্বেই সমাধান দিয়েছে। শুধু সমাধানই দেয়নি, বরং ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সর্বত্র তা প্রতিষ্ঠিত করে গেছে, যার বাস্তব নমুনা খুলাফায়ে রাশেদীন এর শাসন ব্যবস্থা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ 'তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটলে সেটিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে ফিরিয়ে দাও' *(নিসা ৫৯)*।

আল্লাহ আরও বলেন, وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ 'আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন, তার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দাও এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না' *(মায়েদাহ ৪৯)*।

ন্যায়বিচার সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلْوُوْا أَوْ تُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দানকারী, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ধনী হৌক বা গরীব হৌক আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। অতএব ন্যায়বিচারে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা চক্র কথা বল বা সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাও তাহ'লে (জেনে রেখো) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ সংবাদ রাখেন' *(নিসা ৪/১৩৫)*।

এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, কোন মানুষ যদি অন্য মানুষের উপর যুলুম-নির্যাতন করে অথবা তাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তা হবে অন্যায় ও মানবাধিকার পরিপন্থী। এর প্রতিকার পাবে ইসলামের ছায়াতলে; কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালায়, অন্য কোন বিধানে নয়।

এ সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ)-এর বাণী সমূহ :

সকল মানুষ যাতে আইনের আশ্রয় লাভ ও প্রতিকার পেতে পারে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর এক বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে গেছেন। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অমুসলিমদের জীবন আমাদের জীবন এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতই'।[৪৫]

অতীত জাহিলিয়াতের যুগে কুরায়েশদের মধ্যে ছিল হিংসা-হানাহানি, গোত্রীয় অহমিকা ও বৈষম্য। আইনের প্রয়োগ হ'ত মানুষ ও গোত্র দেখে। ইসলামের আগমনের পর রাসূল (ছাঃ) উক্ত প্রথাকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে কুরায়েশ বংশের লোকেরা! আল্লাহ তো তোমাদের জাহিলী যুগের অহংকার, গৌরব ও বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব বোধকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছেন'।[৪৬]

এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'আরবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই অনারবদের উপর, অনারবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আরবদের উপর। কৃষ্ণাঙ্গদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই শ্বেতাঙ্গদের উপর, শ্বেতাঙ্গদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই কৃষ্ণাঙ্গদের উপর। তোমরা সকলেই আদমের বংশধর আর আদম সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে।[৪৭]

পর্যালোচনা :

বর্তমান বিশ্বে আইনের অপপ্রয়োগ চলছে। যার করুণ চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠছে প্রতিনিয়ত, যা দেখে আঁৎকে উঠতে হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান চিত্রপট অত্যন্ত ভয়ংকর। ১৬ কোটি নাগরিকের এই দেশে মানুষ আইনের আশ্রয় নিতে পারছে না রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সহ নানা কারণে। পক্ষান্তরে যাদের অর্থ রয়েছে, রাজনৈতিক পরিচিতি ও প্রভাব রয়েছে তারাই কেবল আইনের আশ্রয় নিতে পারছে। আর যারা পারছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের সে অধিকার সময়মত আদায় করতে পারছে না। দেশে নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে উচ্চ আদালতের (সুপ্রীম কোর্টের) অবস্থা অত্যন্ত ভয়ংকর। এক রিপোর্ট মতে দেশের আদালতগুলোতে প্রায় ২৮ লাখেরও বেশী মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এর মধ্যে নিম্ন আদালতে ২৫ লাখ, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৩ লাখ ও আপীল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে ১৭ হাযার মামলা। এসব মামলার মধ্যে ১৫ থেকে ২০ বছরের পুরনো মামলাও রয়েছে।

এছাড়া পুরনো ভূমি সংক্রান্ত মামলাগুলোর একটি বিরাট অংশ নিষ্পত্তির জন্য আদালতে উত্থাপিত না হওয়ার ফলেও মামলার জট বেড়েই চলেছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক মামলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুনানী হ'লেও জনস্বার্থে রিট আবেদন, ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তির সংখ্যা যথেষ্ট নয়। এসব কারণে দেশের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন আদালত পর্যন্ত সবখানে মামলার জট কমছে না। এ চিত্র থেকে দু'টি দিক ফুটে উঠে। একটি হ'ল আমাদের দেশের বিচারব্যবস্থার মারাত্মক দৈন্য দশা। আর অপরটি হ'ল সাধারণ মানুষের ন্যায্যবিচার না পাওয়া। দেশের নিম্ন আদালতের কথা যদি বাদ দিয়ে সর্বশেষ আইনের আশ্রয়স্থল উচ্চ আদালত হাইকোর্টের কথা বলা হয়, তাহ'লে দেখা যাবে সেখানে চলছে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, অবিচার, ব্যক্তি পরিচিতি (Face Value) ও রাজনৈতিক বিবেচনায়

৪৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬১০।

৪৬. তিরমিযী হা/৩৯৫৫-৫৬, 'সিরিয়ার ফযীলত' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান।
৪৭. বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০০।

বিচার, হয়রানি, বেঞ্চে ঘুষ না দিলে সিরিয়্যাল না পাওয়া প্রভৃতি। এমনকি বিচারকদের মাঝেও দুর্নীতির কথা জানা যায়। টাকা না থাকা ও কোর্ট সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের আইনের আশ্রয় না পাওয়া, এর জন্য বছরের পর বছর অথবা যুগযুগ ধরে ন্যায়বিচার পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করা, আদালতে বিরোধী দলের দমন-পীড়ন, রাজনৈতিক বিবেচনায় অযোগ্য বিচারক নিয়োগ, ফাইল গায়েব হওয়া, সরকারী সম্পত্তি রক্ষায় এ্যাটর্নী দপ্তর ও সরকারী পক্ষের লোকজনের অবহেলা ও অনিয়ম সব মিলে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের বেহাল দশা। এই যদি আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালতের অবস্থা হয়, তাহ'লে এদেশের সাধারণ মানুষ আইনের আশ্রয় পাবে কি করে? ন্যায়বিচারইবা পাবে কোথায়?

তাছাড়া দেশে আইন বহির্ভূতভাবে মানুষের উপর যে অত্যাচার-নিপীড়ন, গুম, হত্যা চলছে তা অবর্ণনীয়। ২০১২ সালের মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশিত বাংলাদেশের মানবাধিকার চিত্র দেখলে গা শিউরে ওঠে। ২০১২ সালে বাংলাদেশে ৭০ ব্যক্তিকে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে র‍্যাবের হাতে নিহত হয়েছে ৪০ জন। অন্যান্য আইন-শৃংখলা বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে ২৪ জন। এ বছর ১৬৯ জন রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত হয়েছে। আহতের সংখ্যা ১৭ হাযার ১৬১ জন। ২৪ জন লোক গুম হয়েছে। অন্য এক রিপোর্টে গুম হওয়া লোকদের সংখ্যা ৫৬ বলা হয়েছে। এর মধ্যে র‍্যাব ১০টির সাথে জড়িত বলে দাবী করা হয়েছে। আইন-শৃংখলা বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার পর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৭২ জন। এর মধ্যে মারা গেছেন ৭ জন। আইন রক্ষকদের হাতে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে ১৩টি।

দেশের কারাগারগুলোতে বন্দিদের ধারণ ক্ষমতা ৩৩ হাযার ৪৭০ জন হলেও সেখানে রাখা হয়েছে ৬৮ হাযার ৭০০ জন। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, দেশে ২০ লাখ ফৌজদারী অপরাধের মামলা ঝুলে আছে। দেশের দুর্বল বিচার বিভাগের কারণে বিচারের আগেই লোকজনকে দীর্ঘ সময় আটকে রাখা হয়। সরকার বাকস্বাধীনতা ও সমাবেশের স্বাধীনতাকে সীমিত করেছে। সাংবাদিকরা শিকার হচ্ছেন হয়রানি ও সহিংসতার। ২০১২ সালে ৪ জন সাংবাদিক খুন ও ১১৮ জন আহত হয়েছে। হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন আরও ৫০ জন। দুর্নীতি দমন কশিন সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। পদ্মা সেতু প্রকল্পের উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করতে দুদক ব্যর্থ হয়েছে। সাবেক রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের এপিএসের ঘুষ কেলেংকারির কোন সুরাহা হয়নি। বিচার বিভাগ সরকারের রাজনৈতিক চাপে চলছে। বিরোধী দলের মামলাগুলোর নিষ্পত্তি হয় না।[৪৮]

এদিকে মহিলা পরিষদের দেয়া তথ্য মতে, ২০১২ সালে ৬০০০ নারী শিকার হয়েছে ভয়াবহ নির্যাতনের। যদিও প্রকৃত চিত্র আরও বেশী। এর মধ্যে ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং নির্যাতনের পর হত্যা ও ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছেন ১৬০০ নারী। ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার শিকার হয়েছেন ১০৬ নারী। ইভটিজিং -এর অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে ২০ নারী। গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১৫৭টি। এসব অসহায় ধর্ষিতার মধ্যে ৩ বছরের বালিকা থেকে ৫৫ বছরের বৃদ্ধাও রয়েছে। ধর্ষণের ছবি তুলে ব্লাকমেইলের ফাঁদে ফেলা হচ্ছে শত শত নারীকে।[৪৯]

অথচ এসব অসহায় মানুষ, নারী, শিশুর অভিভাবকবৃন্দ থানা বা কোর্ট-কাচারিতে আইনের আশ্রয় নিতে পারছে না। সন্ত্রাসী ও গড ফাদারদের হুমকি-ধমকিতে ন্যায্যবিচার তো দূরের কথা তার দোরগোড়ায়ও তারা যেতে পারছে না। বরং মামলার কথা বললে জীবনের হুমকিতে পরিবারবর্গ পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিছু মামলা পরিস্থিতির কারণে থানা নিলেও দলীয় গডফাদার, মন্ত্রী/এমপিদের ফোনে অধিকাংশ থানা মামলা পর্যন্ত নিতে চায় না। এ হ'ল বাংলাদেশের আইন ও আইনের আশ্রয় প্রার্থীদের লোমহর্ষক কাহিনী। হেফাযতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের উপর (৫ মে রাত ২-টার পর) ঘুমন্ত অস্থায় যে পৈশাচিক ও বর্বর হত্যা-নির্যাতন চালানো হয়েছে তা সুস্পষ্ট মানবাধিকার লংঘন। দ্রুত এর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার এবং প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।

এখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাব যে, সে দেশগুলোর সাধারণ মানুষ, নারী-শিশু, সংখ্যালঘুরা আইনের আশ্রয় নিতে পারছে না, তেমনি ন্যায্য বিচারও পাচ্ছে না। এইতো পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর দিকে তাকালেই তার বাস্তব নমুনা পেয়ে যাব। মুসলিম জাতি বলে বার্মা থেকে রোহিঙ্গাদেরকে কিভাবে নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত হত্যা, নির্যাতন, নারী ও শিশু ধর্ষণ, হত্যা, মসজিদ-মাদরাসা সহ তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে নিজ ভিটা-বাড়ী ছেড়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অথচ তাদের কাছে এসব কোনটাই মানবাধিকার পরিপন্থী কাজ বলে মনে হচ্ছে না। বিশ্ব মোড়লেরা এগুলো যেন দেখেও না দেখার ভান করে চলেছে। এভাবে ভারত (আসামে, কাশ্মীরে), ফ্রান্স, আমেরিকা (গুয়ানতানামো বে ও আবু গারীব কারাগারে), চীনসহ প্রায় সারা বিশ্বে জাতিসংঘ সনদের এই ৭ নং অনুচ্ছেদটির চরম অপব্যহার চলছে।

ইসলাম কখনও কারো প্রতি যুলুম, অন্যায়-অবিচার করে না বরং ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী ভেদে সকলের আইনের আশ্রয় নেয়ার অপূর্ব সুযোগ করে দিয়েছে এবং সকল মানুষের অধিকার ফিরে পাবার ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে সঊদী আরবে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার রয়েছে; ইসলামী আইন বলবৎ রয়েছে। সেখান থেকে বিশ্ববাসীকে শিক্ষা নিতে হবে। সবশেষ বলা যায়, জাতিসংঘের ৭ ধারার অস্পষ্টতা, অপূর্ণতা ও মানব রচিত এই সনদের বিশ্বময় অপব্যবহারের কারণে এই ধারাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে চলেছে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকটি গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

[চলবে]

৪৮. দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ এপ্রিল ২০১৩, পৃঃ ৮।

৪৯. দৈনিক আমার দেশ, ০৬ জানুয়ারী, ২০১৩, পৃঃ ৬।

মানব সৃষ্টি : ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে

*মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী**

ভূমিকা :

পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টির মূল উপাদান পানি। এই মৌলিক উপাদান পৃথিবীর সকল জীবদেহের মধ্যে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ 'আর প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হ'তে' *(আম্বিয়া ২১/৩০)*। জীব বিজ্ঞানের মতে, সাগরের অভ্যন্তরের পানিতে যে প্রোটোপ্লাজম বা জীবনের আদিম মূলীভূত উপাদান রয়েছে তা থেকেই সকল জীবের সৃষ্টি। আবার সকল জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত। আর এই কোষ গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে পানি। ভিন্নমতে, পানি অর্থ শুক্র *(কুরতুবী)*। তাছাড়া আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল অর্থাৎ পূর্বে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হ'ত না এবং যমীনে তরুলতা জন্মাত না। আল্লাহ্র ইচ্ছায় বৃষ্টি বর্ষিত হ'ল এবং মাটি তা থেকে উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করল *(ইবনে আব্বাস)*।[৫০] পৃথিবীর জীব কোষের মূল উপাদান যেমন পানি, তেমনি এই পানিই মাটির উৎপাদন ক্ষমতা লাভের প্রধান উপাদান। মহান আল্লাহ এই ধরণীতে মাটি থেকে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করেন এবং তারপর তা থেকে ক্রমশঃ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এই মানব জাতি। মহান আল্লাহ্র ভাষায়, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا 'হে মানবমণ্ডলী! আমরা তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরে পরিচিতি লাভ করতে পার' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে 'মানব ক্লোন'। এই ক্লোন পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দিতে গেলে পুরুষের জীব কোষের প্রয়োজন। অর্থাৎ একজন পুরুষের জীব কোষ বা শুক্রাণু ব্যতীত একজন নারী সন্তান জন্ম দানে অক্ষম। কেননা নারীর ডিম্বাণু ক্রমোজম (XX) ও পুরুষের শুক্রাণু ক্রমোজম (XY) পুত্র-কন্যা সন্তান গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম সম্পর্কে প্রশ্ন হ'তে পারে, কিন্তু মহান আল্লাহ এ প্রশ্নের সমাধান পবিত্র কুরআনে যথাযথভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেন, إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকটে ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মত। তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন অতঃপর তাকে বলেছিলেন, হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল' *(আলে ইমরান ৩/৫৯)*। আদি মানব-মানবী ও তাদের সন্তান সৃষ্টির পূর্ব ও পরের গূঢ় রহস্য কথা নিয়ে নিম্নে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

মানব সৃষ্টির আদি কথা :

আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন বস্তুবাদী গবেষক, দার্শনিক নানা বক্তব্য-বিবৃতি দিয়েছেন। যেমন- আদি মানব সম্প্রদায় বানর ছিল। কালের আবর্তনে পর্যায়ক্রমে বানর থেকে মানবে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হ'ল বর্তমান যুগে কি বিশ্বের কোথাও একটি বানর মানবে রূপান্তরিত হয়ে জীবন যাপন করছে? কিংবা কোন বানরের গর্ভ থেকে মানব সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে ও বেঁচে আছে? এর জবাব হ'ল নেতিবাচক। এটা সকলের জানা। আদি মানব কি বস্তু থেকে সৃষ্টি তা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, 'কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা *(সাজদাহ ৩২/৭)*, আমি মানবকে পঁচা কাদা থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি *(হিজর ১৫/২৬)*, এঁটেল মাটি *(ছাফ্ফাত ৩৭/১১)*, পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি' *(আর-রহমান ৫৫/১৪)*। আল্লাহ তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)* এবং তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭২)* আদম একাই শুধুমাত্র মাটি থেকে সৃষ্টি। বাকী সবাই পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্ট' *(সাজদাহ ৩২/৭-৯)*।

হযরত আদম (আঃ) মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি। কিন্তু মা হাওয়া (আঃ) কি দিয়ে সৃষ্টি সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'অতঃপর তিনি তার (আদম) থেকে তার যুগল (হাওয়াকে) সৃষ্টি করেছেন' *(যুমার ৩৯/৬)*। তিনি আরও বলেন, 'তিনি তার (আদম) থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত নারী-পুরুষ' *(নিসা ৪/১)*। অন্যত্র বলেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীকে, তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন' *(রূম ৩০/২১)*।

মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)-এর পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ– 'নারী জাতিকে পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে একেবারে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। যদি তা সোজা করতে যাও, ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তা ছেড়ে দাও, তবে সব সময় বাকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে উত্তম ও উপদেশমূলক কথাবার্তা বলবে'।[৫১]

* *যশপুর, তানোর, রাজশাহী।*

৫০. *আল-কুরআন, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৪২তম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১০), টীকা নং ১০৭৭, পৃঃ ৫১৫।*

৫১. *বুখারী হা/৩০৮৫; 'কিতাবুল আম্বিয়া'; রিয়াযুছ ছলেহীন হা/২৭৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ্, মিশকাত হা/৩২৩৮ 'বিবাহ' অধ্যায়।*

পৃথিবীতে প্রথম মানব আদম (আঃ) মাটি থেকে এবং প্রথম মানবী হাওয়া (আঃ) আদমের পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি। এতদ্ব্যতীত সকল মানব-মানবী এক ফোঁটা অপবিত্র তরল পদার্থ (বীর্য) থেকে অদ্যাবধি সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً– ‘অতঃপর আমরা তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, জমাট বাঁধা রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণ আকৃতি ও অপূর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট গোশতপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমরা নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর শিশু অবস্থায় বের করি’ *(হজ্জ ২২/৫)*। এভাবে আজও মানব বংশবিস্তার অব্যাহত আছে বিবাহ-বন্ধন ও স্বামী-স্ত্রীর মিলন ব্যবস্থার মাধ্যমে। যাতে করে মহান আল্লাহ্র মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয়।

গর্ভে সন্তান গঠনের গূঢ় রহস্য :

গর্ভে সন্তান গঠনের চক্র সাধারণতঃ দীর্ঘ ২৮০ দিন যাবৎ চলতে থাকে। যা ৪০ দিন অন্তর সুনির্দিষ্ট ৭ টি চক্রে বিভক্ত। নারী-পুরুষের যৌন মিলনের সময় নারীর ডিম্বনালীর ফানেলের মত অংশে ডিম্বাণু নেমে আসে এবং ঐ সময় পুরুষের নিক্ষিপ্ত বীর্যের শুক্রাণু জরায়ু বেয়ে উপরে উঠে আসে ও তা ডিম্বনালীতে প্রবেশ করে। প্রথমে একটি শক্তিশালী শুক্রাণু ডিম্বাণুটির দেহে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে অন্য কোন শুক্রাণু প্রবেশ করতে পারে না। এভাবে নারীর ডিম্বাণুটি নিষিক্ত (Fertilization) হয় এবং নিষিক্ত ডিম্বাণুটি জরায়ুতে নেমে প্রোথিত (Embedded) হয়।[৫২] তাছাড়া নারীর ডিম্বাণুর বহিরাবরণে প্রচুর সিয়ালাইল-লুইস-এক্সসিকোয়েন্স্ নামের চিনির অণুর আঠালো শিকল শুক্রাণুকে যুক্ত করে পরস্পর মিলিত হয়।[৫৩] আর এই শুক্রাণু দেখতে ঠিক মাথা মোটা ঝুলে থাকা জোঁকের মত। জোঁক যেমন মানুষের রক্ত চুষে খায়, শুক্রাণু ঠিক তেমনি ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করে মায়ের রক্তে থাকা প্রোটিন চুষে বেড়ে উঠে। নিষিক্ত ডিম্বাণুটি সন্তান জন্মের রূপ নিলে সাধারণতঃ নিম্নে ২১০ দিন ও উর্ধ্বে ২৮০ দিন জরায়ুতে অবস্থান করে এবং ঐ সময়ের মধ্যে ডিম্বাশয়ে নতুন করে আর কোন ডিম্বাণু প্রস্তুত হয় না।[৫৪] এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَكِيْنٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ– ‘আমরা মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমরা তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে (জরায়ুতে) স্থাপন করেছি। এরপর শুক্র বিন্দুকে জমাট রক্ত রূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর গোশতপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে গোশত দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করেছি’ *(মুমিন ২৩/১২-১৪)*। তিনি আরো বলেন, إِلَى قَدَرٍ مَعْلُوْمٍ، فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُوْنَ ‘এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, অতঃপর আমরা একে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমরা কত সুনিপুন স্রষ্টা’ *(মুরসালাত ৭৭/২২-২৩)*। ‘অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন এবং তাতে রূহ সঞ্চার করেন’ *(সাজদাহ ৩২/৯)*।

এখানে মানব সৃষ্টির ৭টি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। স্তরগুলো হ’ল মাটির সারাংশ, বীর্য, জমাট রক্ত, গোশতপিণ্ড, অস্থি পিঞ্জর, অস্থিতে গোশত দ্বারা আবৃতকরণ ও সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ রূহ সঞ্চারণ।[৫৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাতৃগর্ভে মানব শিশু জন্মের স্তর সম্পর্কে এভাবে বলেছেন, إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ ‘তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান আপন মাতৃগর্ভে বীর্যের আকারে ৪০ দিন, জমাট বাধা রক্তে পরিণত হয়ে ৪০ দিন, গোশত আকারে ৪০ দিন। এরপর আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পাঠান এবং চারটি বিষয়ে আদেশ দেন যে, তার (শিশুর) আমল, রিযিক্ব, আয়ুষ্কাল ও ভালো না মন্দ সব লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়’।[৫৬]

অন্যত্র এসেছে, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُوْلُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَمْ سَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالأَجَلُ فَيُكْتَبُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ ‘আল্লাহ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করেন। ফেরেশতা বলেন, হে রব! এখনো তো ভ্রূণ মাত্র। হে রব! এখন জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। হে রব! এবার গোশতের টুকরায় পরিণত হয়েছে।

৫২. *গাইনিকলজি শিক্ষা, পৃঃ ২২।*
৫৩. *মাসিক আত-তাহরীক, ১৫তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১১, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, পৃঃ ৪৩।*
৫৪. *গাইনিকলজি শিক্ষা, পৃঃ ১৫।*
৫৫. *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৯১৪।*
৫৬. *বুখারী হা/২৯৬৮, ৩০৮৬; মুত্তাফাক্ব আলাইহ্, মিশকাত, হা/৮৬।*

আল্লাহ যদি তাকে সৃষ্টি করতে চান, তখন ফেরেশতাটি বলেন, হে আমার রব! (সন্তানটি) ছেলে না মেয়ে হবে, পাপী না নেক্কার, রিযিক্ব কি পরিমাণ ও আয়ুষ্কাল কত হবে? অতএব এভাবে তার তাক্বদীর মাতৃগর্ভে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়'।[৫৭] নারী ও পুরুষের বীর্যের সংমিশ্রণ ঘুরতে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এর চতুর্দিকে একটি আবরণের সৃষ্টি হয়। যাতে করে ভ্রূণটি ধ্বংস হ'তে না পারে। এরপর আস্তে আস্তে এক বিন্দু রক্তকণায় পরিণত হয় এবং সেই রক্তকণা গোশতপিণ্ডে ও অস্থিমজ্জায় পরিণত হয়, এভাবেই সৃষ্টি হয় মানব শিশু।[৫৮] মাতৃগর্ভে শিশুকে সংরক্ষণের জন্য মাতৃজঠরের তিনটি পর্দা বা স্তরের কথা কুরআনে বলা হয়েছে। যথা- পেট বা গর্ভ, রেহেম বা জরায়ু এবং ভ্রূণের আবরণ বা ভ্রূণের ঝিল্লি গর্ভফুল (Placenta)।[৫৯] এই তিন স্তর সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে' *(যুমার ৩৯/৬)*।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে পবিত্র কুরআনে যে, 'ত্রিবিধ অন্ধকারের' কথা বলা হয়েছে। এই তিনটি অন্ধকার হ'ল- ১. রেহেম, ২. মাশীমা (المشيمة) বা গর্ভফুল এবং ৩. মায়ের পেট।[৬০] রেহেমে রক্তপিণ্ড ব্যতীত সন্তানের আকার-আকৃতি কিছুই তৈরী হয় না। আর গর্ভফুল (Placenta) ভ্রূণ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ, প্রতিরোধ ইত্যাদি কাজে অন্যতম ভূমিকা রাখে। গর্ভফুল মায়ের শরীর থেকে রক্তের মাধ্যমে নানা পুষ্টি ভ্রূণের দেহে বহন করে, খুব ধীর গতিতে রেচন পদার্থ মায়ের দেহের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। গর্ভফুলের সাহায্যে ভ্রূণ অক্সিজেন (O_2) গ্রহণ ও কার্বনডাই অক্সাইড (CO_2) ত্যাগ করে মায়ের ফুসফুসের মাধ্যমে, জীবাণু (Infection) থেকে ভ্রূণকে রক্ষা করে। এছাড়া ভ্রূণটি ঠিকমত জরায়ুতে আটকে রাখা, পুষ্টি সঞ্চয়, সম্পর্ক রক্ষা, হর্মোন সৃষ্টি ইত্যাদি কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখে।[৬১] এভাবে ভ্রূণটি জরায়ুতে বেড়ে উঠতে থাকে ও ১২০ দিন অতিবাহিত হ'লে শিশুর রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। আর শিশু নড়েচড়ে উঠে ও আঙ্গুল চুষতে থাকে[৬২] এবং পূর্ণ-পরিণত হওয়ার পরে সেখান থেকে বাইরে ঠেলে দেওয়া হয় *(আবাসা ৮০/১৮-২০)*। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'ঠেলে দেয়া হয়'। অর্থাৎ ২১০ দিন পর একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার উপযুক্ত হয়। আর সন্তানটির যখন ভূমিষ্ঠ হবার উপযুক্ত সময় হয়ে যায়, তখন Overy-Placenta থেকে এক প্রকার গ্রন্থিরস নিঃসৃত হয়, যা প্রসব পথ পিচ্ছিল ও জরায়ুর মুখ ঢিলা করে দেয়। আর মানব সন্তান ঐ সময় বিভিন্নভাবে নড়াচড়া করতে থাকে এবং প্রসব পথ পিচ্ছিল থাকায় বাচ্চা অনায়াসে বেরিয়ে আসে। সবচেয়ে মজার কথা হ'ল মানবশিশুর যে অঙ্গ সর্বপ্রথম গঠিত হয় তা হ'ল কর্ণ। আর সন্তান গর্ভে ধারণের ২১০ দিন পর চক্ষু গঠিত হয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে পরিণত হয়।

পুত্র-কন্যা সন্তান সৃষ্টির রহস্য :

নারীর গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর ২৮০ দিনের মধ্যে ১২০ দিন অতিবাহিত হ'লে পুত্র না কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তা নিশ্চিত হওয়া যায়। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদের পুত্র-কন্যা উভয় দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পুরুষের বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করলে পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। আবার স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করলে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়'।[৬৩]

আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মতে, জরায়ুতে যদি কন্যা ভ্রূণ সৃষ্টি হয়, তাহ'লে করটেক্স কম্পোন্যান্টগুলি (Cortics Componant) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'তে থাকে এবং মেডুলার কম্পোন্যান্টগুলি (Medullar Componant) কমতে থাকে। পক্ষান্তরে জরায়ুতে যদি পুত্র ভ্রূণ সৃষ্টি হয়, তাহ'লে করটেক্স কম্পোন্যান্টগুলি (Cortics Componant) কমতে থাকে এবং মেডুলার কম্পোন্যান্টগুলি (Medullar Componant) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'তে থাকে।[৬৪] তাছাড়া মানুষের প্রতিটি দেহকোষে মোট ২৩ জোড়া ক্রমোজম থাকে। তন্মধ্যে ২২ জোড়া অটোজম এবং এক জোড়া সেক্স (Sex) ক্রমোজম। নারীর ডিম্বাণুতে XX ক্রমোজোম এবং পুরুষের শুক্রাণুতে XY ক্রমোজম থাকে। সুতরাং নারীর ডিম্বাণুর X ক্রমোজমকে যদি পুরুষের শুক্রাণুর X ক্রমোজম নিষিক্ত করে, তবে জাইগোটের ক্রমোজম হবে XX এবং কন্যা সন্তানের জন্ম হবে। পক্ষান্তরে নারীর ডিম্বাণুর X ক্রমোজমকে যদি পুরুষের শুক্রাণুর Y ক্রমোজম নিষিক্ত করে, তবে জাইগোটের ক্রমোজম হবে XY এবং পুত্র সন্তান জন্ম হবে।[৬৫]

৫৭. *বুখারী, হা/৩০৮৭ 'কিতাবুল আম্বিয়া'।*
৫৮. *মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, বিজ্ঞান না কুরআন, পৃঃ ১০৯-১১০।*
৫৯. *বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২৭৭, ১নং টীকা দ্রষ্টব্য।*
৬০. *তাফসীর ইবনে কাছীর, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
৬১. *গাইনিকলজি শিক্ষা, পৃঃ ৮।*
৬২. *নবীদের কাহিনী, ১/২৫ পৃঃ।*
৬৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৪।*
৬৪. *গাইনিকলজি শিক্ষা, পৃঃ ৪১।*
৬৫. *মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান, জীব কোষের গঠন ও প্রকৃতি অধ্যায়, (ঢাকা : নব পুথিঘর প্রকাশনী), পৃঃ ১৬১।*

মোদ্দাকথা, যখন ডিম্বাণুর ও শুক্রাণুর জাইগোটের ক্রমোজম একই গোত্রীয় (XX) হয়, তখন কন্যা সন্তান এবং যখন ডিম্বাণুর ও শুক্রাণুর জাইগোটের ক্রমোজম একই গোত্রীয় (XY) না হয়, তখন পুত্র সন্তান জন্ম নেয়।[৬৬] অতএব সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ নির্ভর করে পুরুষের দেহে উৎপন্ন শুক্রাণুর উপর। আর যমজ সন্তান জন্ম দানের জন্য সবচেয়ে বেশী ভূমিকা স্ত্রীর। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, নারীর ডিম্বাশয় থেকে যখন একটি ডিম্বাণু জরায়ুতে নেমে আসে, তখন একটি শক্তিশালী শুক্রাণু তাতে প্রবেশ করে একটি সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু যদি দু'টি ডিম্বাণু জরায়ুতে নেমে আসে, তখন দু'টি শক্তিশালী শুক্রাণু তাতে আলাদা আলাদা প্রবেশ করে। ফলে যমজ সন্তানের জন্ম হয়।[৬৭] আবার সন্তানের আকৃতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, 'পুরুষ যখন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি পুরুষের বীর্য প্রথমে স্খলিত হয়, তাহ'লে সন্তান পিতার আকৃতি পায়। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রীর বীর্য প্রথমে স্খলিত হয়, তাহ'লে সন্তান মায়ের আকৃতি লাভ করে'।[৬৮] এভাবেই সন্তান সৃষ্টির গূঢ় রহস্য বেরিয়ে এসেছে।

শেষ কথা :

মহান আল্লাহ তা'আলা সুনিপুন করে সুন্দর আকৃতিতে মনোরম কাঠামোতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন গবেষণা করে আল্লাহ্র সৃষ্টির গূঢ় রহস্য উদঘাটন করে চলেছে। এই সব চাঞ্চল্যকর তথ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা গবেষণা ও শিক্ষা গ্রহণ কর' *(হাশর ৫৯/২)*। যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে মানুষ সৃষ্টির চেয়ে মহাকাশ সৃষ্টিকে অতীব বিস্ময়কর মনে করেছেন। দিন দিন নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারে বিস্মিত হয়েছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা উপলব্ধি করে না' *(মুমিন ৪০/৫৭)*। আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি আছে। আমাদের সকলের উচিত আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করতঃ তাঁর (আল্লাহ্র) মহত্ত্ব ঘোষণা করা। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে নতুন নতুন তথ্য উদ্ধার করছেন। অথচ অনেক আগেই এই তথ্য মানব কল্যাণে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। বলা যেতে পারে, কুরআনই এক সুশৃংখল কল্যাণকর অকৃত্রিম বিস্ময়কর এলাহী বিজ্ঞান এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বকালের যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তা উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

৬৬. *J.N.Ghoshal, Anatomy Physcolosy, (Calcata print) P. 479.*
৬৭. *গাইনিকলজি শিক্ষা, পৃঃ ১৫।*
৬৮. *বুখারী, হা/৩০৮৩ 'কিতাবুল আম্বিয়া'।*

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' (ليلة البراءة) বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মউতের ও ভাগ্যের রেজিষ্ট্রার লিখিত হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাক্বাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধুপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। এজন্য সরকারী পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আল্ফিয়াহ' (الصلاة الألفية) বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়, যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরায়ে ইখলাছ পড়া হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তি :

মোটামুটি দু'টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। ১. ঐ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভাল-মন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাযিল হয়। ২. ঐ রাতে রূহগুলি ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এই দিনে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে...! এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যে সব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা নিম্নরূপ: ১. সূরায়ে দুখান-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত- إِنَّا

أَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ- অর্থ: (৩) আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী (৪) এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'। হাফেয ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরায়ে ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয়ই আমরা এটা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরায়ে বাক্বারাহ্র ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ، 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। এই রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল-

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ- وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ-

অর্থ: 'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫২-৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ. 'আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন' *(মুসলিম হা/৬৬৯০)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না)। এক্ষণে শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাকী রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ইবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ শত রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরায়ে এখলাছ অর্থাৎ 'ক্বুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ' পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ শত রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপ:

১. আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا الخ- 'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ পাক ঐদিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী, আমি তাকে আরোগ্য দান করব'।

এই হাদীছটির সনদে 'ইবনু আবী সাব্রাহ' নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। সে কারণে হাদীছটি মুহাদ্দেছীনের নিকটে 'যঈফ'।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান করে থাকেন; শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

২. মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার 'বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্ব' গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'। এই হাদীছটিতে 'হাজ্জাজ বিন আরত্বাত' নামক একজন রাবী আছেন, যার সনদ 'মুনক্বাত্বা' হওয়ার কারণে ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, 'নিছফে শা'বান'-এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই।

৩. ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বললেন, 'না'। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তাকে রামাযানের পরে ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন'।

জমহূর বিদ্বানগণের মতে 'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

শবেবরাতের ছালাত :

এই রাত্রির ১০০ শত রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল। এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে আবিষ্কৃত হয়। যেমন মিশকাতুল মাছাবীহ-এর খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) 'আল-লাআলী' কিতাবের বরাতে বলেন, 'জুম'আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতে আল্‌ফিয়াহ' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই বানোয়াট ও মওযূ অথবা যঈফ। এই বিদ'আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং মাতব্বরী করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র গযবে যমীন ধসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা'আত বদ্ধভাবে ছালাত আদায় করা, যিকর-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটা প্রথমে শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে, আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনসাধারণ্যে ব্যাপ্তি লাভ করে।

রূহের আগমন :

এই রাত্রিতে 'বাক্বী'এ গারক্বাদ' নামক কবরস্থানে রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেয়ারত করতে যাওয়ার হাদীছটি *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯)* যে যঈফ ও মুনক্বাত্বা' তা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। এখন প্রশ্ন হ'লঃ এই রাতে সত্যি সত্যিই রূহগুলো ইল্লীন বা সিজ্জীন হ'তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে কি-না। যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মেয়েদের জন্য কবর যেয়ারত অসিদ্ধ হ'লেও তাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরায়ে ক্বদর-এর ৪ ও ৫নং আয়াত দু'টি পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে,

تَنَزَّلُ الْمَلآئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ، هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ-

'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে।

শা'বান মাসের করণীয় :

রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন'। যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

সরেযমীন : সাভার ট্রাজেডি

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

৩০ এপ্রিল সকাল ১০টা। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কার্যালয় বংশাল থেকে আমরা রওনা হ'লাম সাভারের উদ্দেশ্যে। গন্তব্য বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ ভবনধসের ঘটনায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া রানা প্লাজা। দুর্ঘটনার ২দিন পর ২৬ এপ্রিল শুক্রবার রাজশাহী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মুছল্লীদেরকে সাভার ট্রাজেডিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। অতঃপর আলহামদুলিল্লাহ দু'দিনের নোটিশে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী ও শুভাকাঙ্খীদের তাৎক্ষণিক সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়। সেই অর্থ সাভারের দুর্গত মানুষদের হাতে সরাসরি পৌঁছে দেয়ার জন্য আমরা ঢাকায় উপস্থিত হয়েছি। সফরের নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। সঙ্গে আছেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং আত-তাহরীক সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীনসহ ঢাকা ও নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীল।

ঢাকা শহরের দীর্ঘ যানজট কাটিয়ে যখন সাভারের হেমায়েতপুরে অবস্থিত এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গেটে পৌঁছলাম তখন প্রায় দুপুর ১২-টা। ৮ তলা বিশিষ্ট এই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত এক সপ্তাহে রানা প্লাজার আহত শ্রমিকদের নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে হাসপাতালটি ইতিমধ্যেই দেশবাসীর নযর কেড়েছে। প্রবেশমুখে গাড়ি দাঁড়াতেই বেশ কিছু কৌতুহলী দৃষ্টি গাড়ির সামনের ব্যানারে পড়ল। কালো ব্যানারটিতে লেখা 'সাভার দুর্ঘটনায় আহত-নিহতদের সাহায্যার্থে নিয়োজিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'। 'আহলেহাদীছ' শব্দটি দেখে ইডেন ও বদরুন্নেছা কলেজসহ বেশ কয়েকটি সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যাপিকা ও অধ্যাক্ষা জনৈকা ভদ্রমহিলা সামনে এগিয়ে এলেন এবং আবেগবশত বলে ফেললেন, 'আমি তো আহলেহাদীছের একজন ফাইটার, আপনারা এসেছেন খুব ভাল লাগছে'। ইতিমধ্যে সেখানে ডা. আব্দুল জব্বার ভাই সহ সাভার উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কর্মী ভাইয়েরা উপস্থিত হয়েছেন। তাদেরকে নিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম হাসপাতালের পরিচালক জনাব ডা. এনামুর রহমানের চেম্বারে। আমাদের পরিকল্পনা ছিল প্রথমে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সাজেশন মোতাবেক দুর্গতদের জন্য করণীয় নির্ধারণ করব। কিন্তু তিনি উপস্থিত না থাকায় সেখান থেকে বের হয়ে রওনা হ'লাম ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত শত বছরের প্রাচীন অধরচন্দ্র মডেল হাইস্কুল মাঠের উদ্দেশ্যে।

৭ একর আয়তন বিশিষ্ট অধরচন্দ্র স্কুলের বিশাল মাঠটি যেন শরণার্থী শিবির। তার দক্ষিণে আমগাছের নিচে অবস্থিত অস্থায়ী তথ্যকেন্দ্রটি ঘিরে রয়েছে কান্নাবিধুর শতসহস্র মুখ। এই পরিবেশে ঢুকতে স্বভাবতঃই মনটা বিষাদে ভরে উঠল। স্কুলের বারান্দায় রক্ষিত সদ্য উদ্ধার হওয়া দু'টি লাশকে ঘিরে একদল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল মাঠ জুড়ে নিখোঁজদের সন্ধানে আসা আত্মীয়-স্বজনদের ভিড়। তাদের হাতে নিখোঁজ আত্মীয়দের ছবি। বিদ্যালয়ের সদর ফটকের দেয়ালে এতটুকু স্থান ফাঁকা নেই। সর্বত্রই 'সন্ধান চাই' শিরোনামে নিখোঁজদের নাম-ঠিকানা ও ছবি সম্বলিত লিফলেট সাঁটানো। এরা হয়তো জানে যে, এই লিফলেট পড়ে দেখার সময় কারো নেই। কিন্তু তবুও প্রাণান্ত চেষ্টা, যদি কোনভাবে কেউ তাদের সন্ধান এনে দিতে পারে। কোন টিভি সাংবাদিক এলেই তারা ছবি নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ক্যামেরার সামনে। আমাদের সাতক্ষীরার একজন সন্ধানপ্রার্থীর দেখা পেলাম। কোন আর্থিক সাহায্য চান না তিনি, কেবল চান তার হারানো আত্মীয়টির জন্য একটুখানি দো'আ। সাংবাদিকসহ সরকারী ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবকদের তাবু দেখলাম বেশ কয়েকটা। বিনামূল্যে খাবার ব্যবস্থা, ফ্রি মোবাইল কল করা, এমার্জেন্সি চিকিৎসার জন্যও বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব মানবিক তৎপরতা দেখে বেশ ভাল লাগল। মৃত্যুর দীর্ঘ মিছিলের পশ্চাতে 'মানুষ মানুষের জন্য'– আপ্তবাক্যটিই এখন অত্র অঞ্চলের সবচেয়ে জীবন্ত বস্তু। সাধারণ মানুষের এভাবে এগিয়ে আসার কারণে দুর্গতের সীমাহীন কষ্ট কিছুটা হ'লেও লাঘব হয়েছে।

কয়েকজনের সন্ধানপ্রার্থীর সাথে কথা হ'ল, কিছু আর্থিক সাহায্যও দেয়া হ'ল। একটি স্বেচ্ছাসেবী দলের সদস্য খুলনার তেরখাদার ভাই রাসেল চমৎকারভাবে তাদের কিছু উদ্যোগের কথা আমাদের শোনালেন। তার মতে, এখানে সাহায্য আসছে অনেক। কিন্তু সরকারীভাবে কোন সমন্বিত ব্যবস্থাপনা না থাকায় তা সঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারছে না। এজন্য তারা মূলতঃ সমন্বয়ের কাজটিই করার চেষ্টা করছেন।

অধরচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠ থেকে বেরিয়ে আমরা পার্শ্ববর্তী সাভার উপযেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রবেশ করলাম। কমপ্লেক্সের পরিচালক ডা. মোশাররফ হোসাইন আমাদেরকে খুব আন্তরিকভাবে ব্রিফিং করলেন এবং দুর্গতদের কিভাবে সহযোগিতা করা যায় সে পরামর্শ দিলেন। সেই সাথে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যারা চিকিৎসাধীন আছেন তাদের একটা বিস্তারিত তালিকাও আমাদেরকে দিলেন। সেই তালিকা মোতাবেক আমরা যে সব ওয়ার্ডে রোগীরা আছেন সেখানে গেলাম। একে একে তাদের খোঁজ-খবর নেয়া ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করা সম্পন্ন হ'ল। রানা প্লাজার এক হাযারেরও বেশী আদম সন্তান যে বিভীষিকাময় মৃত্যুর শিকার হয়েছে, তাদেরই একজন হ'তে পারত এদের কেউ। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু তাদের চোখে-মুখে এখনও আতংক ভর করে আছে। হয়তবা সেই ভয়াবহ মুহূর্তগুলো মনের গহীনে বার বার

তাড়া করে ফিরছে। কিংবা মন পড়ে আছে সে সব সহকর্মীদের জন্য যাদের লাশ অদ্যাবধি ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে আছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা। খেটে খাওয়া এই মানুষগুলোর চেহারায় তাই কোন দীপ্তি নেই। তবুও কয়েকজনের কাছে জানতে চাইলাম বেঁচে যাওয়ার ইতিহাস। কেউ বলতে পারল, কেউ পারল না। কেবল অস্ফুটে দু'একটা কথা বলেই নিষ্পলক চেয়ে থাকল কিংবা ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। সেখানে আহতদের আর্থিক সহযোগিতা এবং সান্ত্বনা দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম।

এনাম মেডিকেল থেকে পশ্চিমে প্রায় এক কিঃমিঃ দূরত্বে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে দুর্ঘটনাস্থল রানা প্লাজার অবস্থান। সেখানে পৌঁছে গাড়ি থেকেই দেখতে পেলাম সেই ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপ। সামনের অংশে ভেঙে পড়া ছাদগুলো স্লাইস্ড পাউরুটির মত একটার পর একটা পড়ে আছে। মাঝে সামান্য ফাঁক-ফোকরও যেন নেই। মাত্র ২০১০ সালে নির্মিত ৯ তলা ভবনটি ধসে প্রায় গুড়ো হয়ে গেছে। নেমে এসেছে ৩ তলা সমান উচ্চতায়। দুই পার্শ্বে গায়ে গায়ে লেগে থাকা ভবনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও প্রায় অক্ষতই দেখাচ্ছে। পুরো এলাকা কর্ডন করে রেখেছে সেনাবাহিনী। উদ্ধারকার্য চলছে খুব ধীরলয়ে। রাস্তার অপরপার্শ্বে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা এবং সাধারণ জনতার ভিড়। তখনও কয়েকশ' লাশ ধ্বংসস্তূপের ভিতরে চাপা পড়ে আছে। সেই গন্ধে ভারী হয়ে আছে আকাশ-বাতাস। মৌন, বিধ্বস্ত রানা প্লাজার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিজোড়া পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে রইল কতক্ষণ। কত যে করুণ আর্তনাদ মিশে আছে এর প্রতিটি বালুকণায়! কত স্বপ্নের যে সমাধি ঘটেছে ভেঙে পড়া ছাদগুলোর নীচে! মনের কানে ভেসে আসছে কংক্রীটের ফাঁদে বেঘোরে আটকে পড়া সুজন, শাহিনাসহ নাম না জানা অসংখ্য মানুষের শেষ চিৎকার! যারা বাঁচার প্রবল আকুতি নিয়ে মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয়েছে। আর ভাবতে পারলাম না। গাড়ি ঘুরিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলাম।

যোহরের ছালাত আদায় করার পর দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হ'ল উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আশরাফুল ইসলামের বাড়ীতে। নতুন কয়েকজন আহলেহাদীছ ভাই এখানে উপস্থিত হ'লেন। তাদের উপর নির্যাতনের ইতিহাস শুনলাম। অতঃপর অত্র এলাকায় 'আন্দোলনে'র অগ্রগতি সম্পর্কে দায়িত্বশীলদের সঙ্গে আলোচনা হ'ল। আছরের ছালাতের পর পুনরায় এনাম মেডিকেলে এসে পৌঁছলাম। পরিচালক ডা. এনামুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। খুব ভদ্র ও বিনয়ী মানুষ। তিনি বললেন, গত এক সপ্তাহ যাবৎ আমাদের উপর যে অবস্থা যাচ্ছে তাতে দিন-রাত্রি সমান হয়ে গেছে। আমীরে জামা'আত দুর্গতদের চিকিৎসায় তিনি ও তাঁর সহকর্মীদের নিঃস্বার্থ খেদমতের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন এবং দো'আ করলেন। পরিচালক ছাহেব বললেন, মেডিকেলের পক্ষ থেকে প্রতিদিন আহতদের জন্য কেবল আহার খরচই যোগাতে হচ্ছে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। তাই আমীরে জামা'আতের নির্দেশে হাসপাতাল ফাণ্ডেও নগদ অর্থ প্রদান করা হ'ল।

ডা. এনামের পরামর্শ মোতাবেক আমরা রোগীদের হাতে হাতে নগদ অর্থ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। হাসপাতালের দু'জন ইন্টার্নী ডাক্তার এবং দু'জন এটেনডেন্ট আমাদেরকে রোগীদের কাছে নিয়ে গেলেন। প্রথমেই গেলাম আইসিইউতে। তখনও সেখানে ১৯ জন রোগী চিকিৎসাধীন। ভিতরে ঢোকার পর সবচেয়ে মুমূর্ষ রোগী খুলনার পাখী বেগমের কাছে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল। উদ্ধারের সময় কংক্রিটের বীমের নিচে আটকে যাওয়ায় তার দু'পা উরু থেকে কেটে ফেলতে হয়েছে। তার অবস্থা দেখে চোখের পানি আর ধরে রাখা গেল না। সান্ত্বনা দেয়ার ভাষাও হারিয়ে গেল। অঙ্গচ্ছেদের বেদনায় তার বিবর্ণ চেহারা দুশ্চিন্তার কালো মেঘে ঢাকা। আত-তাহরীক সম্পাদক মহোদয় তার হাতে টাকা তুলে দেয়ার সময় কিছু কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু মুদ্রিত চোখে বিড়বিড় করা ছাড়া কোন উত্তর এল না। বাকি ১৮ জন রোগীদের অধিকাংশেরই হাত বা পা কেটে ফেলা হয়েছে। তারও আগে তাদেরকে লড়াই করতে হয়েছে ধ্বংসস্তূপের সংকীর্ণ কুঠুরীতে সহকর্মীদের মৃত লাশের সাথে টানা ২/৩দিন অভুক্ত অবস্থায় আটকে থাকার ভয়ংকরতম মুহূর্তগুলোর সাথে। তাদের মুখ থেকেই শুনতে চেয়েছিলাম সেই অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু সাহস হ'ল না। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত পাখী বেগমের (৩০) সেই অভিজ্ঞতা এমনই মর্মন্তুদ ও হৃদয়স্পর্শী– 'আমার ওপর একটি বীম পড়িছিল। আমিই উদ্ধারের লোকদের বললাম, আমার দুইটা পা কেটে হ'লেও বাঁচাও। তারা বলল, 'তোমার স্বামী তাহ'লে তোমারে দেখবে না।' আমি বললাম, না দেখুক। আমার বাচ্চা দুইটার মুখ না দেখে আমি মরব না। তখন ইনজেকশন দিয়েই দুই পা কাটছে, তা-ও ব্যথা পুরাই পাইছি। পা কাটার পর রক্ত আর মানাচ্ছে না। সাদা কাপড়ে তখন কাটা দুই পা পেঁচায় আমারে নিয়া আসছে হাসপাতালে'।

৩৬ ঘন্টা লড়াইয়ের পর উদ্ধার পাওয়া নড়াইলের লাবনীকেই (২২) কেবল দেখা গেল বেডে বসে থাকতে। অনেকটা সুস্থ। উদ্ধারের সময় তারও বাম হাত কনুইয়ের উপর থেকে কেটে ফেলতে হয়েছিল। কিন্তু হাত হারানোর বেদনা নিয়েও সে হাস্যোজ্জ্বল। হয়তবা এত বিরাট ধকলের পরও শেষ পর্যন্ত জীবনযুদ্ধে অবিশ্বাস্যভাবে জয়ী হওয়া এবং প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হ'তে পারার চাপা আনন্দে।

মাথায় আঘাত পাওয়া বেশ কয়েকজন তখনও পর্যন্ত অচেতন। লাইফ সাপোর্ট দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা ২০/২২ বছরের এমনই এক যুবকের মা হিসাবে দাবী করছেন দু'জন মহিলা। ফলে তার জন্য প্রদত্ত সাহায্যগুলো জমা নিচ্ছেন হাসপাতালের নার্সরা।

আইসিইউ থেকে বের হয়ে অন্যান্য ওয়ার্ডগুলোতে প্রবেশ করলাম। একে একে সবার কাছেই যাওয়া হ'ল। কারো হাত-পা মারাত্মকভাবে ছিলে গেছে। কেউ মস্তিষ্কে, কোমরে কিংবা কোন জয়েন্টে তীব্রভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। এসময় ইন্টার্নী ডাক্তার দু'জন আমাদের খুব সহযোগিতা করলেন। ঘন্টাখানেকেরও বেশী সময় ধরে এনাম হাসপাতালের বিভিন্ন তলায় চিকিৎসাধীন ২১৪ জনের প্রত্যেককেই কম-বেশী আর্থিক

সাহায্য করা সম্ভব হ'ল। অনেকে আবেগাপ্লুত হ'ল, অনেকে অনুযোগ করল। দো'আ চাইল কেউ কাতরভাবে। সবমিলিয়ে ভয়ংকর মৃত্যুকূপ থেকে বেঁচে ফিরে আসার স্বস্তি থাকলেও অনিশ্চিত ভবিষ্যত আর নিহত সহকর্মীদের হারানোর শোকে বিষণ্ন সবাই।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাইরে বেরিয়ে আসলাম। মাগরিবের ছালাত আদায় করা হ'ল পার্শ্ববর্তী এক মসজিদে। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ঢাকার শ্যামলীতে অবস্থিত জাতীয় পঙ্গু হাসপাতাল (নিটোর)। সাভারের সাথীদের বিদায় জানিয়ে গন্তব্যে রওনা হ'লাম। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক ডা. আব্দুল জাব্বার ভাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে হয়। সারাদিন তিনি আমাদের যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধান করেছিলেন। এছাড়া মুরব্বী আশরাফুল ইসলাম (৭৬), নতুন আহলেহাদীছ নাছীরুদ্দীন (৬০) ছাহেব সহ আরো যারা ছিলেন তাদের আন্তরিকতা ভোলার নয়। আল্লাহ তাঁদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পঙ্গু হাসপাতালে পৌঁছতে রাত প্রায় ৮-টা বেজে গেল। সেখানে ডা. আব্দুল মালেক ভাই আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি কিছু দিক-নির্দেশনা দিলেন এবং রোগীদের অবস্থা পরিদর্শন করাতে নিয়ে গেলেন। ৭৫ জন আহত লোক এখানে চিকিৎসাধীন। অনেকেরই ভাঙ্গা পা রড দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। উরু পর্যন্ত পা কাটা যন্ত্রণাকাতর একটি মেয়েকে দেখে এগিয়ে গেলাম। পাশেই তার ভাই বসা। বলল, তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল ২য় দিন। ছয় তলায় দুই ছাদের মধ্যবর্তী এক ফুট ব্যবধানের মধ্যে সে আটকা পড়েছিল। সেখান থেকে একটি সংকীর্ণ পথে ছাদের নীচে জ্যাক লাগিয়ে প্রায় ২৫ ফুট ক্রলিং করে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন দুই সাহসী উদ্ধারকর্মী। এসময় একটি বীমের নীচে আটকে থাকা তার বাম পা কোন ক্রমেই বের করা যাচ্ছিল না। অবশেষে পাটি কেটে ফেলতে হয়। দিনাজপুরের এই অষ্টাদশী প্রাণে বেঁচে গেলেও তার দুর্দশা দেখে নিজেকে ধরে রাখা ছিল খুব কষ্টকর।

ডা. আব্দুল মালেকের কাছে জানতে পারলাম, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা প্রতিদিনই আসছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ সহযোগিতা করছে। আমরা নিজেরাও দেখলাম, ছোট ছোট নাম-পরিচয়হীন সংস্থাও নিজেদের কর্মীদের ১ দিনের বেতনের অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করতে এসেছেন এখানে। সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়াও বিভিন্ন স্পোর্টস ক্লাব, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ক্লাবের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে যে যেভাবে পারছে স্বেচ্ছাসেবার কাজ করছে। মানুষের বিপদের মুহূর্তে মানুষ এগিয়ে আসবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিক মূল্যবোধটুকুও যে আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। আধুনিক বস্তুবাদী ও যান্ত্রিক পৃথিবীতে কিছু সংখ্যক মানুষের মাঝে আজও এই মূল্যবোধের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে আছে বলেই হয়ত পৃথিবী টিকে আছে। আজ সারাদিন এই মূল্যবোধের অনুশীলন দেখেছি সব জায়গায়। রানা প্লাজা ট্রাজেডি পরিদর্শনে এসে এই একটি জিনিসই খুব প্রশান্তিদায়ক মনে হয়েছে।

সরকারী অবহেলা আর সমন্বয়হীনতার কথা শুনলাম সবার মুখে মুখে। দুর্ঘটনার ১ ঘন্টার মধ্যে ইউরোপের কয়েকটি দেশ উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে উদ্ধারকার্যে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসতে চাইলেও সরকার নাকি 'ইমেজ' রক্ষার জন্য তাদেরকে অনুমতি দেয়নি। ভাল কথা, এতই যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, তবে সামান্য অক্সিজেন, টর্চলাইট, গ্রীল/কংক্রিট কাটার, এয়ার ফ্রেশনার, গ্লোভসের জন্য সাধারণ মানুষকে প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ এত নাস্তানাবুদ হয়ে ছুটোছুটি করতে হ'ল কেন? সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে এত এত বিজ্ঞাপন দিতে হ'ল কেন? এমনকি দুর্ঘটনার ৩/৪ দিন পরও কেন খন্তা, শাবল হাতে সাধারণ মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকার্যে অংশগ্রহণ করতে হ'ল? সরকারের কাজটা কি তাহ'লে? সরকারের এই অবহেলা ও সমন্বয়হীনতার ফলে বহু আটকে পড়া মানুষকে সময়মত উদ্ধার করা যায়নি। মাত্র একটি বিল্ডিং-এর ধ্বংসস্তূপ সরাতে যে আনাড়ীপনার প্রদর্শনী করা হ'ল, তাতে ভবিষ্যতে যদি কখনো এদেশে ভূমিকম্প হয়, তবে তা যে কি প্রলংকরী পরিণাম বয়ে আনবে আল্লাহই ভাল জানেন।

পঙ্গু হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার সময় আমীরে জামা'আত বললেন, আমরা এখন স্থায়ীভাবে 'দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল' খুলব। যা দিয়ে যতটুকু সম্ভব আমরা অসহায় শ্রমিক পরিবারগুলোর কর্মসংস্থানের জন্য স্থায়ী কোন অবলম্বন করে দেব ইনশাআল্লাহ।

ফেরার পথে বার বার মনে পড়ছিল ফেলে আসা দুর্গতদের কথা। চোখে ভাসছিল নিখোঁজদের সন্ধানে পাগলের মত ঘুরে বেড়ানো আত্মীয়-স্বজনের করুণ মুখচ্ছবি। মনে পড়ছিল সে সব পরিবারের কথা, যারা নিজেদের প্রাণাধিক প্রিয় আপনজনদের হারিয়ে আজ দিশেহারা। মনে পড়ছিল সেই সব মানুষদের কথা যারা নিজেদের আরাম-আয়েশ ভুলে দিন-রাত সেখানে স্বেচ্ছাসেবা দিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্নভাবে। সাভার ট্রাজেডিকে কেন্দ্র করে রাজনীতিবিদ ও পুঁজিপতিদের যে নির্মম অমানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে, তার বিপরীতে সমাজের বৃহত্তর অংশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকা শাশ্বত মানবতাবোধের মাধুর্যপূর্ণ দিকটি বড় তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। দেশের সাধারণ মানুষ সকলেই সাধ্যমত কোন না কোনভাবে এগিয়ে এসেছেন দুর্গতদের সহযোগিতায়। না পারলে কমপক্ষে দো'আটুকু করেছেন। এই মানবতাবোধ যেন সার্বজনীনভাবে টিকে থাকে, সর্বত্র যেন মানবিক সুষমার কাছে পাশবিক নোংরামির পরাজয় ঘটে–এই কামনাই বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাসের সাথে।

যেসব অর্থলিপ্সু ও রক্তশোষক পুঁজিপতিদের পাপের শিকার হয়েছে এই খেটে খাওয়া হতদরিদ্র মানুষগুলো, যাদের কারণে এই মর্মান্তিক প্রাণসংহারী ট্রাজেডির জন্ম হ'ল, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, এটাই দেশবাসীর প্রাণের দাবী। যাতে আর কোন বনু আদমকে এমন বিভীষিকাময় মৃত্যুর শিকার না হ'তে হয়। সাথে সাথে যারা এ ঘটনায় সহায়-

সম্বল, জীবন-জীবিকা হারিয়ে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছে এবং আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, তারা যেন আবার বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজে পায়–সে দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি সহস্রাধিক বনু আদম যারা সেখানে ধুঁকে ধুঁকে করুণ মৃত্যুর শিকার হয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষমা করে দিন এবং শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করুন এই কামনাই করছি।

পরদিন সাভারের রাজাসনে সাংগঠনিক সফরে গিয়ে আমীরে জামা'আত উপস্থিত সুধীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে সরকারের প্রতি দাবী জানিয়ে বলেন, বিধ্বস্ত রানা প্লাজার স্থলে মসজিদ বা স্মৃতিসৌধ না বানিয়ে নতুন একটি ব্যবসায়িক ভবন নির্মাণ করা হোক এবং এর মালিকানা দেয়া হোক নিহত-আহতদেরকে। যার আয় থেকে তাদের পরিবার-পরিজনকে ভরণ-পোষণ করা হবে। প্রয়োজনে এই ভবনের একটি ফ্লোর নির্মাণের ব্যয়ভার আমরাই সংগঠনের পক্ষ থেকে বহন করব ইনশাআল্লাহ। তার প্রস্তাব সম্বলিত ব্যানার সংগঠনের নাম দিয়ে পরদিনই রানা প্লাজা, অধরচন্দ্র স্কুল মাঠ সহ সাভারের প্রাণকেন্দ্রসমূহে টানিয়ে দেয়া হয়।

পরিশেষে না চাইলেও দেশীয় রাজনীতির নিকৃষ্ট হালচাল নিয়ে কিছু কথা বলতেই হয়। সমগ্র দেশবাসী দেখেছেন, এত বড় মানবিক বিপর্যয়ের পরও এদেশের দায়িত্বশীলরা কি জঘন্য রাজনীতির খেলায় মেতেছিলেন। একজনের মন্তব্য ছিল, এই বিপর্যয়ে দেশের সকল মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ জেগে উঠলেও জাগেনি কেবল দু'টি শ্রেণীর মধ্যে-রাজনীতিবিদ আর সাংবাদিক। এই ট্রাজেডীর মূল নায়ক যে সোহেল রানা, তার শাস্তি নিশ্চিত করার পরিবর্তে সে কোন দলের অনুসারী তা নির্ধারণে জাতীয় সংসদকে পর্যন্ত বিতর্ক সভার আয়োজন করতে হয়! স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী থাকেন সেই বিতর্কের মূল ভূমিকায়! এই হ'ল আমাদের বাংলাদেশ। জানা গেছে, রানা প্লাজা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে এবং নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী দিয়ে নির্মিত হয়েছে। সরকারী বিধি মোতাবেক নির্ধারিত বিল্ডিং কোডের কোন নিয়মই সেখানে মানা হয়নি। মানা হবে কেন? সরকারী দলের সমর্থক হওয়ার অর্থ যে যাবতীয় অন্যায়, অপকর্মের ফ্রি লাইসেন্স পাওয়া। এই নোংরা দলীয় রাজনীতির খেলা যতদিন থাকবে, মনুষ্যত্বের অধঃপতন ততদিনই ঘটতে থাকবে। এ থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন উপায় নেই।

উদ্ধারকার্যের শেষ দিন শোনা গেল ভবনের আণ্ডারগ্রাউণ্ডে সোহেল রানার কার্যালয় থেকে বিদেশী পিস্তল, চাইনিজ কুড়াল, রামদা ও ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কি? আমাদের সরকার ও প্রশাসন বহু অনুসন্ধান চালিয়েও যে এদের বিরুদ্ধে কোন মামলা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই এত বড় হত্যাযজ্ঞের অপরাধে অপরাধী হবার পরও তাদের কোন শাস্তি হবে না, এমনকি সর্বশেষ এই মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র উদ্ধারের পরও তার বিরুদ্ধে কোন মামলা হবে না। কেননা তারা যে সরকারী দলের পোষা মাস্তান। অথচ একই সময়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে যে, নিরীহ-নিরপরাধ পথচারীকে আটকে অস্ত্র আর মাদক আইনে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে পুলিশ। কেননা তাদেরকে আটকে নির্বিবাদে অর্থবাণিজ্য চালানো যায়। তাদেরকে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত করে দিলেও দুনিয়ার কেউ কিছু বলবে না। অথচ এই মদ্যপ সন্ত্রাসীরা? এরা লোক দেখানো জেল খেটে খুঁটির জোরে আবারও দোর্দণ্ড প্রতাপে সমাজে ফিরে আসবে এবং আমাদেরই ভোট নিয়ে আগামী নির্বাচনে বিশিষ্ট জননেতা হিসাবে জাতীয় সংসদে ষোল কোটি মানুষের একজন সুযোগ্য আইন প্রণেতার পদ অলংকৃত করবে! এটাই গণতন্ত্রের নিষ্ঠুর বাস্তবতা!

সময়ের ব্যবধানে রানা প্লাজার এই মর্মন্তুদ হত্যাযজ্ঞকে প্রাকৃতিক নিয়মেই মেনে নেয়া যায়, দুর্গত মানুষদের জন্য ত্রাণ ও আর্থিক সাহায্য নিয়ে যেতে পেরে কিছুটা হ'লেও হৃদয়কোণে একটু পরিতৃপ্তির পরশ পাওয়া যায়। কিন্তু চোখের সামনে মানুষ যেভাবে এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বলি হচ্ছে, প্রতিনিয়ত যেভাবে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার দৃশ্য দেখতে হচ্ছে, তা কতদিন সহ্য করা যায়? কিন্তু না, কিছুই করার নেই। কোন প্রতিকার না পেয়ে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে গুঞ্জরিত প্রবল আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ সবকিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চাইলেও কিছুই করণীয় নেই আমজনতার। এমনকি টু শব্দটিও না। অদৃশ্য এক সিস্টেমে সবাই বন্দী।

ক্ষমতার পালাবদলে যে সরকারই আসুক না কেন, এই দৃশ্যই ধারাবাহিক নিয়মে মঞ্চস্থ হ'তে থাকবে। মানবরচিত এই সিস্টেমে ক্রমাগত নেতার পরিবর্তন হবে কিন্তু নীতির একচুল পরিবর্তন হবে না। 'জোর যার মুল্লুক তার' এটাই এখানে চিরন্তন সত্য। প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে। কৌতুকের বিষয় এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার পরিবর্তন আমরা শতকরা আশি ভাগ জনগণই কামনা করি। কিন্তু সমাধানে যেতে চাই না। কারণ সমাধান যে একটাই–ইসলাম! মানবজাতির চিরমুক্তি ও কল্যাণের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন। পৃথিবীতে একজন মুচি-মেথরের দাসত্ব করতেও আমরা দ্বিধাবোধ করবো না, ইট-কাঠ-পাথরের মিনার বানিয়ে তার সামনে নির্বোধের মত মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকতেও আমাদের বিবেকে বাঁধবে না; কিন্তু যিনি সেই দাসত্বের একমাত্র হকদার সেই বিশ্ব চরাচরের মহান অধিপতির দাসত্ব করতে আমরা প্রস্তুত নই। এটাই মানবজাতির রূঢ় বাস্তবতা। সুতরাং যতদিন আমরা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ দাসত্বে ফিরে যেতে না পারছি, যতদিন অহি-র বিধানের অভ্রান্ত সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে না পারছি, ততদিন পৃথিবীজুড়ে যতই গণতন্ত্রের চর্চা হোক কিংবা তথাকথিত যত চিত্তাকর্ষক ও গণবান্ধব মতবাদই আবিষ্কৃত হোক না কেন, 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। কাংখিত ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের স্বপ্নও বাস্তবে কখনো ধরা দেবে না। শাসকেরা রক্ত শোষণ করেই চলবে, শোষিতরা রক্তের যোগান দিতেই থাকবে। রানা প্লাজায় কিংবা শাপলা চত্বরে। যুগ থেকে যুগান্তরে।

শায়খ আলবানীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু মন্তব্য

আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

১. العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدمِ الأهم منه فالأهم ‘জ্ঞানার্জনের বিষয়বস্তু অসীম। কিন্তু মানুষের বয়স সসীম। তাই জ্ঞানার্জনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকেই অগ্রাধিকার দাও’।

২. الحق ثقيل فلا نثقله بأسلبونا ‘হক স্বভাবতই ভারী। সুতরাং আমরা আমাদের পদ্ধতি দ্বারা (দাওয়াতী ময়দানে কঠোরতা অবলম্বন করে) তাকে আরো ভারী করতে পারি না’।

৩. خير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط ‘সর্বাধিক কল্যাণকর হ’ল মধ্যপন্থা অবলম্বন। চরমপন্থার প্রতি আকর্ষণটা ভুল।

৪. العلم لا يقبل الجمود ‘জ্ঞান কখনও স্থবিরতাকে গ্রহণ করে না’ (কেননা তা গতিশীল)।

৫. طالب الحق يكفيه دليل واحد، و صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، الجاهل يُعلّم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. ‘সত্যাসন্ধানীর জন্য একটি দলীলই যথেষ্ট। আর প্রবৃত্তিপূজারীর জন্য হাযার দলীলও কাজে আসে না। অজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করা যায়। কিন্তু প্রবৃত্তিপূজারীর জন্য আমাদের কিছু করার নেই’।

৬. السَّعيد من وُعظ بغيره ‘সৌভাগ্যবান সেই যে অন্যের দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়’।

৭. طريق الله طويل.. ونحن نمضي فيه كالسلحفاة.. وليس الغاية أن نصل لنهاية الطريق.. ولكن الغاية أن نموت علي الطريق..

‘আল্লাহ্র পথ সুদীর্ঘ। আমরা সেখানে কচ্ছপের ন্যায় পরিভ্রমণ করছি। পথের শেষ সীমায় পৌঁছতে হবে এটা আমাদের লক্ষ্য নয়; বরং মৃত্যু অবধি পথের উপর টিকে থাকাই আমাদের লক্ষ্য’।

৮. শায়খ আলবানীর গাড়িটি ছিল তাঁর দ্বীনী ভাইদেরও বাহন। তিনি এই গাড়িতে করে বন্ধুদের গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া বা নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করতেন। এর কারণ সম্পর্কে একদিন তিনি তাঁর সাথীকে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমার পিতা বলতেন, لكل شيء زكاة، وزكاة السيارة حمل الناس بها ‘প্রত্যেক বস্তুর যাকাত রয়েছে। আর গাড়ির যাকাত হ’ল মানুষকে বহন করা’।

৯. দাওয়াতী নীতি প্রসঙ্গে :

(ক) আমাদের দাওয়াত ৩টি মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) কুরআন (২) হাদীছ (৩) সালাফে ছালেহীনের অনুসরণ। যে ব্যক্তি মনে করবে যে, সে কেবল কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ করবে। কিন্তু সালাফে ছালেহীনের মাসলাক অনুসরণ করবে না এবং বলবে যে, তাঁরাও মানুষ আমরাও মানুষ (তাই তাদের অনুসরণের প্রয়োজন নেই); সে গোমরাহীতে নিপতিত হবে।

(খ) সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা অনুযায়ী আমরা মানুষের উপর কোন শারঈ আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চাই না। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছেন, ‘তুমি তাদের উপর দারোগারূপে প্রেরিত হওনি’ *(গাশিয়া ৮৮/২২)*। সুতরাং আমরাও মানুষের উপর দারোগার ভূমিকায় অবতীর্ণ হ’তে পারি না। বরং আমরা সকলকে সেই বাক্যটিই বলতে চাই, ألْقِ كلمتَك وأَمشِ ‘তুমি তোমার বক্তব্য পেশ কর, অতঃপর চলে যাও’। তোমার মত অনুযায়ী পরিচালনার জন্য মানুষের উপর তরবারি দিয়ে ক্ষমতা বিস্তার করার অধিকার তোমার নেই। কারণ হক-এর নীতি হ’ল, الحق أبلج والباطل لَجْلَج ‘হক সর্বদা সুস্পষ্ট আর বাতিল অস্পষ্ট ও বক্রতাপূর্ণ’। আর সুনিশ্চিতভাবেই একথাটি দুনিয়ার সর্বাধিক সত্য বাক্য لا إله إلا الله -এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(গ) দাঈকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যখন সে বুঝবে যে, তার প্রতিপক্ষ স্বীয় মতের উপর এমনই কঠোর, যে তার সাথে বিতর্কে যেয়ে কোন লাভ নেই এবং যদি সে ধৈর্য নিয়ে বিতর্ক চালিয়ে যেতে থাকে, তবে হয়ত অনাকাংখিত কিছু ঘটে যাবে, তখন বিতর্ক পরিত্যাগ করাই তার জন্য উত্তম হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ অধিকার থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া পরিত্যাগ করে, আমি জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহের যিম্মাদার হব’ *(আবূদাঊদ হা/৪৮০০)*।

(ঘ) রাসূল (ছাঃ) বলেন, إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا ‘নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈলগণ কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনায় লিপ্ত হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়েছিল’ *(ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/১৬৮১)*। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় শায়খ আলবানী বলেন, সম্ভবত এটা এ কারণে বলা হয়েছে যে, তাদের আলেম ও বক্তাগণ জনগণকে ফিকহ এবং উপকারী জ্ঞানের পরিবর্তে অলীক কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনাকে গুরুত্ব দিয়েছিল এবং এই কাজকেই নেকআমল গণ্য করা শুরু করেছিল। ফলে তারা ধ্বংসে নিপতিত হয়েছিল। আজকের যুগের বহু গল্পকার বক্তাদেরও একই অবস্থা। যাদের অধিকাংশ বক্তব্যের বিষয়বস্তু হ’ল ইসরাঈলী গাল-গল্প, হৃদয় গলানো বক্তব্যসমূহ এবং ছূফী ধ্যানধারণাভিত্তিক অলীক কাহিনী।

১০. ইসলামী খেলাফত প্রসঙ্গে :

بدون هاتين المقدّمتين: العلم الصحيح، والتربية الصحيحة على هذا العلم الصحيح يستحيل – في اعتقادي – أن تقوم قائمة الإسلام، أو حكم الإسلام، أو دولة الإسلام–

(ক) 'আমার মতে, প্রাথমিক দু'টি বিষয় অর্থাৎ শরী'আতের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন এবং উক্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে সঠিক প্রশিক্ষণ ব্যতীত ইসলামের প্রতিষ্ঠা পাওয়া কিংবা ইসলামী শাসন বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব' *(আলবানী, আত-তাহফিয়াহ ওয়াত তারবিয়াহ পৃঃ ৩১)*।

(খ) আধুনিক যুগের একজন প্রখ্যাত দাঈ শায়খ হাসানুল বান্নার পরে যিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের মুর্শিদে 'আম কাযী হাসান হুযায়মী (১৮৯১-১৯৭৩ইং)-এর একটি মন্তব্য শায়খ আলবানী খুবই পসন্দ করেছিলেন। তার বিভিন্ন গ্রন্থে উক্তিটি লক্ষ্য করা যায়। সেটি হ'ল– أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، تقم لكم في أرضكم– 'তোমরা তোমাদের হৃদয়ে প্রথম ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা কর, তবেই তোমাদের রাষ্ট্রে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে'। তিনি বলেন, 'এটি খুবই সুন্দর একটি মন্তব্য। আর তদনুযায়ী কাজ করা তার চেয়ে আরো সুন্দর' *(সিলসিলা যঈফাহ, মুকাদ্দামা)*। শায়খ আলবানী তাঁর এই বক্তব্যকে অন্য স্থানে 'এটা যেন আসমানী অহী-র ন্যায় যথার্থ' বলে মন্তব্য করেছেন *(আত-তাহফিয়াহ ওয়াত তারবিয়াহ পৃঃ ৩৩)*।

(গ) رأينا في هذا الزمان أن من السياسة ترك السياسة 'আমি মনে করি এ যুগে (প্রচলিত) রাজনীতি পরিত্যাগ করাই হ'ল রাজনীতি'।

১১. আদব-আখলাক প্রসঙ্গে :

(ক) كنت أظن بأن مشكلة المسلمين عقائدية فقط، فتبين لي فيما بعد بأنها أخلاقية أيضا 'আমি ধারণা করতাম মুসলমানদের সমস্যা কেবলমাত্র আক্বীদাগত। কিন্তু এখন আমার কাছে স্পষ্ট যে, এর সাথে নৈতিক বা চারিত্রিক সমস্যাও একটি বড় সমস্যা'।

(খ) শেষ যামানার আমাদের মুসলমানদের মাঝে যদিও ইলমী জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে; কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এর সাথে নৈতিক ও চারিত্রিক জাগরণ সৃষ্টি হচ্ছে না। আমাকে দোষারোপ করো না যদি তোমাদের বলি যে, এই মজলিসে তোমরা যখন প্রবেশ করছিলে তখন খুব হুড়োহুড়ি ও গোলযোগ সৃষ্টি করছিলে। আমি তোমাদের বলব, এটা ইসলামী চরিত্র নয়। আমি মনে করি এটা আমাদের জন্য অপরিহার্য যে, ইলমী জাগরণের সাথে সাথে আমাদের চারিত্রিক দিকটিতেও যেন জাগরণ পরিলক্ষিত হয়।

(গ) একদিন আলবানী সালাফী দাওয়াতের ক্ষেত্রে কিছু রোগের সংক্রমণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, আমাদের মাঝে কিছু ব্যক্তি রয়েছেন, যারা আক্বীদাগত দিক থেকে সালাফী মানহাজকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু দুঃখজনকভাবে চারিত্রিক দিক দিয়ে তারা মোটেও সালাফী নন।

১২. গণতন্ত্র প্রসঙ্গে :

فالديمقراطية والإسلام نقيضان لا يجتمعان، إما الإيمان بالله والحكم بما أنزل الله، وإما الإيمان بالطاغوت والحكم به وكل ما خالف شرع الله فهو طاغوت.. (مجلة الأصالة، العدد ٢ ص : ٢٤)

(ক) ইসলাম ও গণতন্ত্র দুটো বিপরীতমূখী ব্যবস্থা। যা কখনো একত্রিত হ'তে পারে না। একটি হ'ল আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস ও তিনি যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী শাসন করা। অপরটি হ'ল ত্বাগূতের উপর বিশ্বাস ও তদনুযায়ী শাসন করা। আর যেটাই আল্লাহ্র বিধানের পরিপন্থী, সেটাই ত্বাগূত।

لو كانت الديمقراطية تعني معنى إسلاميًا صرفًا لا غبار ولا شائبة عليه نحن لا نجيز أن نسمي معنى شرعيا بلفظ كافر أجنبي–

(খ) আর গণতন্ত্র যদি কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ না রেখে খালেছ ইসলামী অর্থও বহন করত, তবুও একটি অপরিচিত কুফরী অর্থবোধক শব্দকে শারঈ অর্থে নামকরণ করা আমরা সিদ্ধ বলতাম না।

১৩. চরমপন্থী খারেজীদের উদ্দেশ্যে :

(ক) কিভাবে তোমরা ইলাহী শরী'আত বাস্তবায়নের আহ্বান জানাচ্ছ, অথচ প্রথমে তোমরা নিজেরাই আল্লাহ্র হুকুম লংঘন করছ? কিভাবে তোমরা ভ্রষ্টতা, প্রবৃত্তিপরায়ণতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষগুলোর উপর ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়ন করবে? মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনীত দ্বীন ইসলামের বাস্তবতা সম্পর্কেই তো তারা অজ্ঞতায় ঢাকা পড়ে রয়েছে। আল্লাহ তোমাদের কাছে যা চেয়েছেন তা হ'ল, তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক জীবনে ইসলামের হুকুম জারী কর।

১৪. কম্পিউটার প্রসঙ্গে :

(ক) الكمبوتر يجعل طالب العلم بليدا 'কম্পিউটার জ্ঞান অন্বেষণকারীকে অলস বানিয়ে দেয়'।

(খ) শেষ জীবনে আলবানী কম্পিউটার সম্পর্কে তাঁর মতামত পরিবর্তন করেছিলেন। যেমন জনৈক ব্যক্তি তাকে ইলমে হাদীছে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি মনে করি ব্যবহারকারী যদি হাদীছ শাস্ত্রের একজন আলেম হন, তাহ'লে তার জন্য কম্পিউটার আধুনিক যুগে মুসলিম উম্মাহ্র নিকটে হাদীছে নববীকে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম হাতিয়ার হবে। আর ব্যবহারকারী যদি হাদীছ শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ হন, তাহ'লে সেটা হবে অন্ধকার রাতে দিশাহীন পথিকের মত। তাদের অবস্থা হবে ঐসব (অযোগ্য) লোকের মত যারা ইদানীংকালে হাদীছশাস্ত্র নিয়ে লিখছে এবং তাদের

জন্য ঐ প্রবাদ বাক্যটি প্রযোজ্য হবে যেটি আমি প্রায়ই বলে থাকি, أنه تزبب قبل أن يتحصرم অর্থাৎ 'আঙ্গুর পাকার আগেই সে কিসমিস হয়ে গেছে' (অর্থাৎ কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পূর্বেই যোগ্যতা হাছিলের দাবী করা। বাংলায় যাকে বলে 'ইঁচড়ে পাকা')।

১৫. ওলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মান :

(ক) শায়খ আহমাদ সালেক শানক্বীত্বী (১৯২৮-২০১০ইং)-কে শায়খ আলবানী খুবই সম্মান করতেন। তাঁর কাছে কোন ফৎওয়া আসলে কোন কোন সময় তিনি শায়খ শানক্বীত্বীর কাছে জিজ্ঞেস করতেন। একবার তিনি বলছিলেন, أشتري مجالسة السالك بالذهب 'আমি সালেকের সাথে বসাকে স্বর্ণের বিনিময়ে ক্রয় করব'। এছাড়াও তিনি তাঁকে জর্দানের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ ফকীহ বলে আখ্যায়িত করতেন।

(খ) তাঁর ছাত্র ইছাম হাদী বলেন, আমি একদিন শায়খ আলবানীকে শায়খ আরনাউত্বের নাম উচ্চারণ না করে তাকে সর্বদা 'الإحسان في تقرير صحيح ابن حبان-এর তা'লীক প্রদানকারী' বলার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করি তাতে তিনি এরূপ ভুল করতে পারেন না। আমার বিশ্বাস এটা তাঁর অধীনে যারা কাজ করে তাদের ভুল। তবে যখনই আমার ধারণা হবে যে, এটা শু'আইব আরনাউত্বেরই ভুল, কেবল তখনই আমাকে তাঁর নাম উল্লেখ করতে দেখবে।

১৬. ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক :

(ক) শায়খ আলবানী স্বীয় ছাত্রদেরকে খুবই ভালোবাসতেন। তাদেরকে সবসময় إخواني বা 'আমার ভাইয়েরা' বলে সম্বোধন করতেন। ইছাম হাদী বলেন, আমাকে তিনি বহুদিন বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ما رأيك يا أستاذ في هذه المسألة 'হে উস্তায! এই মাসআলায় তোমার মত কি?'

(খ) তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র শায়খ মাশহূর হাসান সম্পর্কে সিলসিলা ছহীহাহ্র ৫০০ নং হাদীছে একটি বিষয় উল্লেখ করার পর বলেছেন, আমি এ বিষয়টি গ্রহণ করেছি বিশিষ্ট ভাই মশহূর হাসান কৃত خلافيات للبيهقي গ্রন্থের তাহকীক থেকে। আল্লাহ তাকে উক্ত তাখরীজ কর্মটি পূর্ণভাবে সম্পন্ন করার তাওফীক দান করুন এবং পাঠকদের জন্য উপকারী করে দিন'। এছাড়া তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন স্থানে তার ছাত্রসহ অনেক আলেমের নাম উল্লেখ করে তাদের জন্য দো'আ করেছেন, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন।

(গ) ছাত্রদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালীন সময়ে ছাত্রদের সাথে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল তা তাঁর বক্তব্যে ফুটে ওঠে। তিনি একবার বলেছিলেন, بلغ من تعلق الطلاب بي أنني عندما أذهب إلي سيارتي أجدها ممتلئة بالطلاب 'ছাত্রদের সাথে আমার সম্পর্ক এমন হয়ে গিয়েছিল যে, আমি যখনই আমার গাড়ির নিকটে যেতাম, তখনই তাকে আমি ছাত্রদের দ্বারা পূর্ণ পেতাম'।

১৭. শত্রুদের সম্পর্কে :

জনৈক ছাত্র আলবানীকে বলেন, আমাদের একজন আপনার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলে থাকে। আমরা কি তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করব?

আলবানী বললেন, সে কি ব্যক্তি আলবানীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, নাকি আলবানীর কিতাব ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক অনুসৃত আক্বীদা ও দাওয়াতের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে?

যদি সে কিতাব ও সুন্নাহ্র আক্বীদার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তাহ'লে তার সাথে আলবানীর আলোচনা করতে হবে এবং ধৈর্যধারণ করতে হবে। এরপরও যদি সে সংশোধন না হয় এবং তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাই কল্যাণকর বিবেচিত হয়, তাহ'লে তাই করতে হবে। আর যদি ব্যক্তি আলবানীর প্রতি সে শত্রুতা রাখে কিন্তু আমাদের কিতাব ও সুন্নাহ মোতাবেক আক্বীদার সাথে একমত থাকে, তাহ'লে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা যাবে না।

১৮. বিনয় প্রকাশ :

(ক) আলবানী অত্যন্ত বিনয়ী ও নিরহংকার ছিলেন। ইছাম হাদী বলেন, আমি কখনোই তাকে কোন প্রশংসাকারীর প্রশংসায় মুগ্ধ হ'তে দেখিনি। যদি তিনি কখনো প্রশংসা শুনতে বাধ্য হ'তেন, তখন তিনি দো'আ করতেন, اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفرلي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. 'হে আল্লাহ! তারা যা বলছে, সেজন্য আমাকে পাকড়াও করো না। তারা যা ধারণা করে তা থেকে আমাকে উত্তম করো এবং আমার যে দোষ-ত্রুটি তারা জানে না তা ক্ষমা করে দাও'। এসময় তাঁর দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে দেখা যেত।

(খ) তিনি প্রায়ই বলতেন, أنا طُوَيْلِبُ العلم 'আমি নগণ্য জ্ঞানান্বেষী মাত্র'। তাঁর ঘনিষ্ট ছাত্র ইছাম হাদী একদিন তাকে বললেন, আপনি যদি নিজেকে নগণ্য জ্ঞান না করে কেবল طالب علم বা 'জ্ঞানান্বেষী' বলতেন, তাহ'লে আমাদের মত ছাত্ররা নিজেদেরকে طويلب العلم বলতে পারতাম! আলবানী হেসে ফেললেন এবং পুনরায় বললেন, না আমি طويلب العلم বা 'নগণ্য জ্ঞানান্বেষী'।

(গ) ইছাম হাদী বলেন, একদিন আমি তাকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা আমার জানা নেই। আগামীকাল আমাকে জিজ্ঞেস করো। হয়তো আল্লাহ

তা'আলা এ ব্যাপারে আমার সামনে কিছু উদ্ভাসিত করবেন। কিন্তু পরের দিন আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ আমার সামনে এ ব্যাপারে কিছুই খুলে দেননি।

১৯. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে :

আল-বায়ান পত্রিকার সম্পাদক এক সাক্ষাৎকারে শায়খ আলবানীকে জিজ্ঞেস করেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু মানুষ সমালোচনা করে এবং অভিযোগ করে যে সেখান থেকে বিজ্ঞ আলেম বের হচ্ছে না। আপনার মতে আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি কি?

উত্তরে তিনি বলেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই আলেম বের করার ক্ষমতা রাখে না। বরং ছাত্রদেরকে আলেম হওয়ার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয় মাত্র। এটা সত্য যে, যারা এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেগ হচ্ছে তারা পরবর্তীতে নিজ নিজ কর্তব্যের উপর দৃঢ় থাকতে পারছে না। তারা জ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য যেসব নিয়ম-পদ্ধতি ও দিক-নির্দেশনা তাদের শিক্ষকদের থেকে অর্জন করেছে তদনুসারে কাজ করছে না। সেইসাথে লেখনী, বক্তব্য ও প্রকাশনার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের পরিপক্কতা লাভের চেষ্টাও তাদের মধ্যে নেই। বরং অধিকাংশের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যাচ্ছে কোথাও শিক্ষক হওয়া অথবা কোন দেশে গিয়ে বড় চাকুরীতে যোগদান করা। আসলে আজ মুসলিম আলেমদের সবচেয়ে বড় মুছীবত হ'ল তাদের মধ্য থেকে তাক্বওয়া এবং জ্ঞানের চর্চা হারিয়ে যাওয়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন করে বসে থাকলে তা যথেষ্ট হয় না, বরং তা জ্ঞানার্জনকারীর জন্য ক্ষতিই বয়ে আনে *(মাজাল্লাতুল বায়ান, ৩৩ তম সংখ্যা, রবীউল আখের ১৪১১ হিঃ)*।

২০. তাখরীজ প্রসঙ্গে :

জনৈক ব্যক্তি শায়খ আলবানীকে তাখরীজের ক্ষেত্রে তাঁর যে সব ভুল হয়েছে এবং পরবর্তীতে সংশোধন করেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। উত্তরে তিনি বললেন, যদি তুমি জিজ্ঞেস কর যে, আলবানী কি তার কোন কিতাবে ভুল করেছেন এবং পরে তা শুদ্ধ করেছেন? তাহ'লে আমি স্বীকার করব যে, সেখানে আমি কিছু ভুল করেছিলাম। পরে তা শুদ্ধ করে দিয়েছি। যেমন ইমাম শাফেঈ বলেছেন, أبي الله أن يتم إلا كتابه، بس كتاب الله هو التمـــام– 'আল্লাহ তাঁর নিজের কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিতাব পূর্ণাঙ্গ হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং কেবলমাত্র আল্লাহ্র কিতাবই পূর্ণাঙ্গ'।

২১. জামা'আত প্রসঙ্গে :

জনৈক ব্যক্তিকে আলবানী বললেন, তুমি কোন জামা'আতভুক্ত? লোকটি বলল, আমি কোন ফেরকাবাজি করি না। শায়খ বললেন, ফেরকাবাজি এবং জামা'আত দু'টি ভিন্ন জিনিস। একটির সাথে অপরটির কোন সম্পর্ক নেই।

২২. নিজেকে সালাফী বলে পরিচয় দেওয়া প্রসঙ্গে :

পরবর্তী যুগের মানুষ হিসাবে অবশ্যই আমাদেরকে কুরআন, হাদীছ এবং পূর্ববর্তী মুমিন বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। আমাদের জন্য একথা বলা জায়েয হবে না যে, আমরা সালাফে ছালেহীনের মাসলাক অনুসরণ ব্যতীতই কুরআন ও হাদীছকে বুঝে অনুসরণ করব। এ যুগে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নিসবত গ্রহণ করা ব্যতীত উপায় নেই। আমাদের এটা বলা যথেষ্ট হবে না যে, আমি একজন মুসলিম অথবা 'আমার মাযহাব ইসলাম'। কারণ রাফেযী, ইবাযী, কাদিয়ানী সকল ফেরকাই একথা বলে থাকে। কিসে তাদের থেকে তোমাকে পার্থক্য করবে?

যদি তুমি বল, 'আমি কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী মুসলিম'। এটাও যথেষ্ট নয়। কারণ বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী, আশ'আরী, মাতুরীদী সকলেই একই দাবী করে থাকে।

নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে সবচেয়ে স্পষ্ট ও বৈশিষ্টমণ্ডিত নামকরণ হবে এই যে, তুমি বলবে আমি কুরআন, হাদীছ এবং সালাফে ছালেহীনের বুঝের অনুসারী। যেটা সংক্ষেপে তুমি বলবে, 'আমি একজন সালাফী'। এক্ষেত্রে তিনি একটি চমৎকার পংক্তি উল্লেখ করতেন তা হ'ল-

وكل خير في اتباع من سلف + وكل شر في ابتداع من خلف

অর্থাৎ 'সালাফে ছালেহীনের অনুসরণেই সকল কল্যাণ। পরবর্তীদের সৃষ্ট বিদ'আতের মধ্যেই সকল অকল্যাণ'।

তারপর তিনি সমালোচকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তর্কের খাতিরে যদি আমরা কেবল 'মুসলিম' হিসাবেই নিজেদের নামকরণ করি; যদিও 'সালাফী' সম্বন্ধটি একটি সঠিক এবং মর্যাদাপূর্ণ নাম। তাহ'লে তারা কি নিজেদের দল, মাযহাব বা তরীকার নামকরণ থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন? যে সকল নাম আদতেই শরীআতসম্মত নয়?

এরপর তিনি বলেন,

فحسبكم هذا التفاوتُ بيننا + وكلٌّ إناءٍ بما فيه ينضَحُ

তোমাদের সাথে আমাদের মধ্যকার এই পার্থক্যই যথেষ্ট। প্রত্যেক পাত্র তাই-ই নিঃসরণ করে, যা তার মধ্যে থাকে'।

তথ্যসূত্র :

১. *ইছাম মূসা হাদী, মুহাদ্দিছুল 'আছর ইমাম মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী কামা 'আরাফতুহু, (জুবাইল : দারুছ ছিদ্দীক্ব, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ ইং)।*
২. *সুমাইর বিন আমীন যুহায়ী, নাছেরুদ্দীন আলবানী, (রিয়ায : দারুল মুগনী, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ ইং)।*
৩. *মুহাম্মাদ বাইয়ূমী, ইমাম আলবানী হায়াতুহু দাওয়াতুহু ওয়া জুহূদুহু ফী খিদমাতিস সুন্নাহ, (মিসর : দারুল গাদ জাদীদ, ১ম প্রকাশ ২০০৬ ইং)।*
৪. *ড. আব্দুল আযীয সাদহান, ইমাম আলবানী দুরূস মাওয়াকেফ ওয়া ইবার, (রিয়ায: দারুত তাওহীদ, ১ম প্রকাশ ২০০৮ ইং)।*
৫. *মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আশ-শায়বানী, হায়াতুল আলবানী : আছারুহু, ছানাউল উলামা আলাইহি, (কায়রো : মাকতাবা সাদাবী, ১ম প্রকাশ ১৯৮৭ ইং)।*
৬. *আতিয়া বিন ছিদক্বী, ছাফহাতুন বায়যা মিন হায়াতিল ইমাম (সানা : দারুল আছার, ২য় প্রকাশ ২০০১ ইং)।*
৭. *এছাড়া বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।*

মৌলবাদের উত্থান

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

আমাদের দেশে মৌলবাদের উত্থান হচ্ছে বলে একদল প্রগতিশীল ব্যক্তি শংকিত। এই প্রগতিশীলেরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। ইসলাম এদের কাছে অপসন্দের। এরা ইসলামে ধর্মান্ধতা এবং সন্ত্রাস দেখতে পায়। তাই এরা সর্বদা ইসলামের অনুসারী নিষ্ঠাবান মুসলমানদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এরা কারা? এরা কি অমুসলিম? একেবারে অমুসলিমইবা কি করে বলি? এরা মৃত্যুবরণ করলে একাধিকবার জানাযা হয়। লাশের পাশে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করা হ'লেও মুসলমানের মতো দাফন করা হয়।** যদিও কবরে ফুল দিয়ে লাশের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হয়। এদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে কিছু কিছু মুসলমানী রীতি-নীতি অনুসৃত হ'লেও তাতে অনৈসলামিক রীতি-নীতির সংমিশ্রণ থাকে। সেটাই হ'ল তাদের বিবেচনায় প্রগতিশীলতা, যেটা মৌলবাদী মুসলমানদের অপসন্দ। তাইতো তাদেরকে বলা হয় ধর্মান্ধ।

ধর্মান্ধটা কী জিনিস? শাব্দিক অর্থ যাই হোক, ধর্মান্ধ বলতে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে, যারা সংস্কার মানে না, অর্থাৎ যারা মৌলবাদী। কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلاَوَتِه أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِه وَمَنْ يَكْفُرْ بِه فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ– 'আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি এবং যারা তা যথারীতি পাঠ করে, তারা ঐ কিতাবের উপর ঈমান আনে; আর যারা এটা মানে না তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(বাক্বারাহ ২/১২১)*। কুরআন পাকে আল্লাহ আরও নির্দেশ দিয়েছেন, وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ– 'জেনে-শুনে মিথ্যার সাথে সত্যকে মিশ্রিত কর না এবং সত্য গোপন কর না' *(বাক্বারাহ ২/৪২)*। আল্লাহ্র বিধানে কোন পরিবর্তন নেই। তিনি বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِه 'সত্য ও ন্যায়ের দ্বারা তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্যে পরিবর্তন করার কেউ নেই' *(আন'আম ৬/১১৫)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَاتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِه وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِه مُلْتَحَدًا– 'তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব হ'তে পাঠ করে শুনাও। তাঁর বাক্যে পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাবে না' *(কাহফ ১৮/২৭)*। অতএব ইসলামী বিধানে সংস্কারের অবকাশ কোথায়? ইসলামের যাবতীয় বিধান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রবর্তিত। যা মহানবী (ছাঃ) কর্তৃক প্রচারিত এবং প্রচলিত হয়েছে। সুতরাং এই বিধান মৌলিক এবং মুসলমানকে অবশ্যই তা অনুসরণ করতে হবে। তার সঙ্গে কিছু সংযোজন কিংবা বিয়োজন করার অধিকার কোন মানুষকে দেওয়া হয়নি। অতএব সংযোজন-সংস্কার নয়, বরং মৌলিক বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকতে হবে। একেই বলা হয় মৌলবাদ। কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ– 'তোমরা পরিপূর্ণভাবে দ্বীন ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের অনুসরণ করো না; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*। ইসলামী বিধানের সংস্কার অবশ্যই শয়তানীর নামান্তর। মৌলবাদী মুসলমানকে অবশ্যই তা এড়িয়ে চলতে হবে। মুসলমানকে অনুসরণ করতে হবে কুরআন পাকের নির্দেশ। কেননা আল্লাহ বলেন, هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوْا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ– 'এই কুরআন সমস্ত মানুষের জন্য সংবাদবাহক, যেন তারা এর দ্বারা সাবধান হ'তে পারে এবং জানতে পারে যে, আল্লাহ একমাত্র মা'বূদ। আর জ্ঞানীগণ যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে' *(ইবরাহীম ১৪/৫২)*।

কুরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইহুদী-নাছারা-মুশরিকরা মুসলমানদের দুশমন। এ কথা চরম সত্য। আবহমানকাল থেকেই তা চলে এসেছে। অতীত ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। বর্তমানেও তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কয়েক বছর পূর্বে ডেনমার্কের এক পত্রিকায় মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। ইরাকের আবুগারিব বন্দীশালায় এবং গুয়ানতানামো-বে কারাগারে কুরআন অবমাননার খবর পাওয়া গিয়েছিল। কেন ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ এবং তাদের রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননা করবে, এর হেতু কী? মুসলমানরাতো কস্মিনকালেও কারও (বিধর্মীদের) ধর্মগ্রন্থ কিংবা অন্য নবী-রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। কেননা এসব থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ 'আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। তাহ'লে তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে' *(আন'আম ৬/১০৮)*। তবু কেন তারা এরূপ করছে? এর একমাত্র কারণ শত্রুতা। আর তাদের উদ্দেশ্য হ'ল মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করে তাদের ধ্বংস সাধনের নিমিত্তে যুদ্ধ-পরিস্থিতির সৃষ্টি করা। সম্প্রতি আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্যাম ব্যাসিলি নামের এক ইহুদী নির্মাণ করে 'ইনোসেন্স অব মুসলিম' নামে একটি চলচ্চিত্র। তাতে মহানবী (ছাঃ)-কে নিয়ে অবমাননাকর বিষয়

** সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।*
*** ছায়ানটের অহিদুল হকের মৃত্যুর পর তাই করা হয়।*

রয়েছে। ইসলামে গান-বাজনা, সিনেমা-নাটক নিষিদ্ধ। ভিন্নধর্মী হয়ে কেন মুসলমানদের নবী (ছাঃ)-কে নিয়ে সিনেমা বানানো হবে? তারই ফলশ্রুতিতে বেনগাজিতে (লিবিয়া) প্রতিবাদী মুসলমানরা লিবিয়ায় নিয়োজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করে। এ হত্যা চরম অপরাধ বলে বিবেচিত হ'লেও মহানবী (ছাঃ)-কে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণকে অপরাধ বিবেচনা করে না প্রগতিবাদীরা। কেন মুসলমানদের নবী (ছাঃ)-কে নিয়ে বিধর্মীদের অনধিকার চর্চা? তার হেতু তারা ভেবে দেখতে নারায।

স্যাম ব্যাসিলির রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননা করে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিবাদে মিছিল হয়েছে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র। পাকিস্তানে মিছিলকারীদের প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়েছে সরকারের আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী। আমাদের বাংলাদেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ 'আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমালংঘন কর না। কেননা আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২/১৯০)*।

যারা কুরআন অবমাননা করছে, রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে তারা প্রকারান্তরে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সঙ্গে একরূপ যুদ্ধই করছে। মানুষের বিশ্বাসের এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানলে নীরব থাকবার কথা নয়। সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা অপরিহার্য। অবশ্য তা হবে দেশের প্রধানের অধীনে। কিন্তু প্রতিবাদের যুদ্ধ অবশ্যই করতে হবে। তাতে বাধা প্রদান কোন মুসলমানের কর্তব্য নয়। যে মুসলমান তাতে বাধা দিবে তার দু'টো অপরাধ হবে, যথা প্রথমতঃ স্বধর্মের অবমাননায় প্রতিবাদ না করা, দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাদীদের প্রতিবাদে বাধা দেওয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নিয়ে অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকার রামু, উখিয়া এবং পটিয়া এলাকায় দুর্বৃত্তরা বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা করেছে। অবশ্যই তা নিন্দনীয় অপরাধ। ইসলাম অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হ'তে বলে না। এ কারণে এ অপরাধে শাস্তি হওয়া উচিত। আর এই অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পশ্চাতে রয়েছে এক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর ফেইসবুকে কুরআন অবমাননার চিত্র প্রদর্শন। সেই যুবককেও কঠোর শাস্তি প্রদান করা কর্তব্য। তার অপরাধ দু'টি, যথা- ভিন্নধর্মের ধর্মগ্রন্থ অবমাননার অনধিকারচর্চা করা এবং দ্বিতীয় অপরাধ হ'ল ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে তাদেরকে উত্তেজিত করে মন্দির ভাংগার পরিবেশ সৃষ্টি করা। বস্তুতঃ দ্বীনদার মুসলমান এ হেন নিষিদ্ধ কর্ম করেনি। যারা করেছে তারা নিশ্চয়ই দ্বীনের জ্ঞানসম্পন্ন নয়। অথচ আমাদের সরকার দায়ী করছে তাদেরকে, যারা ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান। আমাদের পুলিশবাহিনী তাদেরকেই ধর-পাড়ক করছে এবং জেলে ঢুকিয়েছে। ফলে ঢাকা পড়ে গেছে বৌদ্ধ যুবকের কুরআন অবমাননা। সোচ্চার হয়েছে মৌলবাদের উত্থান এবং তাদের সংঘটিত কল্পিত সন্ত্রাস। অতি সম্প্রতি মুসলিম নামধারী কতিপয় ব্লগার ইসলাম, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও কুরআন সম্পর্কে নানা কটূক্তি করে। তাদের ব্যাপারে দেশের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ কিছুই বলেনি। অথচ যখন এ নাস্তিকদের বিরুদ্ধে এদেশের মুসলমানরা জেগে উঠেছে, তাদের শাস্তির দাবী করছে, তখন এসব মুসলমানদেরকে ধর্মান্ধ, মৌলবাদী ইত্যাদি বলা হচ্ছে। এসবই ইসলাম বিদ্বেষের নামান্তর বৈ কি?

শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বললে, তাদের শাস্তি হয় না। বাক স্বাধীনতার কথা বলে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়। আবার মুসলমানরা যখন ঐসব নাস্তিকদের শায়েস্তা করে তখন তাদেরকে ধর্মান্ধ, মৌলবাদী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করা হয়। শতকরা ৮ ভাগেরও কম হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানরা এদেশের সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহ' মুছে দেওয়ার এবং 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাদ দেওয়ার দাবী তুলে ধরার স্পর্ধা ও সাহস দেখায়। অথচ ৯০ ভাগ মুসলমান ইসলাম বিরোধীদের কিছু বললে, তারা হয়ে যায় ধর্মান্ধ। কি বিচিত্র এই দেশ ও এদেশের মানুষ!

বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামী সন্ত্রাস দমন করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গোটা মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্র সমূহে মুসলমানদের রক্ত ঝরিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও যদি তাদের চাহিদা মাফিক ইস্যু পেয়ে যায় তো তাদের খুশিরই কারণ বৈ কি! কিন্তু দ্বীনদার মুসলমান কেন গিনিপিগ হবে? তাদের অবশ্যই প্রতিবাদী হ'তে হবে। বিধর্মীরা আস্থাবান নয় আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে- وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য তিনি অত্যন্ত অপমানকর আযাব প্রস্তুত রেখেছেন' *(আহযাব ৩৩/৫৭)*। মুসলমানদের মধ্যে যারা সংস্কারবাদী তারাও সেই দলভুক্ত। অতএব মৌলবাদী মুসলমানদের ইসলাম অবমাননার প্রতিবাদ করতেই হবে। সে কারণেই মৌলবাদের উত্থান প্রয়োজন। সাথে সাথে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরোধ নয়; বরং এর অবিসংবাদিত বিধান মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করার মাঝেই কল্যাণ নিহিত। আর এই বিধানের বিরোধিতা করলে পরিণতি হবে ভয়াবহ। যেমন হয়েছিল নমরূদ, ফেরাঊন, আবু জাহেল ও আবু লাহাবদের। আল্লাহ আমাদের সুমতি দান করুন এবং তাঁর আযাব-গযবে পতিত হওয়া থেকে হেফাযত করুন-আমীন!

শাহবাগ থেকে শাপলা : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা :

৫ ফেব্রুয়ারী হ'তে ৫ মে ২০১৩। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এই তিন মাসের ঘটনাপ্রবাহ অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক, লোমহর্ষক, বেদনাবিধূর ও অবিশ্বাস্য। যা এদেশের স্বাধীনতার মূল ইসলামী চেতনাকেই ম্লান করে দিয়েছে। নাস্তিক্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্ধন ও হিংস্র আক্রমণে ইসলাম আজ বিপন্নপ্রায়। এই সময়ে সরকারীভাবে ইসলাম ও প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কটূক্তিকারীদের উৎসাহিত করা এবং এর প্রতিবাদে ফুঁসে উঠা মুসলিম জনতাকে নৃশংস ও বর্বরভাবে আক্রমণ চালিয়ে দমন করার যে দৃশ্য বাংলার মানুষ দেখেছে তা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অন্ধকার অধ্যায়ে পরিগণিত হয়েছে। পরাধীনতার কালো মেঘ যেন উঁকি মারছে স্বাধীন এ ভূ-খণ্ডের নীলাকাশে। পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট শাহবাগ চত্বরের কলঙ্কিত 'গণজাগরণ মঞ্চ' তথা 'নাস্তিক মঞ্চ' এবং এর প্রতিবাদে তাওহীদী জনতার ঈমানী চেতনার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে মতিঝিলের 'শাপলা চত্বর'-এর উত্থান যেন এ দেশে ঈমান ও কুফরের সুস্পষ্ট সংঘাত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে শাহবাগ থেকে শাপলা চত্বরের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হ'ল।-

ঘটনার সূত্রপাত :

৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ রোজ মঙ্গলবার। যুদ্ধাপরাধ (?) মামলার রায়ে 'জামায়াতে ইসলামী'-এর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়ায় হঠাৎ করে দেশের দৃশ্যপট পাল্টে যায়। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ঢাকা। আদালতের রায়কে অস্বীকার করে জামায়াত নেতার ফাঁসির দাবীতে রাজপথে নামে বাম ঘরানার কিছু বুদ্ধিজীবি ও তাদের অনুসারীরা। অন্যদিকে ব্লগার ও অনলাইন নেটওয়ার্ক একটিভিস্টদের উদ্যোগে রাজধানীর অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান তিন-তিনটি বৃহৎ হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের (পিজি, বারডেম ও ঢাকা মেডিকেল) সংযোগস্থল 'শাহবাগ চত্বরে' স্থাপন করা হয় তথাকথিত 'গণজাগরণ মঞ্চ'। যা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও মিডিয়ার প্রচারণায় কয়েকদিনের মধ্যেই সারাদেশের আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবীতে চলতে থাকে দিনের পর দিন শ্লোগান ও নানাবিধ গর্হিত কর্ম। চলে নারী-পুরুষ একাকার হয়ে দিবা-রাত্রী গান-বাজনা ও অশ্লীল নৃত্য। যিম্মী হয়ে পড়ে দেশের সর্ববৃহৎ হাসপাতাল বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল (সাবেক পিজি হাসপাতাল) সহ আরো দু'টি বৃহৎ হাসপাতালের শত শত ডাক্তার ও রোগী। জনমানুষের ভোগান্তি চরমে উঠে। চারদিক থেকে রাস্তা অবরুদ্ধ থাকায় ঐ পথে যান চলাচল থাকে একেবারে বন্ধ। আশ্চর্যের বিষয় যে, এরা ষোলআনাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পায়। পুলিশী পাহারা, খাবার সরবরাহ, মোবাইল টয়লেটের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সেবা সহ সব ধরনের সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় সরকারীভাবে। এই মঞ্চ ক্রমান্বয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে গজিয়ে উঠতে থাকে একই নিয়মে ও একই দাবী নিয়ে।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, আমরা একটি শব্দের সাথে খুবই পরিচিত। তা হচ্ছে 'আদালত অবমাননা'। সহজ অর্থে আদালতের বাইরে আদালতের কোন সিদ্ধান্তের সমালোচনা ও বিরোধিতাকেই বলা হয় 'আদালত অবমাননা'। যার জন্য আবার সুনির্দিষ্ট ধারায় শাস্তির বিধানও রয়েছে আমাদের আইনী কিতাবে (?)। ঘটনা যদি তাই হয়, তাহ'লে শাহবাগীরা সর্বোচ্চ বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য আন্দোলনে নামল এবং আদালতের রায়কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল, তা কি 'আদালত অবমাননা' নয়? স্বাধীন বিচার বিভাগের 'সুচিন্তিত' রায়ের বিরুদ্ধে মাসের পর মাস রাজপথ দখল করে 'আন্দোলন' করার অপরাধে এরা যেমন কঠোরভাবে 'আদালত অবমাননা'র অপরাধে অপরাধী, তেমনি জাতীয় সংসদে প্রকাশ্যে এদের পৃষ্ঠপোষকতা দানের ঘোষণা দিয়ে সরকারও চরম অপরাধী হওয়ার কথা। কিন্তু কই, কোন মহল থেকে এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য তো দেখা গেল না? এটাই এখন বাংলাদেশের তথাকথিত 'আইনের শাসনে'র নমুনা!

নাস্তিকদের ঔদ্ধত্য :

'গণজাগরণ মঞ্চ' মূলতঃ বাম ও রামপন্থীদের সমন্বয়ে গজিয়ে ওঠা একটি নাস্তিক্যবাদী মঞ্চ। এই মঞ্চকে ঘিরেই এ দেশে সাম্প্রতিক নাস্তিক্যবাদের উত্থান। নাস্তিক্যবাদের এই প্রকাশ্য মহড়া বাংলাদেশের ইতিহাসে বড়ই অবিশ্বাস্য, অনাকাংখিত ও অকল্পনীয়। দাউদ হায়দার, আহমাদ শরীফ, হুমায়ুন আযাদ ও তাসলীমা নাসরিনদের প্রেতাত্মা এইসব মুসলিম নামধারী নাস্তিক ব্লগাররা তাদের ব্লগে ইসলাম ও প্রিয়নবী (ছাঃ) সম্পর্কে যেরূপ নোংরা মানহানিকর মন্তব্য ছড়িয়ে দিয়েছে, তা নাস্তিক্যবাদের ইতিহাসেই বিরল। কোন অমুসলিমও এত নিকৃষ্ট মন্তব্য করার স্পর্ধা দেখায়নি। যে বিশ্বনবীর সুন্দরতম চরিত্রের অনুপম সনদ স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ দিয়েছেন *(ক্বলম ৪)*, যে নবী বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ *(আম্বিয়া ১০৭)*, যে নবীর সুফারিশ ব্যতীত আখেরাতে কারু কোন গত্যন্তর থাকবে না, সেই নবীর চরিত্র নিয়ে এরা যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ কটূক্তি করেছে, তা এককথায় তুলনাহীন। শারঈ বিচারে এদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যা কার্যকর করা যেকোন মুসলিম সরকারের জন্য অপরিহার্য। অন্যথায় চূড়ান্ত বিচার দিবসে সরকারকে অবশ্যই লাঞ্ছিত হ'তে হবে এবং মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হেফাজতে ইসলামের তের দফা দাবী :

সরকারের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতায় নাস্তিকদের এই বাগাড়ম্বরে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে জাতি। স্বাধীন বাংলাদেশের ৪২ বছরের ইতিহাসে নাস্তিকতার নামে এমন আস্ফালন দেখানোর দুঃসাহস কারো হয়নি। রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে ব্লগার রাজীব 'থাবা বাবা'র কটূক্তি দৈনিক আমার দেশ ও দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশের ফলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সর্বত্র। বিভিন্ন সংগঠন বিবৃতি দিয়ে এর তীব্র নিন্দা জানায়। শুরু হয় সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং। ২২ ফেব্রুয়ারী'১৩ রোজ শুক্রবার ঢাকার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেইটে সমমনা ১২টি ইসলামী দলের পক্ষে প্রথম বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। কিন্তু পুলিশী বাধায় তা পণ্ড হয়ে যায়। সেদিন নবীপ্রেমী মুছল্লীদের রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ। চলে পাইকারী গ্রেফতার। যার শিকার হয় নিরীহ মুছল্লীরা। দায়ের করা হয় একেক জনের বিরুদ্ধে ৩/৪টি করে মিথ্যা মামলা। ফলে চারিদিকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। অতঃপর চট্টগ্রামের হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম দারুল উলূম মাদরাসায় ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত কওমী মাদরাসা ভিত্তিক অরাজনৈতিক সংগঠন 'হেফাজতে ইসলাম' -এর পক্ষ থেকে

৯ই মার্চ'১৩ তারিখে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। যেখানে সরকারের প্রতি ১৩ দফা দাবী জানানো হয় । যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- সংবিধানে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' পুনঃস্থাপন এবং কুরআন-সুন্নাহবিরোধী সব আইন বাতিল; আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ) ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাস; কথিত শাহবাগ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী স্বঘোষিত নাস্তিক-মুরতাদ এবং প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর শানে জঘন্য কুৎসা রটনাকারী ব্লগার ও ইসলাম বিদ্বেষীদের সকল অপপ্রচার বন্ধসহ কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি *(দাবীসমূহ দ্র : আত-তাহরীক মে'১৩ সংখ্যা, পৃ. ৪৫)*। এই দাবীসমূহ আদায়ের লক্ষ্যে দলটি দেশব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা করে এবং দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া লাভ করে। ইতিমধ্যে সরকারের পক্ষে পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ড. হাছান মাহমূদ হাটহাজারী মাদরাসায় গিয়ে হেফাজতের আমীর আল্লামা আহমাদ শফীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু আলোচনায় কোন ফল হয়নি।

হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচী ও সরকারী বাধা :

লংমার্চ : ১৩ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দেয় হেফাজতে ইসলাম। ৬ এপ্রিল ডাকা হয় ঢাকা অভিমুখে ঐতিহাসিক লংমার্চের। এতে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে। ফলে লংমার্চ প্রতিহত করতে সরকার গ্রহণ করে নানামুখী পদক্ষেপ। সকল রুটের সকল বাস-ট্রেন-লঞ্চ-স্টীমার বন্ধ করা হয়। এমনকি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নামসর্বস্ব একটি দলকে দিয়ে ৫ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে ৬ এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত দেশব্যাপী ডাকানো হয় হরতাল। উদ্দেশ্য, যেন দেশের অন্যান্য যেলা থেকে কেউ ঢাকায় আসতে না পারে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ধরনের সরকারী হরতাল নযীরবিহীন। সরকারীভাবে 'হরতাল' পালনের এ এক নতুন রেকর্ড। কিন্তু মুসলমানদের ঈমানী চেতনার সামনে কোন বাধাই টিকেনি। শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে পায়ে হেঁটে বা রিক্সা-ভ্যানে করে লংমার্চে অংশগ্রহণ করে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান। মতিঝিলের শাপলা চত্বর পরিণত হয় জনসমুদ্রে। পশ্চিমে দৈনিক বাংলা, উত্তরে ফকিরাপুল ও দক্ষিণে দৈনিক ইনকিলাব পর্যন্ত শুধুই মানুষের ঢল। জিয়াউর রহমানের জানাযার পর ঢাকায় এতবড় জনসমুদ্রের দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না। সকলের একটিই দাবী যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তিকারী নাস্তিক ব্লগারদের ফাঁসি দেয়া হোক। অতঃপর পরবর্তী কর্মসূচী হিসাবে ৫ই মে ঢাকা অবরোধ ও মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন যেলা ও বিভাগীয় সম্মেলনের আহ্বানের মধ্য দিয়ে লংমার্চ ও সমাবেশ শেষ করা হয়। উল্লেখ্য যে, হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনের মুখে শাহবাগীদের আস্ফালন ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে যায়।

ঢাকা অবরোধ : মাসব্যাপী দেশের বিভিন্ন যেলায় অত্যন্ত সফল কর্মসূচী পালনের পর গত ৫মে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচীতে যোগদানের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কওমী মাদরাসার ছাত্রসহ সাধারণ ধর্মপ্রাণ লক্ষ লক্ষ জনতা ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। ঢাকার ছয়টি পয়েন্টে শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ শুরু হয় সকাল থেকেই। সড়কপথে রাজধানী ঢাকাকে সারাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। দুপুরের দিকে সরকার হেফাজতকে শাপলা চত্বরে সমাবেশ করার অনুমতি দিলে হেফাজত কর্মীরা অবরোধ ছেড়ে দলে দলে মতিঝিল অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু বিপত্তি বাধে পল্টন এবং গুলিস্তান এলাকায়। এখানে সরকারী দলের কর্মীরা মতিঝিলমুখী মিছিলসমূহকে বাঁধা দিলে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ গুলী চালালে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় ৪/৫ জন হেফাজত কর্মী। আহত হয় আরো বহু সংখ্যক। রাত ৮টার দিকে হেফাজতের আমীর আল্লামা আহমাদ শফী সমাবেশ মঞ্চের দিকে অগ্রসর হওয়ার কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তাজনিত কারণে আবার লালবাগ মাদরাসাস্থ কার্যালয়ে ফিরে যান। এরপরই হেফাজত নেতারা শাপলা চত্বরে সকাল পর্যন্ত অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। ওদিকে বিরোধী দলীয় নেত্রী আগের দিন একই স্থানে সমাবেশ করে সরকারকে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেন ও হেফাজতের পক্ষে প্রকাশ্য সমর্থন ঘোষণা করেন এবং অদ্য ৫ মে সন্ধ্যায় প্রেসবিজ্ঞপ্তি মারফত দলীয় কর্মীদেরকে হেফাজতের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। এতে প্রমাদ গনে সরকার। ফলে রাত ১০টার দিকে হেফাজতকে শাপলা চত্বর ত্যাগের নির্দেশ দেয়। কিন্তু হেফাজত নেতারা তাতে সাড়া না দিলে সরকার পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাবের সাড়ে সাত হাযার সদস্যকে মাঠে নামায় যুদ্ধংদেহী মূর্তিতে। বিদ্যুৎ বন্ধ করে, সকল মিডিয়াকে সরিয়ে দিয়ে রাত আড়াইটার দিকে চালানো হয় পৈশাচিক আক্রমণ 'অপারেশন ফ্লাশআউট'। শাপলা চত্বরকে ৩ দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং ১টি দিক খোলা রেখে সরকার ঘুমন্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত জনতার উপর বর্বরোচিতভাবে হামলা চালায়। মুহুর্মুহু গুলী, সাউণ্ড গ্রেনেড, টিয়ার সেল ও গরম পানির তোপের মুখে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে শাপলা চত্বর থেকে বিক্ষোভকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। পড়ে থাকে যত্রতত্র শত শত আহত-নিহত মানুষের সারি, আর বিক্ষোভকারীদের ফেলে যাওয়া স্যান্ডেল আর ব্যাগপত্র।

অতঃপর নিহতের সংখ্যা নিয়ে শুরু হয় আরেক নাটক। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়, ঐ রাতে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয় হাযার হাযার মানুষ নিহত হয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশনের ময়লাবাহী ট্রাকে করে লাশ গুম করে ফেলা হয়েছে। হেফাজতে ইসলাম বলেছে, তাদের প্রায় আড়াই থেকে তিন হাযার কর্মী শাহাদাত বরণ করেছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও এমন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আল-জাযীরার অনুসন্ধানী রিপোর্টেও লাশ গুমের প্রামাণ্য চিত্র দেখানো হয়। তবে স্বতন্ত্র সংস্থাসমূহের মতে, এ ঘটনায় অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছে এবং অনেকের লাশ গুম করা হয়েছে। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকেও নিহতের সংখ্যা শতাধিক উল্লেখ করা হয়েছে। পরদিন ৬ মে দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সাথে জনগণের সংঘর্ষ হয় এবং হতাহত হয় প্রায় ৩০ জন বিক্ষোভকারী। ঐ দিন বিকালে আল্লামা শফীকে জোরপূর্বক ঢাকা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং গ্রেফতার করা হয় হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরীকে। সবমিলিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো রাত হিসাবে চিহ্নিত হ'ল ৬ মে।

পর্যালোচনা :

দেশের রাজনৈতিক আকাশে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে বেরিয়ে আসে ৩টি মৌলিক বিষয়। ১. হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচীর ত্রুটি ২. বিরোধী দলের প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা ও ৩. সরকারের ন্যাক্কারজনক পদক্ষেপ।

১. হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচীর ত্রুটি : শাসক শ্রেণী যালেম হবে এটিই যুগ-যুগান্তর ধরে ঐতিহাসিক সত্য। নবী-রাসূলগণের

যামানাও এই সত্যের বাইরে নয়। সেকারণ হিমাদ্রীসম নির্যাতন বরণ করতে হয়েছে তাঁদেরকেও। এমনকি কখনো কখনো দেশ ত্যাগেও তাঁরা বাধ্য হয়েছেন, করাতে দ্বিখণ্ডিত হয়েছেন ইত্যাদি। সালাফে ছালেহীনের ইতিহাস থেকে শুরু করে আমাদের উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণের ইতিহাসও রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস। কিন্তু তাদের আন্দোলন ও সংগ্রাম থেকে যেটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তা হ'ল জনসাধারণের জান-মালের ক্ষতি সাধিত হবে কিংবা সমাজে নৈরাজ্য-বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে এমন কোন আত্মঘাতি পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেননি। যতটুকু করেছিলেন তা শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরনের মধ্যে থেকেই করেছিলেন। অতএব যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে দ্বীনের মূলনীতির দিকে লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। কোন অবস্থাতেই বৈধ কিছু অর্জনের জন্য অবৈধ পন্থার আশ্রয় নেয়া যাবে না। অতএব সরকারের শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ইসলাম যে মূলনীতি বেঁধে দিয়েছে, তার বাইরে যাওয়াটা কল্যাণকর নয়। সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের যতটুকু করণীয় তা হ'ল- প্রথমত: বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করা *(আহমাদ হা/৮৭৮৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৪২)* দ্বিতীয়ত: সকল প্রকার বৈধ পন্থায় প্রতিবাদ জানানো। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপরে ভালো ও মন্দ দু'ধরনের শাসক আসবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে সে দায়িত্বমুক্ত হবে। যে ব্যক্তি তাকে অপসন্দ করবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তার উপর রাযী থাকবে ও তার অনুসারী হবে (সে গোনাহগার হবে)' *(মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১)*।

হেফাজতে ইসলাম অতি অল্প সময়ে জনসমর্থনের বিপুল ঢেউ দেখে অতি আশাবাদী হয়ে কিছুটা অধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে এবং ত্বরিৎ ফল লাভের আশা করেছে। ফলে রাজনৈতিক লুটেরারা তাদেরকে দাবার গুঁটি বানিয়ে ফায়দা হাছিলের অপচেষ্টা চালিয়েছে। হেফাজত নেতৃবৃন্দের প্রথম দিকের বক্তব্য অরাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ হ'লেও পরবর্তী সভা-সমাবেশে তাদের সরকার বিরোধী উত্তপ্ত বক্তব্য সরকারকে অসহিষ্ণু করে তুলে এবং সরকার তাদেরকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসাবে চিত্রিত করে। হেফাজত নেতৃবৃন্দের উচিত ছিল দাবীগুলোর পক্ষে জনমত সংগঠিত করার কাজটি অব্যাহত রাখা, হরতাল-অবরোধ জাতীয় সহিংস কর্মসূচী না দেওয়া এবং কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে তাদের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়া। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে মাত্র এক মাসের মধ্যে তারা আপামর জনতার মনে যে শ্রদ্ধার আসনটি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, তা ছিল এ আন্দোলনের জন্য একটি বিরাট অর্জন। কিন্তু ঢাকা অবরোধে এসে এ অর্জনটি তারা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় কিংবা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাদেরকে সহিংসতায় জড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে যে পরিমাণ দ্রুততার সাথে বিশাল সম্ভাবনাময় জনসমর্থন নিয়ে এ সংগঠনের উত্থান ঘটেছিল, ঠিক ততোধিক দ্রুততার সাথে এ আন্দোলনে ভাটা পড়ার পথ তৈরী হ'ল। মোটকথা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা এবং শরী'আত অননুমোদিত আচরণ থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারাটাই তাদের জন্য বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

২. বিরোধী দলের প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা : বিরোধী দল প্রথম থেকেই হেফাজতের আন্দোলন থেকে ফায়দা হাছিলের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। যেহেতু সরকারের বিরুদ্ধে এত বড় সমাবেশ ইতিপূর্বে কেউ করতে পারেনি, সেকারণ বিরোধী দল হেফাজতের দাবী ও কর্মসূচীতে লোক দেখানো সংহতি প্রকাশ করে এই বিশাল জনসমর্থনকে তাদের পকেটস্থ করার হীন চিন্তা করেছিল। ৬ এপ্রিলের লংমার্চের মঞ্চে বিএনপি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি এবং ৫ মে সন্ধ্যায় প্রদত্ত বিরোধী দলীয় নেত্রীর বিবৃতি ছিল কেবল জাতিকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। যদিও কার্যত বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতা হেফাজত পায়নি। এমনকি নিজেরা ক্ষমতায় গেলে হেফাজতের তের দফা দাবী মানা হবে এমন কোন আশ্বাসও বিরোধী দল দেয়নি। এমনকি অবরোধের দিনও বিরোধী নেত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কেউ নিরস্ত্র ক্লান্ত-শ্রান্ত অবসন্ন হেফাজত কর্মীদের পাশে দাঁড়ায়নি। ফলে বিরোধী দলের এই হঠকারী ভূমিকা হেফাজতকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তেমনি সরকারকে বল্গাহারা ও হিংস্র করে তুলেছে।

৩. সরকারের ন্যাক্কারজনক পদক্ষেপ : সরকারের সেদিনের পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক, নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষক। যা বাংলাদেশের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। কোন স্বাধীনতাকামী-বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধেও এমন আচরণ কল্পনাতীত। কোন অনির্বাচিত সরকারের পক্ষেও রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর এই অমানবিক হত্যাযজ্ঞ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তার উপর দেশের সম্মানিত নাগরিক আলেম-ওলামার ক্ষেত্রে এটি আরো প্রশ্নবিদ্ধ। যেখানে রাজপথ দখল করে জনগণের দূর্ভোগ সৃষ্টি করে নাস্তিকদের তথাকথিত 'গণজাগরণ মঞ্চ' সরকারের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে মাসের পর মাস অবস্থান করে যেতে পারল, সেখানে নিরীহ আলেম-ওলামার ঈমানী দাবীর সমাবেশকে সরকার একটি দিনও বরদাশত করতে পারল না! এমনকি যুদ্ধংদেহীভাবে এরূপ রক্তাক্ত নারকীয় আক্রমণ চালাতে দ্বিধাবোধ করল না! এই দ্বিমুখী আচরণই সরকারের প্রবল ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাবের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। এ ক্ষেত্রে সরকারের মন্ত্রী ও আমলাদের লাগামহীন মিথ্যাচার জাতিকে আরো হতবাক করেছে। ভাবখানা এমন যে, শাপলা চত্বরে সেদিন কিছুই ঘটেনি। সরকার যদি তার দাবীতে সত্যবাদী হয় তাহ'লে নিম্নের প্রশ্নগুলো জবাব কি হবে?

১. দিনের বেলায় অভিযান না চালিয়ে রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষের ওপর অভিযান চালানো হ'ল কেন? ২. অভিযানের প্রাক্কালে বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিয়ে গোটা এলাকায় ভুতুড়ে পরিবেশ বানিয়ে ফেলা হ'ল কেন? ৩. ঘটনার রাতে অভিযানের পূর্বে সরকার বিরোধী দু'টি টিভি চ্যানেলকে বন্ধ করে দেওয়া হ'ল কেন? ৪. সকাল হওয়ার পূর্বেই দমকল বাহিনীর গাড়ী দিয়ে গোটা এলাকা ধুয়ে ফেলা হ'ল কেন? ৫. গুরুত্বপূর্ণ এই অভিযানটি টিভি চ্যানেলগুলিতে সরাসরি সম্প্রচার করতে দেয়া হ'ল না কেন?

এতগুলো 'কেন'-এর সঠিক জবাব কে দিবে? অতএব ইনিয়ে-বিনিয়ে যাই বলা হৌক না কেন, জনগণ সত্য উপলব্ধি করতে জানে। শাক দিয়ে যেমন মাছ ঢাকা যায় না তেমনি মিথ্যাচারের শৃংখল ভেঙ্গে শাপলা ট্রাজেডির ইতিহাসও একদিন বেরিয়ে আসবে। যালিমরা এই যুলুমের পরিণাম থেকে কখনই রক্ষা পাবে না। আজ হোক, কাল হোক এর ফল তাদের ভোগ করতেই হবে। আল্লাহ আমাদেরকে যালিমদের হাত থেকে রক্ষা করুন। তাদেরকে যুলুমের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন। সাথে সাথে এই ঘটনায় যারা নির্মমভাবে যুলুমের শিকার হয়েছেন তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে উপযুক্ত প্রতিদান দিন-আমীন।

হাদীছের গল্প

ওমর (রাঃ)-এর একটি ভাষণ

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) জীবনের শেষ হজ্জ সমাপনের পর মসজিদে নববীতে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ।-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুহাজিরদের কতক লোককে পড়াতাম। তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। একবার আমি তার মিনার বাড়িতে ছিলাম। তখন তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সঙ্গে হজ্জে ছিলেন। এমন সময় আব্দুর রহমান (রাঃ) আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, যদি আপনি ঐ লোকটিকে দেখতেন, যে লোকটি আজ আমীরুল মুমিনীন-এর কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, হে আমীরুল মুমিনীন! অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কিছু করার আছে কি? যে লোকটি বলে থাকে যে, যদি ওমর মারা যান তাহ'লে অবশ্যই অমুকের হাতে বায়'আত করব। আল্লাহ্র কসম! আবূবকরের বায়'আত আকস্মিক ব্যাপারই ছিল। ফলে তা হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি ভীষণভাবে রাগান্বিত হ'লেন। তারপর বললেন, ইনশাআল্লাহ সন্ধ্যায় আমি অবশ্যই লোকদের মধ্যে দাঁড়াব আর তাদেরকে ঐসব লোক থেকে সতর্ক করে দিব, যারা তাদের বিষয়াদি আত্মসাৎ করতে চায়।

আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এমনটা করবেন না। কারণ হজ্জের মওসুম নিম্নস্তরের ও নির্বোধ লোকদেরকে একত্রিত করে। আর এরাই আপনার নৈকট্যের সুযোগে প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলবে, যখন আপনি লোকদের মধ্যে দাঁড়াবেন। আমার ভয় হচ্ছে, আপনি যখন দাঁড়িয়ে কোন কথা বলবেন, তখন তা সব জায়গায় তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে। আর তারা তা ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারবে না। আর সঠিক রাখতেও পারবে না। সুতরাং মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আর তা হ'ল হিজরত ও সুন্নাতের কেন্দ্রস্থল। ফলে সেখানে জ্ঞানী ও সুধীবর্গের সঙ্গে মিলিত হবেন। আর যা বলার তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারবেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনার কথাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে ও সঠিক ব্যবহার করবে। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, জেনে রেখো! আল্লাহ্র কসম! ইনশাআল্লাহ আমি মদীনায় পৌঁছার পর সর্বপ্রথম এ কাজটি নিয়ে ভাষণের জন্য দাঁড়াব।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা যিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে মদীনায় ফিরলাম। যখন জুম'আর দিন এল, সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি মসজিদে গেলাম। পৌঁছে দেখি, সাঈদ ইবনু যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল (রাঃ) মিম্বরের গোড়ায় বসে আছেন, আমিও তার পাশে এমনভাবে বসলাম যেন আমার হাঁটু তার হাঁটু স্পর্শ করছে। অল্পক্ষণের মধ্যে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বেরিয়ে আসলেন। আমি যখন তাঁকে সামনের দিকে আসতে দেখলাম, তখন সাঈদ ইবনু যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েলকে বললাম, আজ সন্ধ্যায় অবশ্যই তিনি এমন কিছু কথা বলবেন, যা তিনি খলীফা হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত বলেননি। কিন্তু তিনি আমার কথাটি উড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় না যে, তিনি এমন কোন কথা বলবেন, যা এর আগে বলেননি। এরপর ওমর (রাঃ) মিম্বরের উপরে বসলেন। যখন মুয়াযযিন আযান থেকে ফারেগ হয়ে গেলেন তখন তিনি দাঁড়ালেন। আর আল্লাহ্র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, 'আম্মাবা'দ। আজ আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলতে চাই, যা আমারই বলা কর্তব্য। হয়তবা কথাটি আমার মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে হচ্ছে। তাই যে ব্যক্তি কথাগুলো ঠিকভাবে বুঝে সংরক্ষণ করবে সে যেন কথাগুলো ঐসব স্থানে পৌঁছে দেয় যেখানে তার সওয়ারী পৌঁছবে। আর যে ব্যক্তি কথাগুলো ঠিকভাবে বুঝতে আশংকাবোধ করছে আমি তার জন্য আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করা ঠিক মনে করছি না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিষয়াদির একটি ছিল রজমের আয়াত। আমরা সে আয়াত পড়েছি, বুঝেছি, আয়ত্ত করেছি।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পাথর মেরে হত্যা করেছেন। আমরাও তাঁর পরে পাথর মেরে হত্যা করেছি। আমি আশংকা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর কোন লোক এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আল্লাহ্র কসম! আমরা আল্লাহ্র কিতাবে পাথর মেরে হত্যার আয়াত পাচ্ছি না। ফলে তারা এমন একটি ফরয ত্যাগের কারণে পথভ্রষ্ট হবে, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উপর পাথর মেরে হত্যা অবধারিত, যে বিবাহিত হবার পর যেনা করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী। যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে। তেমনি আমরা আল্লাহ্র কিতাবে এও পড়তাম যে, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। এটি তোমাদের জন্য কুফরী যে, তোমরা স্বীয় বাপ-দাদা থেকে বিমুখ হবে। জেনে রেখো! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা সীমা ছাড়িয়ে আমার প্রশংসা করো না, যেভাবে ঈসা ইবনু মারিয়ামের সীমা ছাড়িয়ে প্রশংসা করা হয়েছে। তোমরা বল, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। এরপর আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, তোমাদের কেউ এ কথা বলছে যে, আল্লাহ্র কসম! যদি ওমর মারা যায় তাহ'লে আমি অমুকের হাতে বায়'আত করব। কেউ যেন এ কথা বলে ধোঁকায় না পড়ে যে আবূবকরের বায়'আত ছিল আকস্মিক ঘটনা। ফলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। জেনে রেখো! তা অবশ্যই এমন ছিল। তবে আল্লাহ আকস্মিক বায়'আতের ক্ষতি প্রতিহত করেছেন। সফর করে সওয়ারীগুলোর ঘাড় ভেঙ্গে যায়- এমন স্থান পর্যন্ত মানুষের মাঝে আবূবকরের মত কে আছে? যে কেউ মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়া কোন লোকের হাতে বায়'আত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং ঐ লোকেরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা উভয়েরই হত্যার শিকার হবার আশংকা রয়েছে। যখন আল্লাহ তাঁর নবী (ছাঃ)-কে ওফাত দিলেন, তখন আবূবকর (রাঃ) ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অবশ্য আনছারগণ আমাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা সকলে বাণী সা'ঈদার চত্বরে মিলিত হয়েছেন। আমাদের থেকে বিমুখ হয়ে আলী, যুবায়ের ও তাঁদের সাথীরাও বিরোধিতা করেছেন। অপরদিকে মুহাজিরগণ আবূবকরের কাছে সমবেত হ'লেন। তখন আমি আবূবকরকে বললাম, হে আবূবকর! আমাদেরকে নিয়ে আমাদের ঐ আনছার ভাইদের কাছে চলুন। আমরা তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হ'লাম। যখন আমরা তাদের নিকটবর্তী হ'লাম

তখন আমাদের সঙ্গে তাদের দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তির সাক্ষাৎ হ'ল। তারা উভয়েই এ বিষয়ে আলোচনা করলেন, যে বিষয়ে লোকেরা ঐকমত্য হয়েছিল। এরপর তারা বললেন, হে মুহাজির দল! আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? তখন আমরা বললাম, আমরা আমাদের ঐ আনছার ভাইদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছি। তারা বললেন, না, আপনাদের তাদের নিকট না যাওয়াই উচিত। আপনারা আপনাদের বিষয় সমাপ্ত করে নিন। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাব। আমরা চললাম। অবশেষে বাণী সা'ঈদার চত্বরে তাদের কাছে আসলাম। আমরা দেখতে পেলাম তাদের মাঝখানে এক লোক বস্ত্রাবৃত অবস্থায় রয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ লোক কে? তারা জবাব দিল ইনি সা'দ ইবনু ওবাদাহ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার কী হয়েছে? তারা বলল, তিনি জ্বরে আক্রান্ত। আমরা কিছুক্ষণ বসার পরই তাদের খত্বীব উঠে দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং আল্লাহ্র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মাবা'দ। আমরা আল্লাহ্র (দ্বীনের) সাহায্যকারী ও ইসলামের সেনাদল এবং তোমরা হে মুহাজির দল! একটি ছোট দল মাত্র, যে দলটি তোমাদের গোত্র থেকে আলাদা হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অথচ এরা এখন আমাদেরকে মূল থেকে সরিয়ে দিতে এবং খিলাফত থেকে বঞ্চিত করে দিতে চাচ্ছে। যখন তিনি নিশ্চুপ হ'লেন তখন আমি কিছু বলার ইচ্ছা করলাম। আর আমি আগে থেকেই কিছু কথা সাজিয়ে রেখেছিলাম, যা আমার কাছে ভাল লাগছিল। আমি ইচ্ছা করলাম যে, আবূবকর (রাঃ)-এর সামনে কথাটি পেশ করব। আমি তাঁর ভাষণ থেকে সৃষ্ট রাগকে কিছুটা ঠাণ্ডা করতে চাইলাম। আমি যখন কথা বলতে চাইলাম তখন আবূবকর (রাঃ) বললেন, তুমি থাম। আমি তাঁকে রাগান্বিত করাটা পসন্দ করলাম না। তাই আবূবকর (রাঃ) কথা বললেন, আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে সহনশীল ও গম্ভীর। আল্লাহ্র কসম! তিনি এমন কোন কথা বাদ দেননি যা আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম। অথচ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ঐরকম বরং তার থেকেও উত্তম কথা বললেন। অবশেষে তিনি কথা বন্ধ করে দিলেন।

এরপর আবার বললেন, তোমরা তোমাদের ব্যাপারে যেসব উত্তম কাজের কথা বলেছ আসলে তোমরা এর উপযুক্ত। তবে খিলাফতের ব্যাপারটি কেবল এই কুরাইশ বংশের জন্য নির্দিষ্ট। তারা হচ্ছে বংশ ও আবাসভূমির দিক দিয়ে সর্বোত্তম আরব। আর আমি এ দু'জন হ'তে যে কোন একজনকে তোমাদের জন্য নির্ধারিত করলাম। তোমরা যে কোন একজনের হাতে ইচ্ছা বায়'আত করে নাও। এরপর তিনি আমার ও আবূ ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর হাত ধরলেন। তিনি আমাদের মাঝখানেই বসা ছিলেন। আমি তাঁর এ কথা ব্যতীত যত কথা বলেছেন কোনটাকে অপসন্দ করিনি। আল্লাহ্র কসম! আবূবকর যে জাতির মধ্যে বর্তমান আছেন সে জাতির উপর আমি শাসক নিযুক্ত হবার চেয়ে এটাই শ্রেয় যে, আমাকে পেশ করে আমার ঘাড় ভেঙ্গে দেয়া হবে, ফলে তা আমাকে কোন গুনাহের কাছে আর নিয়ে যেতে পারবে না। হে আল্লাহ! হয়ত আমার আত্মা আমার মৃত্যুর সময় এমন কিছু আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, যা এখন আমি পাচ্ছি না। তখন আনছারদের এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমি এ জাতির অভিজ্ঞ ও বংশগত সম্ভ্রান্ত। হে কুরাইশগণ! আমাদের হ'তে হবে এক আমীর আর তোমাদের হ'তে হবে এক আমীর। এ সময় অনেক কথা ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। আমি এ মতবিরোধের দরুন শংকিত হয়ে পড়লাম। তাই আমি বললাম, হে আবূবকর! আপনি হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আমি তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। মুহাজিরগণও তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। অতঃপর আনছারগণও তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। আর আমরা সা'দ ইবনু ওবাদাহ (রাঃ)-এর দিকে অগ্রসর হ'লাম। তখন তাদের এক লোক বলে উঠল, তোমরা সা'দ ইবনু ওবাদাকে জানে মেরে ফেলেছ। তখন আমি বললাম, আল্লাহ সা'দ ইবনু ওবাদাকে হত্যা করেছেন। ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা সে সময়ের যরূরী বিষয়ের মধ্যে আবূবকরের বায়'আতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুকে মনে করিনি। আমাদের ভয় ছিল যে, যদি বায়'আতের কাজ অসম্পন্ন থাকে, আর এ জাতি থেকে আলাদা হয়ে যাই তাহ'লে তারা আমাদের পরে তাদের কারো হাতে বায়'আত করে নিতে পারে। তারপর হয়ত আমাদেরকে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের অনুসরণ করতে হ'ত, না হয় তাদের বিরোধিতা করতে হ'ত। ফলে তা মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াত। অতএব যে ব্যক্তি মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়া কোন ব্যক্তির হাতে বায়'আত করবে তার অনুসরণ করা যাবে না। আর ঐ লোকেরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা উভয়েরই নিহত হওয়ার আশংকা আছে *(বুখারী হা/৬৮৩০ 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়)*।

এ হাদীছে আবূবকর (রাঃ)-এর বায়'আত গ্রহণের পূর্বের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আর এ বায়'আত গ্রহণের মধ্য দিয়ে আনছার ও মুহাজিরদের মাঝে বিবদমান বাকবিতণ্ডার অবসান ঘটে। এ হাদীছে একে অপরকে মেনে নেওয়ার যে দৃষ্টান্ত বিধৃত হয়েছে, তা থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

কবিতা

স্বাগতম রামাযান

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আহলান সাহলান
স্বাগতম রামাযান,
খোশালিত মনে মোরা
তব করি আহ্বান।
এসো তুমি ধরা পরে
পাতকীদের তরিতে
বলে তুমি ওঠো মোর
নেকী ভরা তরীতে।
নতুন প্রভাতের এক
মন মাতা ইমেজে,
দরদের সুরে সবাইকে
ডেকে বল তুমি যে,
মুসলিম জেগে ওঠো
দেখ মোর তরণী,
অলসতা ছেড়ে এসো
ওগো মোর বরণী।
নাও নাও লুটে নাও
যত আনা পুণ্য।
আখিরাতে হ'তে চেলে
অতি বড় ধন্য।
দুনিয়াতে পাবে তুমি
খুব বেশী সম্মান
আল্লাহ্র কাছে হবে
উঁচু শির উঁচু মান।
তোমাকে জানাই মোরা
স্বাগতম রামাযান,
আহলান সাহলান
তুমি তো আল্লাহ্র দান।
পাতকী তরিতে আজ
এলে দ্বারে রামাযান।

***

মহান স্রষ্টার শৈল্পিক নিপুণতা

শিহাবুদ্দীন আহমাদ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

জগৎজুড়ে অনুগ্রহে ভরালে তুমি হায়,
তোমার দয়া-অনুকম্পার সীমা যে গো নাই।
নক্ষত্রে আসমান ভরা আরও সুরুজ চাঁদ,
যতই দেখি নীল আকাশকে মিটে নাযে সাধ।
কালচে দেখায় গিরীদরি ধুসর মরুভূমি,
সুঠাম দেহী বিশাল ভুবন দাড় করেছ তুমি।
সৌন্দর্যে ভরা বন-বনানী অসীম তেপান্তর,
প্রকৃতি তার রূপ বদলায় মাস দুয়েক অন্তর।
লেকের ধারে বিলের পাড়ে ফুটছে কত ফুল,
রং-বেরঙের গাছে আবার ঝুলছে হরেক গুল।
ঝর্ণাধারা হৃদয়হরা শোভা বর্ধন করে,
সবাইকে মোহিত করে অপরূপে রূপ ধরে।
নদ-নদী সৈকত-সাগর কী যে তোমার দান,
দিবস-রাতের পালা বদলে বাড়াও সবের মান।
সন্ধ্যা নিশি মিটিমিটি জোনাকির ক্ষীণ আলো,
হাযার তারার আবছা বাতি দেখতে বেজায় ভালো।
অলির ছুটা পুষ্পপানে গুঞ্জন সুর তানে,
মৌচাকেরই দৃশ্য যেন বিস্ময় জাগায় মনে।
স্রষ্টা তুমি সকল সৃষ্টির তোমার তুলনা নাই,
তোমার স্তুতিগাঁথা গেয়ে মোদের মন জুড়াই।
স্রষ্টা তুমি নিপুণ শিল্পী কত সুন্দর তুমি!
শিল্পে তোমার সবই ভরা দেখে বিস্মিত হই আমি।
স্রষ্টা ওগো! সৃষ্টি তোমার গুণগান তাই করে,
এই অভাগা ব্যাকুল হয়ে তাসবীহ তোমার পড়ে।
সদাই তাসবীহ তোমার পড়ে॥

***

ছিয়াম

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

পুণ্য নিয়ে এল ছিয়াম
পুলকিত সবার মন,
সবাই মিলে রাখব ছাওম
তাই করেছি পণ।
এই দিনেতে লুটব নেকী
পড়ব সদা কুরআন,
মুসলিম সমাজে জাগবে
আনন্দেরই বান।
এই দিনেতে ধনী-গরীব
করব না কারো পর
রাখব ছাওম খালেছ দিলে
সকল নারী-নর।
হাযার মাসের অধিক পুণ্য
এ রামাযান মাসে,
পুণ্য অর্জন করার সুযোগ
এ মাসেতে আছে।
ছাওম অর্থ বিরত থাকা
সকল নিষেধ থেকে
গোপন-প্রকাশ্য সর্বাবস্থায়
ভয় করতে হবে প্রভুকে।
একটি ছাওম ছাড়লে পরে
পুণ্য কমে যাবে,
ছাড়লে ছাওম পুণ্য পূরণ
হবে না এই ভবে।
এস মোরা কুরআন মতে
ব্যক্তি জীবন গড়ি
প্রভুর দীদার লাভের আশায়
সবাই ছিয়াম পালন করি।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামের ইতিহাস)-এর সঠিক উত্তর

১. ওমর (রাঃ)-এর আমলে। ২. সিন্ধুর নিকটে।
৩. ৬,০০০ জন। ৪. সোয় তিন বছর।
৫. গণিত বিষয়ে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশের নদ-নদী)-এর সঠিক উত্তর

১. ৫৭টি। ২. ৩টি (সাঙ্গু, মাতামুহরী ও নাফ)।
৩. গোবরা (দৈর্ঘ্য ৫ কি.মি.)। ৪. মেঘনা (৩০০ কি.মি.)।
৫. পোটোমলোজি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরায় কোন্ ছাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন্ স্ত্রীর চারিত্রিক পবিত্রতা বর্ণনায় কোন্ সূরার কতটি আয়াত নাযিল হয়?
৩. কুরআনে অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীদের নামে যে সূরাগুলি আছে, সেগুলি কি কি?
৪. জীবজন্তু ও মানব জাতির নামে যে সূরাগুলি আছে, সেগুলি কি কি?
৫. কুরআনে চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি ও বিভিন্ন সময়ের নামে যে সূরা আছে, সেগুলি কি কি?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১. আমার ভাই নাগর, বিনা পয়সায় পাড়ি দেয় সাগর-মহাসাগর?
২. সুদৃশ্য লেবুটি, বোটা নেই তার ধরব কি?
৩. কোন গাছের পাতা, কোন মাছের মাথা নেই?
৪. হাত আছে তার মাথা নেই, পেট আছে তার ভুড়ি নেই?
৫. হারাইলে খুঁজে মরি, পাইলে ছেড়ে ঘরে ফিরি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২৬ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর হাটগাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি বাগমারা উপযেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে হাফেয বেলালুদ্দীনকে পরিচালক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি বাগমারা উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

নাছিরাবাদ, খিলগাঁও, ঢাকা ৪ মে শনিবার : অদ্য সকাল ৬-টায় নাছিরাবাদ আদর্শ পাড়া জামে মসজিদে এক সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন মাদারটেক এলাকা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীন ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব কামালুদ্দীন। অনুষ্ঠানে হাফেয মুহাম্মাদ মাকছূদুর রহমানকে পরিচালক করে সোনামণি নাছিরাবাদ আদর্শ পাড়া শাখা গঠন করা হয়।

ভাটপাড়া, সাতক্ষীরা ৫ মে রবিবার : অদ্য বাদ আছর ভাটপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি সাতক্ষীরা সদর উপযেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপযেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর রহমান, যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, সহ-পরিচালক অলীউর রহমান, ইসরাঈল হোসাইন, মুছতফা মাহমূদ ও উপযেলা সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

গড়েরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা ১০ মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় গড়েরডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি তালা উপযেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আবূ রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, সহ-পরিচালক অলীউর রহমান, তালা উপযেলার সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ মাসঊদ, মঠবাড়ী শাখার সহ-পরিচালক আলী হোসাইন প্রমুখ।

কদমতলা, সাতক্ষীরা ১০ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক অলীউর রহমান, ইসরাঈল হোসাইন, মুছতফা মাহমূদ, সদর উপযেলা পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম, সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, তালা উপযেলা সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ মাসঊদ, আশাশুনি উপযেলা পরিচালক মুহাম্মাদ শফিউল ইসলাম, সহ-পরিচালক দেলওয়ার হোসাইন, কলারোয়া উপযেলা পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ও সহ-পরিচালক আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সোনামণি যেলা সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৩ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

ভবানীপুর, সাতক্ষীরা ১৩ মে সোমবার : অদ্য বাদ আছর ভবানীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' সাতক্ষীরা সদর উপযেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, সহ-পরিচালক অলীউর রহমান, উপযেলা সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, শাখা পরিচালক মুহাম্মাদ রুকনুযযামান প্রমুখ।

রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ১৩ মে সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোল'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, সহ-পরিচালক অলীউর রহমান, কলারোয়া উপযেলার পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুছ ছবূর প্রমুখ।

মঠবাড়ী, তালা, সাতক্ষীরা ১৪ মে মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৭-টায় মঠবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি তালা উপযেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ মাসঊদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, সহ-পরিচালক অলীউর রহমান, শাখা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক গোলাম রহমান ও শাখা 'সোনামণি' পরিচালক যুলফিকার আলী, সহ-পরিচালক আলী হোসাইন ও আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ।

স্বদেশ

আল্লাহর অশেষ রহমতে দেশবাসী রক্ষা পেল ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন' ও 'জামালা'র মহাবিপদ থেকে

দেশবাসীর প্রবল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে আল্লাহ্র অশেষ রহমতে দুর্বলভাবে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন'। ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরীয় পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় উৎপত্তি হওয়া 'জামালা' ও 'মহাসেন' একসাথে শক্তি সঞ্চয়ের পর 'জামালা' স্বীয় স্থানেই অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু 'মহাসেন' ২০০ কি.মি. ব্যাপ্তি নিয়ে বাংলাদেশের উপকূলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ভয়াবহ এই ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কবার্তা পেয়ে লাখ লাখ মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়। উপকূলবর্তী যেলাগুলিতে ৫ থেকে ৮ নম্বর পর্যন্ত বিপদ সংকেত দেখানো হয়। মসজিদে মসজিদে দো'আ এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে দেশবাসী এ মহাবিপদ থেকে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা জানাতে থাকে। অবশেষে আঘাত হানার পূর্বমুহূর্তে ঘূর্ণিঝড়টি দুর্বল হয়ে ১৬ মে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপকূলবর্তী যেলাগুলিতে হালকাভাবে আঘাত হেনে চলে যায়। আবহাওয়াবিদগণের মতে, একই সাথে যুগল ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি এশীয় অঞ্চলে নযীরবিহীন এবং বিশ্বেও বিরল ঘটনা। ঘূর্ণিঝড় দু'টির গতিমুখ ছিল বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও মায়ানমারের দিকে। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিলে সংঘটিত এযাবৎকালের ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশ উপকূলে তিন লাখের বেশী মানুষ নিহত হয়েছিল। বর্তমান ঘূর্ণিঝড় দু'টি ছিল তার চেয়ে বহুগুণ বেশী শক্তিশালী। আল্লাহ্র অশেষ রহমতে মূল আঘাত হানার আগেভাগেই ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি বা গতিবেগ কমে যায়। ফলে জানমালের বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রেহাই পায় উপকূলবাসী। তবে এই সামান্য আঘাতেই বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২০ জন নিহত, ১৫ সহস্রাধিক আহত এবং ৩০ সহস্রাধিক কাঁচা-পাকা বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ফসলী জমির ব্যাপক ক্ষতিসহ লক্ষাধিক মানুষ এখনও পানিবন্দী রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১২ তারিখের পত্রিকায় ঘূর্ণিঝড়ের খবর পাওয়ার দিন থেকে নওদাপাড়াস্থ মারকাযী জামে মসজিদে প্রতিদিন কুনূতে নাযেলা পাঠ করা হয় এবং আমীরে জামা'আত আসন্ন মহা দুর্যোগ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

হেফাজতে ইসলামের অবরোধ কর্মসূচীতে পুলিশের নযীরবিহীন তাণ্ডব : স্তম্ভিত দেশবাসী

হাটহাজারী মাদরাসাকেন্দ্রিক অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম ১৩ দফা ইসলামী দাবী আদায়ের লক্ষ্যে লংমার্চ শেষে গত ৬ই এপ্রিল মতিঝিল শাপলা চত্বরে বিশাল সম্মেলন করে। অতঃপর সেখানে ঘোষিত ১ মাসের কর্মসূচি পালনের পর গত ৫ মে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি প্রদান করে। কর্মসূচিতে যোগদানের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কওমী মাদরাসার ছাত্রসহ সাধারণ ধর্মপ্রাণ লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢাকায় এসে জমায়েত হন। ঢাকা শহরের প্রবেশমুখে ছয়টি পয়েন্টে শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ শুরু হয়ে সেদিন সকাল থেকেই। সড়কপথে রাজধানী ঢাকাকে সারাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় সরকারের উদ্যোগে। দুপুরের দিকে সরকার হেফাজতকে শাপলা চত্বরে সমাবেশ করার অনুমতি দিলে হেফাজত কর্মীরা অবরোধ ছেড়ে দিয়ে দলে দলে মতিঝিল শাপলা চত্বর অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু পল্টন ও গুলিস্তান এলাকায় সরকারী দলের ক্যাডাররা মতিঝিলমুখী মিছিলসমূহকে বাধা দিলে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণ করতে গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় ৪/৫ জন হেফাজত কর্মী। আহত হয় আরো বহু সংখ্যক। বিকালের দিকে হঠাৎ করেই একদল ছদ্মবেশী পাঞ্জাবী-টুপি পরিহিত ব্যক্তি এসে পল্টন মোড় ও আশপাশের বিভিন্ন দোকান ও অফিসে আগুন লাগিয়ে দিতে থাকে। বিজয়নগর সড়কে আইল্যাণ্ডের গাছগুলো কেটে ফেলে। এই নারকীয় তাণ্ডব যে সম্পূর্ণ পূর্ব-পরিকল্পিত এবং হেফাজতের উপর দোষ চাপানোর হীন অপকৌশল ছিল, তা ভিডিও ফুটেজ দেখে সবাই নিশ্চিত হয়। যদিও বামপন্থী মিডিয়া সম্পূর্ণ মিথ্যা অপপ্রচার চালায়। সারাদিন টান টান উত্তেজনায় অতিবাহিত হওয়ার পর সন্ধ্যার মধ্যে হেফাজতের কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণার কথা থাকলেও পরবর্তীতে হেফাজতে ইসলাম দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত শাপলা চত্বরে অবস্থান গ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। রাত ৮টার দিকে হেফাজতের আমীর আল্লামা মুহাম্মাদ শফী সমাবেশ মঞ্চের দিকে অগ্রসর হওয়ার কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তাজনিত কারণে আবার লালবাগ মাদরাসাস্থ কার্যালয়ে ফিরে যান। এরপরই হেফাজত নেতারা সেখানে সকাল পর্যন্ত অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

হেফাজতের এই ঘোষণায় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে সরকার। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নেত্রী একদিন পূর্বে হেফাজতের কর্মসূচিতে প্রকাশ্যে সমর্থন দিলে সরকার প্রমাদ গুণতে থাকে। ফলে রাত ১০টার দিকে হেফাজতকে শাপলা চত্বর ত্যাগের জন্য সরকার আল্টিমেটাম দেয়। কিন্তু হেফাজত নেতারা তাদের অবস্থান বিন্দুমাত্র নড়চড় হবে না মর্মে ঘোষণা দিলে সরকার পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাবের সাড়ে সাত হাযার সদস্যকে মাঠে নামায় যুদ্ধংদেহী মূর্তিতে। অতঃপর রাত আড়াইটার দিকে বিদ্যুৎ বন্ধ করে চালানো হয় সেই পৈশাচিক আক্রমণ 'অপারেশন ফ্লাশআউট'। শাপলা চত্বরকে ৩ দিক থেকে ঘিরে এবং ১টি দিক খোলা রেখে সরকার ঘুমন্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত জনতার উপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। মুহুর্মুহু গুলি, সাউণ্ড গ্রেনেড, টিয়ার গ্যাস সেল ও গরম পানির হামলার মুখে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে শাপলা চত্বর খালি হয়ে যায়। পড়ে থাকে যত্রতত্র শত শত আহত-নিহত মানুষের রক্তাক্ত দেহ, আর বিক্ষোভকারীদের ফেলে যাওয়া স্যান্ডেল আর ব্যাগপত্র। শাপলা চত্বর তখন স্রেফ যুদ্ধবিধ্বস্ত রণাঙ্গন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাতের পরে সাধারণ জনগণের উপর কোন সরকারের এমন ভয়ংকর প্রাণঘাতি আক্রমণ নযীরবিহীন। পরবর্তীতে আত্মরক্ষার জন্য লুকিয়ে থাকা আলেম-ওলামা ও সাধারণ মানুষকে যেভাবে হাত উঁচু করে কিংবা কান ধরে বের করে নিয়ে আসা হয়, তা এদেশের ইতিহাসে এক জঘন্য ঘটনার অবতারণা করে। আলেম-ওলামাদের বেইজ্জতি করার এমন দুঃসহ দৃশ্য এ দেশে আর কখনো দেখা যায়নি। নিহতের সংখ্যা নিয়ে শুরু হয় এক নাটক। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়, ঐ রাতে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয় হাযার হাযার নিহত হয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশনের ময়লাবাহী ট্রাকে করে তুলে বহু লাশ গুম করে ফেলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও এমন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আল-জাযীরার অনুসন্ধানী রিপোর্টেও লাশ গুমের প্রামাণ্য চিত্র দেখানো হয়। স্বতন্ত্র সংস্থাসমূহের মতে এ ঘটনায় অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছে এবং অনেকের লাশ গুম করা হয়েছে।

পরদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সাথে জনগণের সংঘর্ষ হয় এবং হতাহত হয় বহু মানুষ। ঐ দিন বিকালে আল্লামা শফীকে জোরপূর্বক ঢাকা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং গ্রেফতার করা হয় হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরীকে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো রাত হিসাবে চিহ্নিত হল ৬ মে ২০১৩। দেশে দেশে মুসলিম নিধনের করুণ দৃশ্য দেখে এতদিন ব্যথিত হত এ দেশের মুসলমানরা। আজ নিজ দেশে সে দৃশ্য দেখে তারা স্তম্ভিত ও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। পুলিশী আতংকে দেশের মসজিদ-মাদরাসাসমূহ এখন নিরাপত্তাহীন। কওমী মাদরাসার কয়েক লক্ষ ছাত্র-শিক্ষক সহ সাধারণ দাঁড়ি-টুপিওয়ালারা মানুষ সদা সন্ত্রস্ত্র। কখন কাকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয় কিংবা রাস্তা-ঘাটে হেনস্থা করা হয় সেই ভীতিতে সবাই তটস্থ। সারা দেশে যত দ্রুততায় আন্দোলনটি সাড়া ফেলেছিল ততোধিক নিষ্ঠুরতা দিয়ে সন্ত্রাসী কায়দায় একে থামিয়ে দেয়া হল। এর মাধ্যমেই হয়ত থমকে গেল বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে গড়ে উঠা এই ইতিহাস সৃষ্টিকারী গণআন্দোলনটি। যদিও হেফাজত নেতারা পুনরায় পূর্ণ শক্তি নিয়ে আন্দোলন শুরু করার ঘোষণা দিয়েছেন।

সাভারে ভয়াবহ ভবন ধ্বস :

নিহতের সংখ্যা ১১২৭, আহত ২৫০০

গত ২৪শে এপ্রিল ঢাকার সাভারে ঘটে গেল ইতিহাসের ভয়াবহতম শিল্প দুর্ঘটনা। সাভার বাসস্ট্যাণ্ডের পাশে অবস্থিত ৯ তলা (৩৫ হাযার স্কয়ার ফিট) বিশিষ্ট রানা প্লাজা শতাধিক দোকান ও ৫টি গার্মেন্টসের সাড়ে তিন হাযার শ্রমিক-কর্মচারী নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়। ভবনধ্বসে এত করুণ ও হৃদয়বিদারক মানবিক বিপর্যয় দেশবাসী ইতিপূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। ঘটনার দু'দিন আগে উক্ত ভবনে ফাটল ধরায় সেদিন সকাল সাড়ে ৮-টা পর্যন্ত পোশাকশ্রমিকেরা আতঙ্কে ভবনে প্রবেশ করেননি। কিন্তু পোশাক কারখানার কর্তৃপক্ষ 'ভবনের কিছু হয়নি', 'কাজ না করলে চাকুরী থাকবে না' ইত্যাদি হুমকি-ধমকি দিয়ে কাজে যোগ দিতে শ্রমিকদের বাধ্য করে। ইতিমধ্যে সকাল পৌনে ৯-টার দিকে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর প্রত্যেক তলায় অবস্থিত জেনারেটরগুলো স্টার্ট নিলে পুরো বিল্ডিং কেঁপে ওঠে এবং মুহূর্তের মধ্যে এক একটি তলা ধ্বসে পড়তে থাকে। ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় রানা প্লাজা। ধূলোয় আচ্ছন্ন যায় আশপাশের এলাকা। তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় জনগণ উদ্ধারকার্য শুরু করে। পরবর্তীতে সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও রেডক্রিসেন্টের কর্মীরা উদ্ধার অভিযানে যোগদান করে। শুরু হয় জীবিত-মৃত উদ্ধারের শাসরুদ্ধকর অভিযান। ২০ দিনের (২৪ এপ্রিল হ'তে ১৩ মে) উদ্ধার অভিযানে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ২৪৩৮ জনকে এবং মৃত উদ্ধার করা হয়েছে ১১১৫ জনকে। হাসপাতালে মারা যাওয়া ১২ জন সহ মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১২৭। ভবনটির মালিক সোহেল রানা সহ ৫টি কারখানার সকল মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। রানা প্লাজা ট্রাজেডি বিশ্বের সমস্ত মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়। ২০০১ সালের ১১ই সেন্টারে (১/১১) নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র টুইন টাওয়ার ট্রাজেডীর পর ভবনধ্বসে নিহতের সংখ্যা সারাবিশ্বে এটাই সর্বোচ্চ। এছাড়া এই দুর্ঘটনা বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম শিল্পবিপর্যয় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

কিছু অলৌকিক ঘটনা :

নিজ হাতে নিজের হাত-পা কাঁটা, পানির অভাবে নিজ দেহে ক্ষত সৃষ্টি করে রক্ত পান করা, দু'পা উরু পর্যন্ত কেটে বের করা সহ বহু হৃদয়বিদারক ঘটনার জন্ম দিয়েছে সাভার ট্রাজেডী। এছাড়াও সেখানে কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। যেমন-

১. ঘটনার ১০০ ঘন্টা পর জীবিত বের করা হয় মাননিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাপক সাদিককে। তিনি জানান, তার পাশে তিনটি পানির বোতল ছিল। অল্প অল্প করে সেই পানি পান করে সাদিক নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন। সেই লোকগুলো বোতল ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য অনেকটা উন্মাদের মতো আচরণ করছিল। আতঙ্ক, ক্ষুধা আর অক্সিজেনের অভাবে মানুষ কিভাবে তিলে তিলে মরে, তা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

২. শাহীনার হৃদয়বিদারক মৃত্যু সাভার ট্রাজেডীতে দেশবাসীর হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া আরেকটি ঘটনা। ৩ দিন পর খুঁজে পাওয়া শাহীনা তার দেড় বছরের একমাত্র সন্তানকে দেখার জন্য বার বার বাঁচার আকুতি জানাচ্ছিল। উদ্ধারকারীরা দীর্ঘ ১৩ ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে শেষ মুহূর্তে সামান্য ভুলের জন্য অকুস্থলে আগুন ধরে যায়। ফলে স্বেচ্ছাসেবক উদ্ধারকর্মী ইঞ্জিনিয়ার এযায সহ কয়েকজন অগ্নিদগ্ধ হন। পরের দিন পুণরায় প্রচেষ্টা চালিয়ে শাহীনার মৃত লাশ উদ্ধার করা হয়। গুরুতর আহত ইঞ্জিঃ এযাযুদ্দীনকে সিঙ্গাপুর পাঠানোর পর তিনি সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

৩. বিস্ময়কন্যা রেশমা : ঘটনার ১৭ দিন পর জীবিত উদ্ধার হয় দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপযেলার কাশিগাড়ি গ্রামের মৃত আনছার আলীর ১৯ বছরের মেয়ে রেশমা। কয়েক পিস বিস্কুট ও কয়েক বোতল পানি খেয়ে এ দীর্ঘ সময় বেঁচে ছিলেন তিনি আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে। খোঁজ পাওয়ার পর পৌনে এক ঘণ্টাব্যাপী অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয় তাকে। এ সময় রানাপ্লাজার আশপাশে দেখা যায় অভুতপূর্ব দৃশ্য। হাযার হাযার মানুষ আল্লাহর কাছে দো'আ করছেন। কেউবা আনন্দে কাঁদছেন। তারপর যখন উদ্ধারকর্মীরা তাকে বাইরে বের করে আনলেন, আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হয়ে উঠল। মানুষ যেন আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল।

নতুন প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ

অনেক জল্পনা-কল্পনা শেষে দেশের ২০তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হ'লেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ সাবেক স্পীকার আব্দুল হামিদ। প্রেসিডেন্ট মো. জিল্লুর রহমান গত ২০ মার্চ ইন্তেকাল করার এক সপ্তাহ আগে থেকেই স্পীকার পদে অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। অবশেষে দীর্ঘ ৪২ বছর যাবৎ সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী মো. আবদুল হামিদই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করলেন। সংবিধান অনুযায়ী শপথ গ্রহণের দিন থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। ছাত্রজীবন থেকে আওয়ামী লীগ করে আসা এই নেতার অবস্থান দলের মধ্যে যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তা বুঝা যায়। তিনি সহজ-সরল, সদালাপী, কৌতুকপ্রিয়, সজ্জন ও বন্ধুবৎসল হিসাবে পরিচিত। প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি বলেন, এমন এক সময়ে আমি দায়িত্ব পাচ্ছি, যখন রাষ্ট্রের জন্য ক্রান্তিকাল চলছে। আল্লাহ জানেন কী করে ইয্যতের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করব'।

বিদেশ

গুয়ানতানামো বে কারাগারে বন্দীপিছু দৈনিক ব্যয় ২ লাখ টাকা

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল কারাগার বলা হচ্ছে গুয়ানতানামো বে কারাগারকে। কিউবায় অবস্থিত মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন এই কারাগারে বর্তমানে প্রত্যেক বন্দীর পিছনে বার্ষিক ব্যয় হচ্ছে ৯ লাখ ৩ হাযার ৬১৪ মার্কিন ডলার। এই হিসাবে বন্দীদের মাথাপিছু দৈনিক ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় আড়াই হাযার ডলারে। বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ ২ লাখ টাকা। বিশ্লেষকেরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তাব্যবস্থার কারাগারগুলোতে বার্ষিক ব্যয় হয় ৬০ থেকে ৭০ হাযার মার্কিন ডলার। আর সব ধরনের কারাগার মিলে গড়ে বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ৩০ হাযার ডলার। অন্যদিকে গুয়ানতানামো বে কারাগারের বার্ষিক ব্যয় ৯ লাখ ৩ হাযার ৬১৪ ডলার।

এক হিসাবে দেখা যায়, গুয়ানতানামো বে কারাগারে বন্দীদের জন্য বছরে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, সেই অর্থে যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গরাজ্যের বয়স্কদের খাবার সরবরাহ করা যায়। উল্লেখ্য, প্রায় ১১ বছর আগে জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলে কিউবায় স্থাপন করা হয় এই কুখ্যাত গুয়ানতানামো বে কারাগার।

সোমালিয়ায় দুর্ভিক্ষে ২ লাখ ৬০ হাযার মানুষের প্রাণহানি

২০১০ সালের অক্টোবর থেকে ২০১২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সোমালিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে শিশু ও নারীসহ প্রায় ২ লাখ ৬০ হাযার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। জাতিসংঘের নতুন এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য দেয়া হয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক প্রাণহানির মূল কারণ হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদাসীনতাকেই দায়ী করেছে সংস্থাটি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্রুত কোন পদক্ষেপ নিলে এ ধরনের মহাবিপর্যয় ঘটতো না বলে মনে করেন সংস্থাটির কর্মকর্তারা। পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে, সোমালিয়ার দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারিয়েছে দেশটির মোট জনসংখ্যার ৪.৬% মানুষ। এর মধ্যে ৫ বছরের নিচে ১০% শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ২০১১ সালের জুলাইয়ে দেশটি দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এরপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নড়েচড়ে বসলেও তার আগে তারা ছিল অনেকটাই নির্বিকার। ২০১০ সালে দেশটিতে প্রচণ্ড খরা দেখা দেয়ার পর বহু মানুষ অভুক্ত ছিল। তখন যথাযথ পদক্ষেপ নিলে দেশটিতে এ দুর্যোগ নেমে আসতো না। গত ২৫ বছরের ইতিহাসে দেশটিতে এটি অন্যতম ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ঘটনা বলে দাবী করেছেন গবেষকরা।

মালয়েশিয়ায় নির্বাচন : নাজীব রাযাক পুনরায় নির্বাচিত

গত ৫ মে অনুষ্ঠিত মালয়েশিয়ার ১৩তম জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে আবারও ক্ষমতাসীন হ'লেন ৫৬ বছর যাবৎ ক্ষমতাসীন বারিসান ন্যাশনাল ফ্রন্ট-এর প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী ড. নাযীব রাযাক। মোট ২২২টি আসনের মধ্যে ১৩৩টিতে জয়লাভ করেছে তাঁর দল। আশা করা হয়েছিল যে, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মাধ্যমে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আনোয়ার ইব্রাহীমের পাকতান রাকাইয়াত দল প্রথমবারের মত ক্ষমতায় আসবে এবং বদলে দিবে মালয়েশিয়ার ইতিহাস। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল সকল জল্পনা-কল্পনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করল। ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর শুরু হয় বারিসান ফ্রন্টের অগ্রযাত্রা। বলা যায়, বারিসান বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী শাসক জোট। মালয়েশিয়ার মতো একটি জটিল সমাজব্যবস্থায় এ ধরনের জোটের শাসন খুবই বিরল ঘটনা। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৭ সালের ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর কিং আবদুর রহমান এবং ১৯৮১ সাল থেকে আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি ড. মাহাথির মুহাম্মদের নেতৃত্বে বহু ধর্ম-বর্ণের মধ্যে যে সম্প্রীতি গড়ে উঠেছে তা এই নির্বাচনের পর কতটুকু অটুট থাকবে, তা নিয়েও দেশের অভিজ্ঞ মহল শঙ্কিত ছিলেন। অনেকে মনে করেছিলেন, বিরোধী জোট যদি নির্বাচনে জয়ী হয়, তাহ'লে দেশ বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ উভয় দলের নির্বাচনী প্রচারণা ছিল মারমুখো ও বিদ্বেষপূর্ণ। তবে নির্বাচনের ফলাফল সকলের মাঝে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে।

এক দেহে দুই প্রাণ: বিচিত্র জীবনের রূপকথার বাস্তবতা

একই দেহে দু'টি প্রাণ। যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা অ্যাবি ও ব্রিটানি হেনসেল। যমজ এ দুই বোনের বয়স ২৩ বছর। তবে অন্য যমজদের মতো তারা ভিন্ন শরীরের অধিকারী নয়। একই শরীর, কিন্তু মাথা দু'টি। শরীরের অভ্যন্তরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও জোড়ায় জোড়ায়। তাদের শরীরে রয়েছে দু'টি ফুসফুস, দু'টি হৃদযন্ত্র বা হার্ট, দু'টি পাকস্থলী, একটি লিভার ও একটি জননেন্দ্রিয়। ছোটবেলা থেকেই নিজেদের শরীরকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তা শিখেছে অ্যাবি ও ব্রিটানি। অ্যাবি শরীরের ডান অংশ ও ব্রিটানি বাম অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের দু'জনের শরীরের তাপমাত্রাও ভিন্ন। মজার ব্যাপার হ'ল, তাদের উচ্চতায়ও রয়েছে ভিন্নতা। অ্যাবির উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি ও ব্রিটানির উচ্চতা ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি। ভারসাম্য রক্ষায় ব্রিটানিকে পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়। দিব্যি ভালভাবে বেঁচে রয়েছে তারা। অন্য আর ১০ জনের মতো তারাও উচ্ছল ও তারুণ্যে ভরপুর। যমজ এ দুই বোন বেথেল ইউনিভার্সিটি থেকে দু'টি ভিন্ন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পর্যন্ত নিয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হিসাবে দু'বোনই এর মধ্যে তাদের নতুন ক্যারিয়ারের পথে হাঁটছে। তবে বেতনের ক্ষেত্রে খুব একটা পার্থক্য বোধ হয় থাকছে না। অ্যাবি বলেছিল, আমরা একজনের বেতন পাব। কারণ আমরা একজনের কাজ করতে পারি। তবে দু'জনের ভিন্ন ডিগ্রি থাকায় শিক্ষকতার ক্ষেত্রে দু'জনের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিই যে কাজে আসবে, তাতে তাদের কোন সন্দেহ নেই। ব্রিটানি বলেছিল, একজন পড়াবে ও আরেকজন ক্লাস মনিটরিং করবে ও শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাব দেবে। সে অর্থে আমরা একজনের চেয়ে বেশি কাজ করতে পারি। তাদের পসন্দ ও স্টাইলেও রয়েছে ভিন্নতা। ব্রিটানি উঁচু স্থানে উঠতে ভয় পায়। কিন্তু অ্যাবি নয়। অ্যাবির পসন্দের বিষয় গণিত ও বিজ্ঞান। ব্রিটানির পসন্দ শিল্পকর্ম। এভাবেই নানা বৈচিত্র্যে কাটে এ দুই যমজ বোনের প্রতিটি দিন। জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অ্যাবি ও ব্রিটানিকে বহুদূর নিয়ে যাবে এমন প্রত্যাশা আপনজনদের।

মুসলিম জাহান

১৪ বছর পর ৩য় বারের মত ক্ষমতায় আসছেন নওয়াজ শরীফ

পাকিস্তানে ঐতিহাসিক নির্বাচন

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান মুসলিম লীগ (এন) জয়লাভ করেছে। ২৭২ আসনের মধ্যে তার দল জিতেছে ১৩০টি আসনে। পাকিস্তানের ৬৬ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকার অপর একটি নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে যাচ্ছে। ৬৩ বছর বয়সী নওয়াজ শরীফ তৃতীয়বারের মতো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছেন। নির্বাচনে ইমরান খানের নবগঠিত দল পিটিআই পেয়েছে ৩৭টি আসন, শাসকদল জারদারির পিপিপি পেয়েছে ৩৫টি এবং অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছে ৭০টি আসন। বিজয় পরবর্তী ভাষণে নওয়াজ শরীফ বলেন, 'আল্লাহকে ধন্যবাদ যে তিনি পাকিস্তানের সেবার জন্য মুসলিম লীগকে আবারও সুযোগ দিয়েছেন।' উল্লেখ্য, পাকিস্তানের মজলিসে শূরার ২৭২টি আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাকি ৬০টি আসন নারী ও ১০টি আসন অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত। নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের অনুপাতে সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ করা হয়।

১০ বছরের মধ্যে বৃটেন মুসলিম প্রধান হবে

আগামী ১০ বছরের মধ্যে বৃটেন মুসলিম প্রধান দেশে পরিণত হবে। বৃটেনে খ্রিস্টানদের সংখ্যা দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়ায় এ অবস্থা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। ২০১১ সালের এক গবেষণার ফলাফল থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়েছে- আগামী দশকে বৃটিশ খ্রিস্টানরা নিজেদের একটি সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে পরিচয় দেবে। গবেষণা ফলাফলে আরো বলা হয়েছে, ৫৩ লাখেরও কম বৃটিশ এখন তাদেরকে খ্রিষ্টান হিসেবে পরিচয় দেয়। গত এক দশকে বৃটেনে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বাড়লেও খ্রিষ্টানদের সংখ্যা কমেছে শতকরা ১৫ ভাগ। অন্যদিকে গত এক দশকে বৃটেনে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৭৫ ভাগ এবং অভিবাসী হয়ে দেশটিতে গেছে প্রায় ছয় লাখ মুসলিম। যেখানে গড়ে ২৫ বছর বয়সী মুসলমানরাই ইসলাম ধর্ম পালন করে সবচেয়ে বেশি, সেখানে খ্রিষ্টানদের মধ্যে ৪৫ বছর বয়েসের লোকজন বেশি ধর্ম পালন করে। এদিকে, বৃটেনে নাস্তিকের সংখ্যাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। এ সংখ্যা গত এক দশকে বেড়েছে শতকরা ১০ ভাগ এবং ৬৪ লাখ ইংরেজ বলেছে- কোনো ধর্মে তাদের বিশ্বাস নেই। ন্যাশনাল সেক্যুলার সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক কিথ পোর্টিয়াস উড বৃটিশ দৈনিক টেলিগ্রাফকে বলেছেন, 'যে হারে বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে তা থামানো যাবে না।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কম দামে জ্বালানি সাশ্রয়ী গাড়ি নির্মাণ করতে চলেছে বুয়েটের পাঁচ শিক্ষার্থী

বুয়েটের পাঁচ শিক্ষার্থী সম্প্রতি 'নাইপটা-৮' নামের এক গাড়ির মডেল উদ্ভাবন করেছে। জ্বালানীসাশ্রয়ী কিন্তু অধিক গতি সম্পন্ন এ মডেলটি উদ্ভাবন করে ইতিমধ্যে তারা স্বীকৃতিও লাভ করেছে। বুয়েট ও জাইকার আয়োজিত 'ইকোরান বাংলাদেশ ২০১৩' শীর্ষক এক প্রতিযোগিতায় নাইপটা-৮ অর্জন করেছে চ্যাম্পিয়নের পুরস্কার। গাড়িটির বৈশিষ্ট্য হ'ল, এর বডি তৈরি করা হয়েছে স্টেইনলেস স্টিলের ফাঁপা পাইপ দিয়ে। চেসিজ তৈরিতে অ্যালুমিনিয়ামের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে গ্যালভানাইজিং মাইল্ড স্টিল। এসব উপাদান আমাদের দেশে স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায় বলে এই গাড়ির উৎপাদন খরচ কম হবে। আর ইঞ্জিন হিসাবে যেহেতু ব্যবহার করা হয়েছে মোটরবাইকের ইঞ্জিন, তাই জ্বালানি খরচ হবে কম। কিন্তু ঘণ্টায় অন্যান্য গাড়ির তুলনায় এই গাড়ি পাড়ি দেবে বেশি পথ। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা আশা করে তারা বলেন, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশকে আর উচ্চমূল্যে কর দিয়ে বিদেশ থেকে গাড়ি আমদানি করতে হবে না। দেশেই তৈরী হবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উন্নত মানের গাড়ি।

কাগজেই টাচস্ক্রিন আনলো ফুজিৎসু

টাচস্ক্রিন হিসেবে কাগজ ব্যবহারের নতুন এক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে জাপানের অন্যতম শীর্ষ প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা ফুজিৎসু। এই নতুন প্রযুক্তি শুধু কাগজে নয়, যে কোনো অসমতল পৃষ্ঠেও কাজ করবে। ফুজিৎসুর গবেষক টাইচি মুরাসি জানিয়েছেন, এই প্রযুক্তিতে আলাদাভাবে তৈরি কোনো হার্ডওয়্যার ব্যবহার করা হয়নি। এতে ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ ওয়েবক্যাম আর সহজলভ্য প্রজেক্টর। একে কাগজ থেকে শুরু করে সমতল এবং অসমতল যে কোনো পৃষ্ঠা টাচস্ক্রিন হিসেবে ব্যবহারের ক্ষমতা দেয় এর ইমেজ প্রসেসিং প্রযুক্তি। ২০১৪ সাল নাগাদ এই প্রযুক্তি বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন তারা।

ত্রিমাত্রিক লেজার ক্যামেরা

লেজারের মাধ্যমে দূর থেকে ত্রিমাত্রিক ছবি তোলা যায়, এমন একটি ক্যামেরা তৈরি করেছেন স্কটল্যান্ডের গবেষকেরা। এটি এক কিলোমিটার দূর থেকে নিখুঁতভাবে ত্রিমাত্রিক ছবি তুলতে পারবে। স্কটল্যান্ডের হ্যারিয়ট-ওয়াট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা ক্যামেরাটি তৈরি করতে যে লেজার প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন, তা কোন বস্তু স্ক্যান করতে ব্যবহার করা হয়। ক্যামেরাটির কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষকেরা বলেন, ক্যামেরা থেকে পাঠানো লেজার দূরের বস্তুতে লেগে আবার ফিরে আসে। আলোর বেগে এটি কাজ করে। তবে এই লেজার ক্যামেরা মানুষের ত্বক শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই বর্তমানে এটি যানবাহনের ছবি তুলতে ব্যবহার করা হচ্ছে। লেজার ক্যামেরা বস্তুর প্রতি মিলিমিটার পর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সাভার ট্রাজেডীতে দুর্গতের সাহায্যার্থে 'আন্দোলন'

সাভার, ঢাকা ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বেলা ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে সাভারের বিধ্বস্ত রানা প্লাজায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এই কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফরীদ হোসাইন, লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ছফিউল্লাহ খান, নীলফামারী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুর রহমান, 'সোনামণি' নরসিংদী যেলা পরিচালক ইসহাক আলী প্রমুখ। এছাড়া সঙ্গে ছিলেন সাভার উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আশরাফুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক ডা. আব্দুল জব্বারসহ উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ। মুহতারাম আমীরে জামা'আত এ সময় এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাভার উপযেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জাতীয় পঙ্গু হাসপাতালে আহতদের অবস্থা ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং তাদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করেন। এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. এনামুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে আমীরে জামা'আত আহতদের জন্য এনাম মেডিকেলের নিঃস্বার্থ খেদমতের প্রশংসা করেন ও বিশেষভাবে দো'আ করেন। এছাড়াও তিনি তাদের মেডিকেল ফাণ্ডে নগদ অর্থ প্রদান করেন। তিনি এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, বিধ্বস্ত রানা প্লাজার স্থলে কোন স্মৃতিস্তম্ভ বা মসজিদ নয়, বরং অনুরূপ আরেকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হোক এবং এর সম্পূর্ণ মালিকানা নিহত ও আহত শ্রমিকদের পরিবারকে দেয়া হোক।

রাজাসন, সাভার, ঢাকা ১ মে বুধবার : অদ্য বেলা ১১-টায় সাভার থানার রাজাসন কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক তাবলীগ সম্পাদক ও উক্ত মসজিদের ইমাম জনাব আব্দুল কুদ্দূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ ও ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুমায়ন কবীর প্রমুখ। সমাবেশে সাভার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও সুধীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

যুবসংঘ

কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ

মোহনপুর, রাজশাহী ১৯ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর যেলার উদ্যোগে কেশরহাট হাইস্কুল মিলনায়তনে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-উত্তর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাকীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, ধুরইল উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা এবং যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে যেলার বিভিন্ন উপযেলা, এলাকা ও শাখার কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

নলডাঙ্গা, নাটোর ৩ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর যেলার উদ্যোগে নলডাঙ্গা উপযেলাধীন ব্রক্ষপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নাটোর যেলা সহ-সভাপতি বুলবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী এবং যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক সেলীমুদ্দীন। সমাবেশে যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন।

রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০ মে শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোমস্তাপুর থানাধীন রহনপুরের জালিবাগান হাফেযিয়া ও ইসলামিয়া মাদরাসায় এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুখতার বিন আব্দুল কাইউমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, বর্তমান সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল বারী। দিনব্যাপী এই সমাবেশে যেলার বিভিন্ন উপযেলা, এলাকা ও শাখা 'যুবসংঘ'-এর কর্মী ও সুধীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মারকায সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকে ২০১৩ সালের দাখিল পরীক্ষায় মোট ২৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৩ জন জিপিএ ৫ (গোল্ডেন এ+), ৬ জন 'এ+' এবং বাকি ১৪ জন 'এ' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়া সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরার ১৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ জন 'এ+' এবং বাকি ১০ জন 'এ' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

সোনামণি

(একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৩

প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. অর্থসহ বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও হাদীছ মুখস্থকরণ।

✪ কুরআন তেলাওয়াত : (ক) সূরা ফাতিহা (খ) সূরা নাস (গ) সূরা ফালাক (ঘ) সূরা ইখলাছ (ঙ) সূরা কাফেরূন। (অনুবাদ : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই থেকে)।

✪ হাদীছ মুখস্থকরণ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

২. আক্বীদা : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত আক্বীদা বিষয়ক ২৭ টি প্রশ্নোত্তর)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

ক. সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (৫১-১০০ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (৫১-৯৫ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী) এবং কবিতা (সোনামণির ইচ্ছা)।

খ. সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান (চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ) এবং সংগঠন বিষয়ক।

৪. সোনামণি জাগরণী (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী)।

৫. ছবি অংকন : মহান আল্লাহ্‌র অনন্য সৃষ্টি পাহাড়, ঝর্ণা, অপরূপ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী (প্রাণী বিহীন)।

৬. আবশ্যকীয় বিষয় : 'পবিত্রতা' ও 'ছালাত' সম্পর্কীয় দো'আ সমূহ (নির্বাচিত গ্রন্থ : **সোনামণিদের ছহীহ দো'আ শিক্ষা** (পৃষ্ঠা ৭-১৩ পর্যন্ত)।

প্রতিযোগীদের জ্ঞাতব্য :

১. প্রতিযোগিতার বিষয়াবলীর ক্রমিক নং ১, ২, ৪ ও ৬ বিষয় মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

২. কোন প্রতিযোগী 'আক্বীদা' সহ ৩টির অধিক বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার পূর্ণমান হবে ১০০। তন্মধ্যে উন্মুক্ত বিষয়ে ৭৫ ও আবশ্যকীয় বিষয়ে ২৫নম্বর প্রদান করা হবে। (উল্লেখ্য যে, মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাগুলোতে তিনজন বিচারকের প্রত্যেকে আলাদাভাবে পূর্ণমান ২৫ এর মধ্যে নম্বর প্রদান করবেন)।

৪. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (তৃতীয় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** (প্রথম সংস্করণ) ও **সোনামণিদের ছহীহ দো'আ শিক্ষা** বই সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' ও স্ব স্ব যেলা পরিচালক **'সোনামণি'**-এর 'সুফারিশপত্র' সঙ্গে আনতে হবে।

৫. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৬. শাখা, এলাকা, উপযেলা, মহানগরী ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ দিবেন।

৭. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন বিচারক মনোনীত হবেন।

৮. বয়স প্রমাণের জন্য প্রত্যেক সোনামণিকে স্ব-স্ব জন্ম নিবন্ধনের ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে (যদি থাকে)।

৯. ক্রমিক নং ৫-এর ছবি অংকনের জন্য আর্ট পেপারসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে এবং যেলার বাছাইকৃত তিনজনের তিনটি ছবি সাথে আনতে হবে।

১০. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদেরকে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র ও শুধুমাত্র আর্ট পেপার কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহ করা হবে; তবে অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

১১. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ২০ (বিশ) টাকা পরীক্ষার ফি প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১২. স্ব স্ব শাখা, এলাকা, উপযেলা, মহানগরী ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা এলাকায়, এলাকা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১৪. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৫. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হবে।

প্রতিযোগিতার তারিখ :

১	স্ব স্ব শাখায় : ৬ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮টা)।	৩	স্ব স্ব যেলায় : ২০ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮টা)।
২	স্ব স্ব উপযেলায় : ১৩ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮টা)।	৪	কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে : ৩ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩ টা)।

উল্লেখ্য যে, শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

✪ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী কেন্দ্রীয় প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা পরিচালক 'সোনামণি' বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।

আয়োজনে : সোনামণি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (৩য় তলা), নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) : 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর' কেবল এই শ্লোগান দিলেই কি দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে? না দ্বীন কায়েমের জন্য আরো কিছু করণীয় আছে? বুলেট বা ব্যালট ব্যতীত কেবল দাওয়াতের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা আছে কি?

-মুনীর হায়দার
মধ্য বাসাবো, ঢাকা।

উত্তর : উপরোক্ত শ্লোগানটি যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ যে দাওয়াত নিয়ে আগমন করেছিলেন, তারই প্রতিধ্বনি। সকল নবী-রাসূলই দুনিয়াতে এসেছিলেন এই দাওয়াত নিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বেঁচে থাকো *(নাহল ১৬/৩৬)*। নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর যাবৎ দাওয়াত দিয়ে মাত্র ৪০ জন অনুসারী পেয়েছিলেন। ক্বিয়ামতের দিন কোন নবী উম্মতশূন্য, কেউ একজন, কেউ দু'জন উম্মত নিয়ে হাযির হবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৬)*। দ্বীনকে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কোন নবী দাওয়াত দেননি। বরং মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই তারা দাওয়াত দিয়ে গেছেন। বুলেট ও প্রচলিত ব্যালট পদ্ধতি দু'টিই নবীদের আদর্শের বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা জোরপূর্বক দাওয়াত গ্রহণ করানো থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২৫৬; গাশিয়া ৬৮/২২)*। শরী'আত প্রদর্শিত বৈধ পন্থায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সকলের ঈমানী দায়িত্ব। ফলাফলের মালিক আল্লাহ। 'খেলাফত' ইসলামী জীবন-যাপনের সহায়ক মাধ্যম মাত্র, কখনোই অপরিহার্য অঙ্গ নয়। যে নে'মত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদেরকে দান করার ওয়াদা করেছেন *(নূর ২৪/৫৫)*। তা অর্জনের জন্য কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বনের সুযোগ নেই। দেশে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য অহি-র বিধান অনুসরণের গুরুত্ব এবং তা অনুসরণ না করলে পরকালীন জীবনের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা ওলামায়ে কেরামের প্রধান দায়িত্ব। সেই সাথে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতির কল্যাণকারিতা বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যাতে জাতি ক্ষমতার লড়াইয়ে আপোষে মারামারি ও হানাহানি থেকে বেঁচে যায়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' একনিষ্ঠভাবে সে কাজটিই করে যাচ্ছে। আল্লাহ কবুল করলে কেবল বাংলাদেশেই নয় সমগ্র পৃথিবীতে একদিন অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ *(বিস্তারিত দ্রঃ 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বই)*।

প্রশ্ন (২/৩২২) : আমি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করছি। কিন্তু তার অধিকাংশই নিজে পালন করতে পারি না। অথচ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যা কর না তা বল কেন?'। এক্ষণে আমি কি দাওয়াত থেকে বিরত থাকব?

-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : নিজে সৎকাজ করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা যেমন ওয়াজিব, তেমনি অপরকে সৎকাজের উপদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও ওয়াজিব। প্রকৃত মুসলিমের জন্য উভয়টিই পরিপূর্ণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। একটি ওয়াজিব পালন করতে না পারলে আরেকটি ওয়াজিব ত্যাগ করা যাবে না। সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ) বলেন, 'মানুষ যদি নিজে করতে না পারার কারণে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা থেকে বিরত থাকত, তাহ'লে সৎ-অসৎ কাজের আদেশ-নিষেধকারী খুঁজে পাওয়া যেত না' *(আলোচনা দ্রঃ ইবনু কাছীর, বাক্বারাহ ৪৪ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। আল্লাহ্র বাণী, 'তোমরা যা কর না তা বল কেন?'-এর ব্যাখ্যা হ'ল, এখানে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদেরকে অন্যকে উপদেশ দানের পরও নিজেরা না করার কারণে তিরস্কার করেছেন, অন্যকে উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেননি। বরং ন্যায়ের আদেশ দেওয়া প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব। তবে অন্যকে উপদেশ দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজে না করলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে *(বুখারী হা/৩২৬৭, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯)*।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : জমি বিক্রয়ের বায়নাচুক্তির পর জমি না দিয়ে কয়েক বছর পর উক্ত বায়নামূল্য ফিরিয়ে দিতে চাইলে, ক্রেতা তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ক্রেতার জীবদ্দশায় তার সন্তানরা তা ফিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে। এক্ষণে ক্রেতার অস্বীকৃতি সত্ত্বেও সন্তানরা তা নিলে বিক্রেতা কি তার পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে?

-আনোয়ারুল হক
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে বিক্রেতা গুনাহগার হবে। চুক্তি ক্রেতার সাথে সম্পন্ন হওয়ার কারণে এক্ষেত্রে ক্রেতার অসম্মতিতে তার সন্তানদের কোন পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই বিক্রেতার জন্য কর্তব্য হবে, ক্রেতাকে অঙ্গীকার অনুযায়ী জমি প্রদান করা। তবে ক্রেতা যদি সন্তুষ্টচিত্তে বায়না ফেরত নিতে রাযী হয়, তাহলে তা ফেরত দিয়ে বিক্রেতা গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরা ১৭/৩৪)*।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : সুন্নাত ছালাতের ক্বাযা আদায় করতে হবে কি? না করলে গুনাহগার হতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ মিধু মণ্ডল
মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তর : সুন্নাত ছালাতের ক্বাযা আদায় করাও সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) সুন্নাত ছালাতের ক্বাযা আদায় করেছেন এবং অন্যকে সম্মতিও দিয়েছেন *(আবূদাঊদ হা/১২৬৭, বুখারী, 'ছালাতের ওয়াক্তসমূহ' অধ্যায়, ৩৩ অনুচ্ছেদ)*। তবে অবজ্ঞা না করে অলসতা বা কোন কারণ বশতঃ সুন্নাত ছেড়ে দিলে গুনাহগার হবে না। কারণ এটা অতিরিক্ত ছালাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬)*।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : সীরাতে ইবনে ইসহাকে রয়েছে, 'রাসূল (ছাঃ) মক্কাবিজয়ের সময় কা'বাগৃহে প্রবেশ করে ৩৬০টি মূর্তি ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। কিন্তু একটিতে মারিয়াম (আঃ)-এর ছবি অঙ্কিত ছিল। তাই তা মুছতে নিষেধ করেন। এ কাহিনীর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নযরুল ইসলাম খান
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

উত্তর : আযরক্বী তার 'আখবারু মাক্কাহ' গ্রন্থে *(১/১৩০)* এ মর্মে চারটি 'আছার' বর্ণনা করেছেন, যার সবগুলিই মুনকার, যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী। ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) যখন বায়তুল্লাহর মধ্যে ছবি দেখলেন তখন তিনি সেগুলো মুছে ফেলার নির্দেশ দেন। তা না মোছা পর্যন্ত তিনি প্রবেশ করেননি *(বুখারী হা/৩৩৫২)*।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : **জনৈক আলেম বলেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নূর দ্বারাই চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?**

-তরীকুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

উত্তর : এ বক্তব্য ভিত্তিহীন। এ মর্মে যেসব বক্তব্য সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে, তা বিভ্রান্ত ছূফীদের কল্পিত বক্তব্য। কুরআন ও হাদীছে এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : **প্রস্রাব করে পানি নেওয়ার পরে জামায় প্রসাব লেগে গেলে, বাসা থেকে জামা পরিবর্তন করে ছালাত আদায় করি। কিন্তু বাইরে এই সমস্যা হ'লে করণীয় কি? অনেকে এজন্য ছালাত ক্বাযা করে। এটা কি ঠিক?**

-ইমরান হোসাইন
ধামরাই, ঢাকা।

উত্তর : যে অংশে প্রস্রাব লাগবে শুধুমাত্র সে অংশটুকু ধুয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। জামা পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। আর যদি ধোয়া সম্ভব না হয়, তাহ'লে উক্ত ছালাতের ওয়াক্তের মধ্যেই পোষাক পরিবর্তন করতে হবে। সম্ভব না হ'লে উক্ত পোষাকেই ছালাত আদায় করতে হবে, কোনক্রমেই ক্বাযা করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা অপবিত্র অবস্থায় পানি না পেলে পরবর্তীতে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন *(নিসা ৪/৪৩)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। কিন্তু সমাজের প্রয়োজনে মসজিদের বারান্দা বা বাইরে ইসলামী বই বিক্রয় করতে হচ্ছে। এর সাথে রূযীর বিষয়ও রয়েছে। এক্ষণে এটি শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আব্দুল্লাহ নাছের, রাজশাহী।

উত্তর : ব্যবসার উদ্দেশ্যে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নয়। আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৭৩২)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে তখন বলবে, আল্লাহ যেন আপনার ব্যবসায় লাভ না দেন *(তিরমিযী, ইরওয়া হা/১২৯৫)*। তবে ইসলামী বই-পুস্তক জুম'আর দিন মসজিদের বারান্দার বাইরে বিক্রয় করতে বাধা নেই। কেননা এটি দ্বীনের দাওয়াতের একটি অংশ।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) : আল্লাহ তা'আলা সাত আসমান ও সাত যমীন সৃষ্টি করেছেন। তাহ'লে কি আরো ছয়টি পৃথিবী বিদ্যমান রয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীছ থেকে কিছু জানা যায় কি?

-আবু তাহের
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা সাত আসমান ও সাত যমীন সৃষ্টি করেছেন *(তালাক ১২)*, তা বিদ্যমান রয়েছে এবং ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাতটি যমীন চাপিয়ে দিয়ে জমি জবর দখলকারীদেরকে শাস্তি দিবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮)*। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা যমীনের সাতটি স্তরকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনে আসমানকে 'দুখান' বলা হয়েছে *(হা-মীম সাজদাহ ১১, দুখান ১০)*। যার অর্থ ধূম্রকুঞ্জ। অতএব আমাদের কেবল এটুকুতেই বিশ্বাস রাখতে হবে। অন্য আয়াতে 'কঠিন সপ্তস্তর' *(নাবা ১২)* বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐসব আসমানের গঠন-প্রকৃতি এমন, যা ভেদ করা কঠিন ও দুরূহ। আমরা কেবল আসমানের নীচের স্তরটিই দেখতে পাই, যাকে কুরআনে 'সুরক্ষিত ছাদ' *(আম্বিয়া ৩২)* বলা হয়েছে।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) : আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে দেখতে পাবে না। তাহ'লে আদম (আঃ) কি আল্লাহকে দেখেছিলেন?

-শহীদুল্লাহ
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তর : আদম (আঃ) আল্লাহকে দেখেছেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। আল্লাহর উপরোক্ত বাণী অনুযায়ী দুনিয়াতে কেউই আল্লাহকে দেখতে পাবে না। তিনি নবী হৌন বা অন্য কেউ হোক। কোন নবী-রাসূল থেকেই এটা প্রমাণিত হয়নি যে, তারা আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছেন। রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং আল্লাহকে দেখেননি। বরং তাঁর 'নূর' দেখেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৯)* এবং একবার ফজরের পূর্বে তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলেন *(তিরমিযী হা/৩২৩৪-৩৫, মিশকাত হা/৭২৫, ৭২৬,*

৭৪৮)। আখেরাতে নবী-রাসূলগণ সহ প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি আল্লাহকে দেখতে পাবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৫)*।

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : হারাম বস্তু বা যেসব বস্তু মানুষ গোনাহের কাজে ব্যবহার করে তা নিজস্ব বা অন্যের দোকানে চাকুরী নিয়ে বিক্রি করা শরী'আত সম্মত কি?

-মুশতাক আহমাদ
জোহান্সবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা।

উত্তর : নিজের দোকানে হোক বা অন্যের দোকানে হোক কোন হারাম বস্তু বিক্রি করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিস হারাম করেন তখন তা বিক্রি করাও হারাম' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৩৮)*। এছাড়াও তা পাপের কাজে সহযোগিতা করার শামিল। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২)*। আল্লাহকে ভয় করে এরূপ অন্যায় কাজ ছেড়ে দিলে তিনি হালাল রূযীর ব্যবস্থা করবেন ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য পথ খুলে দেন এবং এমন রূযী দান করেন, যা সে কল্পনাও করেনি *(তালাক ৬৫/৩)*।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : স্ত্রী ঘটনাক্রমে হারিয়ে গেলে তার বোনকে বিবাহ করি। অনেক দিন পর উক্ত স্ত্রী ফিরে আসলে এক্ষণে করণীয় কি?

-মুছলেহুদ্দীন
তা'মীরুল মিল্লাত মাদ্রাসা, ঢাকা।

উত্তর : হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী ফিরে না আসার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার পূর্বে তার আপন বোনকে বিবাহ করা শরী'আত সম্মত হয়নি। বরং উচিত ছিল অন্য কোন মেয়েকে বিবাহ করা। যাতে পূর্বের স্ত্রী ফিরে আসলে উভয়কেই স্ত্রী হিসাবে রাখতে পারে। যেহেতু দুই বোনকে এক সঙ্গে স্ত্রী হিসাবে রাখা যাবে না *(নিসা ২৩)*, সেহেতু তার প্রথমা স্ত্রীকে রেখে দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। সন্তান হয়ে থাকলে সে তার পিতার সাথে সম্পৃক্ত হবে। তবে মায়ের সাথেও থাকতে পারে।

প্রকাশ থাকে যে, নিখোঁজ স্বামীর ক্ষেত্রে ৪ বছর অপেক্ষা করার পর কোন সন্ধান পাওয়া না গেলে স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে মর্মে যে বিধান রয়েছে, নিখোঁজ স্ত্রীর বোনের ক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্রয়োগ করা জায়েয হবে না। কেননা বিষয়টি হারাম-এর সাথে সম্পৃক্ত।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : ছালাতে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে মহিলাদের দু'পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে কি?

-শিহাব, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ছালাতে নারী ও পুরুষ সকলকেই স্ব স্ব কাতারে পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আমাদেরকে কাতার সোজা করে নেওয়ার জন্য বলতেন, তখন আমরা পরস্পরে কাঁধের সাথে কাঁধ পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতাম' *(বুখারী ১/২১৯ পৃঃ হা/৭২৫ 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৭৬)*। রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- 'তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী হা/৬৩১)*। নারী-পুরুষ সকল মুছল্লী এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়ানো সম্পর্কে বুখারীতে সা'দ বিন মু'আয সম্পর্কিত যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুনীরুল ইসলাম
ফুলবাড়িয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তর : যারা সম্মানার্থে দাঁড়ানোর পক্ষে মতামত পেশ করেন, তারা সা'দ ইবনু মু'আযের উক্ত হাদীছটি দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। তারা উক্ত হাদীছের শেষ অংশ قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ -এর অর্থ করেন, 'তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও'। উক্ত ব্যাখ্যা বেশ কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমতঃ উক্ত হাদীছটি মুসনাদে আহমাদে ছহীহ সূত্রে বর্ধিত আকারে এসেছে। قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكم فَأَنْزِلُوْه 'তোমরা তোমাদের নেতার দিকে এগিয়ে যাও এবং তাঁকে (গাধা হ'তে) নামিয়ে নাও' *(আহমাদ হা/২৫১৪০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭)*। এতে বুঝা যায় যে, অসুস্থ সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-কে গাধার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করার জন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্যই হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বর্ধিত অংশটুকু উল্লেখ করে বলেন, هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَخْدِشُ فِى الْاِسْتِدْلَال بِقِصَّةِ سَعْدٍ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ الْقِيَامِ الْمُتَنَازَعِ فِيْهِ অর্থাৎ 'এই বর্ধিত বর্ণনাটুকু সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) সংশ্লিষ্ট বিবরণ দ্বারা বিতর্কিত ক্বিয়াম বা সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়াকে শরী'আতের দলীল সাব্যস্ত করার দাবীকে নাকচ করে দিয়েছে' *(ফাৎহুল বারী ১১/৬০-৬১ পৃঃ, হা/৬২৬২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

দ্বিতীয়তঃ তিনি অসুস্থ ছিলেন। ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যার সাথে যুদ্ধের সময় তিনি তীরের আঘাত পেয়েছিলেন। আর যখমী অবস্থায় তিনি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নামতে সাহায্য করার নির্দেশ দেন।

তৃতীয়তঃ ব্যাকরণগত দিক থেকেও তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি সম্মানার্থে দাঁড়াতে বলতেন তাহ'লে বলতেন, قُوْمُوْا لِسَيِّدِكُمْ 'তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও'। কারণ আরবী ব্যাকরণ মতে, قيام শব্দের صله বা সম্বন্ধ যখন إلى আসে, তখন তা সহযোগিতা অর্থে আসে। আর যখন ل আসে, তখন তা সম্মান অর্থে আসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর নির্দেশে إلى সম্বন্ধপদ প্রয়োগ করেছেন। অতএব এর অর্থ হবে, 'তোমরা তোমাদের নেতার সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হও' *(মিরক্বাতুল*

মাফাতীহ ৯/৮৩ পৃঃ)। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৬৭-এর ব্যাখ্যা)।

ইসলামী শরী'আতে কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো বা দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা নাজায়েয। এটি একটি জাহেলী প্রথা, যা বর্জন করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এতে আনন্দ পায় যে, লোকজন তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নিল' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৯৯ সনদ ছহীহ, 'ক্বিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিলেন না। অথচ তারা কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখে দাঁড়াতেন না *(তিরমিযী হা/২৭৫৪; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৮)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : সাপ বা যে কোন ক্ষতিকর প্রাণী থেকে বাঁচার জন্য কোন দো'আ আছে কি?

-খুরশিদুল ইসলাম
সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : যে কোন প্রাণীর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করতে হবে। আ'ঊযু বি কালিমা-তিল্লাহিত তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব' 'আমি আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের মাধ্যমে সেই সবের ক্ষতি থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেগুলি তিনি সৃষ্টি করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ সমুহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : জনৈক আলেম বললেন, মানুষের মাথা, কান ও গালে আঘাত করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। এক্ষণে স্কুল শিক্ষকগণ এরূপ করলে ছাত্রদের করণীয় কি?

-মুছলেহুদ্দীন
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ) চেহারায় আঘাত করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/২৫৫৯, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৫)*। ইবনু হাজার বলেন, সব ধরনের শাস্তি বা হদ উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত *(ফাৎহুল বারী ৫/১৮৩)*। এক্ষণে স্কুল শিক্ষকগণ এরূপ করলে ছাত্ররা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকটে অভিযোগ করবে এবং কর্তৃপক্ষ সকল শিক্ষককে এ ব্যাপারে সতর্ক করবেন।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : মাই টিভির ইসলামী অনুষ্ঠানে জনৈক মাওলানা বললেন, একদা আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহে একগ্লাস পানি পেয়ে তা খেয়ে ফেললে রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটি তো আমার প্রস্রাব। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমি জীবনে যত শরবত খেয়েছি, এটি তার মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি ও সুগন্ধিযুক্ত।' এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

-শফীকুর রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যটি বানোয়াট। তবে কাছাকাছি মর্মে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যা যঈফ। এ বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর আযাদকৃত দাসী উম্মে আয়মন বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদিন রাতে গৃহকোণে রাখা একটি মাটির পাত্রে পেশাব করেছিলেন। পিপাসার কারণে আমি অজান্তে পেশাবটি পান করে নেই। পরের দিন সকালে তিনি আমাকে উক্ত পেশাব ফেলে দিতে বললে আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি তো সেটা পান করে নিয়েছি। একথা শুনে তিনি হেসে ফেললেন এবং বললেন, যাও তুমি আর কখনো পিপাসিত হবে না *(ত্বাবারাণী, হাকেম ৪/৭০, হা/৬৯১২)*।

উক্ত হাদীছটি দু'টি কারণে যঈফ : (১) উম্মে আয়মন ও তাঁর থেকে বর্ণনাকারী নুবায়েহ আল-উনাযীর মাঝে সাক্ষাত না হওয়া (২) সনদে আবু মালিক আন-নাখঈ নামক বর্ণনাকারী নিতান্ত যঈফ। ইমাম নাসাঈ, আবু হাতেম, ইবনু হাজার সহ সকলেই তাকে যঈফ বলেছেন *(তালখীছুল হাবীর ১/১৭১)*। এরূপ আরেকটি ঘটনা ত্বাবারাণী কাবীর ও বায়হাক্বী সুনানুল কুবরায় বর্ণিত হয়েছে, সেটিও যঈফ।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : জুম'আর দিনে দুই আযান দেওয়া কি বিদ'আত? এটা হযরত ওছমান (রাঃ) প্রবর্তিত সুন্নাত নয় কি? যদি বিদ'আত হয়ে থাকে তবে দুই হারামে এটি অনুসৃত হওয়ার কারণ কি?

-আবুবকর
মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ জুম'আর দিনে মূল আযানের পূর্বে আরো একটি আযান দেয়ার নিয়ম ওছমান (রাঃ) চালু করেছিলেন। মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদে নববীর অদূরে 'যাওরা' নামক বাজারে তিনি এ আযান দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে উক্ত আযান শুনে লোকেরা যথাসময়ে মসজিদে উপস্থিত হ'তে পারে। সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, জুম'আর দিন রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর-এর যুগে যখন ইমাম মিম্বরে বসতেন তখন প্রথম আযান দেয়া হ'ত। অতঃপর যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন ওছমান (রাঃ) যাওরাতে দ্বিতীয় আযান বৃদ্ধি করেন *(বুখারী হা/৯১২, 'জুম'আহ' অধ্যায়; তিরমিযী হা/৫১৬)*। খলীফার এই হুকুম ছিল স্থানিক প্রয়োজনের কারণে একটি সাময়িক রাষ্ট্রীয় ফরমান মাত্র। সেকারণ মক্কা, কূফা ও বছরা সহ ইসলামী খেলাফতের বহু গুরুত্বপূর্ণ শহরে এ আযান তখন চালু হয়নি। হযরত ওছমান (রাঃ) এটাকে সর্বত্র চালু করার প্রয়োজন মনে করেননি বা উম্মতকে বাধ্য করেননি। তাই সর্বদা সর্বত্র চালু করার পিছনে কোন যুক্তি নেই।

অতএব তিনি যে কারণে দ্বিতীয় আযান যাওরাতে চালু করেছিলেন, সে কারণ এখনও থাকলে তাকে নাজায়েয কিংবা বিদ'আত বলা যাবে না। কিন্তু উক্ত কারণ যদি না থাকে, তাহ'লে বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে *(বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ১৯৪-১৯৬)*।

মসজিদের ভিতরে দাঁড়িয়ে মাইকে ডাক আযান দিয়ে তাকে ওছমানী সুন্নাত দাবী করা নিতান্তই অনুচিত। হারামাইনে দুই আযান একই স্থানে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দেওয়া হয়। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং ওছমান (রাঃ)-এর নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আর সুন্নাত পরিপন্থী সকল কাজই প্রত্যাখ্যাত *(বুখারী হা/২৬৯৭)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : পোষাক পরিবর্তনের সময় সতর খুলে যাওয়ায় অথবা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে ওযূ ভেঙ্গে যায় কি?

-রবীউল আউয়াল
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : এসব কারণে ওযূ নষ্ট হবে না। কারণ ওযূ ভঙ্গের যেসব কারণ হাদীছে রয়েছে এগুলি তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আগে-পিছের সুন্নাত অলসতাবশতঃ আদায় না করলে গোনাহগার হ'তে হবে কি?

-আব্দুল হামীদ
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : সুন্নাত বলা হয় এমন কাজকে, যা করলে ছওয়াব হয়, না করলে গুনাহ হয় না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬)*। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আগে-পিছে সুন্নাত ছেড়ে দিলে গুনাহ হবে না। কিন্তু প্রভূত নেকী থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন *(মুসলিম হা/৭২৮, মিশকাত হা/১১৬৯)*। এছাড়া নফল ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা ও নৈকট্য লাভ হয় *(বুখারী হা/৬৫০২)*। ক্বিয়ামতের দিন বান্দার ফরয ইবাদতের ঘাটতিসমূহ নফল ইবাদত দ্বারা পূরণ করা হবে *(আবুদাঊদ হা/৮৬৪, মিশকাত হা/১৩৩০)*। অতএব নফল ছালাত সাধ্যপক্ষে আদায় করা কর্তব্য।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : জনৈক বক্তা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আবূবকর ও ওমর (রাঃ) আমার জন্য মূসা ও হারূন (আঃ)-এর ন্যায়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
রাজশাহী।

উত্তর : 'হারূণ মূসা-এর জন্য যেরূপ ছিলেন, আবূবকর ও ওমর (রাঃ) আমার জন্য সেরূপ' মর্মের রেওয়ায়াতটি মিথ্যা *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৭৩৪)*। কাছাকাছি মর্মে বর্ণিত হয়েছে, 'তারা দু'জন ইসলামের জন্য মানুষের চোখ ও কানের ন্যায়'। এ বর্ণনাটিও জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২৬৯)*। অবশ্য আলী (রাঃ) সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, হারূণ মূসা-এর জন্য যেরূপ ছিলেন, তুমি আমার জন্য সেরূপ। তবে আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৭৮)*।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : সফর অবস্থায় জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব কি? ছালাত জমা করার পরে পুনরায় উক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করতে হবে কি?

-আহসান হাবীব, পটুয়াখালী।

উত্তর : সফর অবস্থায় জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব নয় *(ছহীহুল জামে' হা/৫৪০৫, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫৯৪ আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। তবে সফরে কোথাও অবস্থানরত অবস্থায় সম্ভবমত জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা উচিত। আর ছালাত জমা করার পরও পুনরায় উক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা যাবে। এক্ষেত্রে পরেরটি তার জন্য নফল হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : মানবসৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবরার মাহমূদ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মানুষ সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি জিন ও ইনসানকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। তাহ'লে আমি তোমার অন্তর প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। আর যদি তা না কর তাহ'লে তোমার দু'হাত ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করব না' *(তিরমিযী হা/২৪৬৫)*। আল্লাহ্‌র দাসত্ব অর্থ আল্লাহ্‌র বিধানের দাসত্ব করা। যা কেবল কতগুলি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার ক্ষেত্রে নয় বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে। কেননা ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন করা জায়েয কি? কোন পিতা বাধ্যগত অবস্থায় সন্তানদের মাঝে এরূপ করলে গোনাহগার হবেন কি?

-দীদার বখশ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উত্তরাধিকার সম্পদ মৃত্যুর পরে বণ্টন হওয়াই ইসলামী শরী'আতের বিধান, যা সকলের জন্য কল্যাণকর। মৃত্যুর পূর্বে পিতা-মাতা সন্তানদের মাঝে বণ্টন করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে সকলকে শরী'আত অনুযায়ী সমানভাবে প্রদান করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯)*। পিতার মৃত্যুর পরে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী যাতে বণ্টন করা হয়, সে মর্মে বণ্টননামা অছিয়ত আকারে লিখে রাখতে পারেন।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : হাদীছে জিবরীলে বলা হয়েছে 'ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ'। এর ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইসরাফীল
হুজুরীপাড়া, দারুশা, রাজশাহী।

উত্তর : এই বাক্য দ্বারা ইবাদতের সর্বোচ্চ খুশূ-খুযূ' অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়নী বলেন, 'ইহসান' বলতে তোমার ঐ ইবাদতকে বুঝায়, যে ইবাদতরত অবস্থায় তুমি যেন তোমার প্রভুকে দেখতে পাচ্ছ'। যদি এতটা উঁচু স্তরে না উঠতে পার, তবে এ বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তোমার সবকিছু দেখছেন এবং তুমি সর্বদা তোমার প্রভুর চোখের সম্মুখে রয়েছ। ঠিক যেমন মনিবের সম্মুখে গোলাম সদা সন্ত্রস্ত ও সতর্কভাবে এবং গভীর মনোযোগ সহকারে কাজ করে থাকে'। এর অর্থ এটা নয় যে, মা'রেফাতের নামে ছূফীদের আবিস্কৃত ১০ লতীফায় যিকর করে 'ফানা ফিল্লাহ' হয়ে যেতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র ভালবাসার নামে আব্দ ও মা'বূদের পার্থক্য ঘুচিয়ে 'আল্লাহ তা'আলার আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ করে' তাঁর অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যেতে হবে। হুলূল ও ইত্তেহাদের এই অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী দর্শন সম্পূর্ণরূপে কুফরী আক্বীদা। এ থেকে অবশ্যই তওবা করতে হবে।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : ট্যাটু বা উল্কি আঁকা মহিলাদের জন্য নিষেধ মর্মে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে পুরুষের জন্য এর অনুমোদন আছে কি?

-মুহাম্মাদ ছিদ্দীক
মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা ট্যাটু বা উল্কি অংকনকারীর উপর লা'নত করেছেন *(বুখারী হা/৫৯৩৭, মিশকাত হা/৪৪৩১)*। আল্লাহ্র এই লা'নত শুধুমাত্র মহিলাদের উপরে নয়, বরং তা পুরুষদের উপরেও বর্তাবে। হাদীছে মহিলাদের প্রতি ইঙ্গিত করার কারণ হ'ল কাজটি মহিলারাই অধিকহারে করে থাকে।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : কোন ব্যক্তির আগমন বা কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাকবীর দেওয়া বা তার নামে শ্লোগান দেওয়া যাবে কি?

-শামীম, কাউনিয়া, রংপুর।

উত্তর : কোন সম্মানী ব্যক্তির আগমনে তাকবীর, শ্লোগান বা অন্য কোন ধ্বনি দেওয়া শরী'আত পরিপন্থী নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরতকালে মদীনায় পৌঁছলে এবং বদর যুদ্ধ ও তাবুক সফর থেকে বিজয়ী বেশে মদীনায় ফিরলে মুসলিমগণ উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান *(দ্রঃ যাদুল মা'আদ ৩/৫২; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৪২৮২ ও অন্যান্য)*। তবে ব্যক্তির নাম ধরে নয় বরং সাধারণভাবে আল্লাহ্র নামে তাকবীর সহ বিভিন্ন শ্লোগান দেওয়া যাবে। যেমন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর মূল শ্লোগান 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। এরূপ শ্লোগানে দাওয়াত ও সত্যপ্রকাশের নেকীও পাওয়া যাবে। সাথে সাথে জনগণের মাঝে অহি-র বিধানের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : মহিলারা পর্দার মধ্যে থেকে মটর সাইকেল, সাইকেল, প্রাইভেট কার ইত্যাদি চালাতে পারে কি?

-আব্দুল লতীফ
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : পর্দা করে হ'লেও মেয়েদের যেকোন ধরনের ড্রাইভ করা ঠিক নয়। কারণ এগুলি পুরুষালী কাজ এবং এতে তার বেহায়াপনা প্রকাশ পায়। আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় বেহায়াপনাকে নিষিদ্ধ করেছেন *(আ'রাফ ৩৩)*। এমনকি এরূপ কাজের নিকটবর্তী হ'তেও নিষেধ করেছেন *(আন'আম ১৫৩)*। তার দিকে পুরুষের কুদৃষ্টি পড়ে। এতদ্ব্যতীত তার স্বাস্থ্যগত এবং অন্যান্য ক্ষতির সমূহ আশংকা থাকে। যেহেতু ইসলাম নারীকে গৃহে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় নিজেদের সৌন্দর্য্যকে বাইরে প্রদর্শন করে বেড়াতে নিষেধ করেছে *(আহযাব ৩৩)*, সেহেতু গৃহের দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজনে সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই তাদের জন্য নিরাপদ। যদিও প্রয়োজনে পর্দার সাথে তাদের বাইরে যাওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয রয়েছে, যা বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২৫১ প্রভৃতি)*। তবে বাইরে যাওয়া এবং ড্রাইভ করা কখনো এক নয়।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : বিভিন্ন সূরা পাঠের ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফয়ছাল, বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ছহীহ হাদীছসমূহে বিভিন্ন সূরা পাঠের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন (১) রাতে সূরা বাক্বারাহ পড়লে তার ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯)*। অন্য হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি রাত্রিতে সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াত পাঠ করে, এটাই তার (রাত্রি জাগরণের) জন্য যথেষ্ট হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/২১২৫)*। (২) সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত পাঠ করলে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ থাকা যায় *(মুসলিম; মিশকাত হা/২১২৬)*। (৩) সূরা ইখলাছ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। অর্থাৎ গুরুত্ব ও নেকীতে কুরআনের তিনভাগের একভাগের সমান *(মুসলিম হা/৮১২)*। (৪) সূরা মুলক তার পাঠকের জন্য ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত করবে *(ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২১৫৩)*। (৫) সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠে ঝড়-তুফান ও অন্যান্য বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় *(আবুদাঊদ; মিশকাত হা/২১৬৩)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : সন্তান পিতা-মাতার জন্য যা করণীয় তা পালন করার পরও তারা এটাকে অস্বীকার করছেন। এমতাবস্থায় দায়িত্বপালন থেকে বিরত থাকলে সন্তান গোনাহগার হবে কি?

-যুলফিক্বার আলী
কাকরান, ধামরাই, ঢাকা।

উত্তর : অবশ্যই গুনাহগার হবে। কেননা পিতা-মাতার হক সন্তানের উপর অপরিসীম, যা কখনো পূরণীয় নয়। তাঁরা খেদমত স্বীকার করুন বা না করুন, তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এমনকি তারা শিরক করতে চাপ দিলেও তা থেকে বিরত থেকে তাদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(লোকমান ১৫)*। এছাড়া তারা অমুসলিম হ'লেও তাদের সাথে নম্র ব্যবহার এবং তাদের ভরণ-পোষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪৯১৩)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : কুরআনে সিজদার আয়াত কয়টি। এ আয়াতগুলি যেকোন স্থানে শ্রবণ করলে কি সেখানেই সিজদা দিতে হবে না পরে দিলেও চলবে। এর জন্য ওযূ শর্ত কি?

-নূরে আলম ছিদ্দীকী
মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তর : পবিত্র কুরআনে সিজদার আয়াত সমূহ ১৫টি। যথা : আ'রাফ ২০৬, রা'দ ১৫, নাহ্ল ৫০, ইস্রা/বনু ইস্রাঈল ১০৯, মারিয়াম ৫৮, হজ্জ ১৮, ৭৭, ফুরক্বান ৬০, নমল ২৬, সাজদাহ ১৫, ছোয়াদ ২৪, ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৩৮, নাজম ৬২, ইনশিক্বাক্ব ২১, 'আলাক্ব ১৯ *(দারাকুৎনী হা/১৫০৭; হাকেম ২/৩৯০-৯১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৫)*। এ আয়াতগুলি পড়লে বা শ্রবণ করলে সিজদা দেয়া সুন্নাত। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সিজদার আয়াত পড়তেন এবং সিজদা করতেন। আমরাও সিজদার জন্য ভিড় জমাতাম। এমনকি অনেকে ভিড়ের কারণে সিজদা দেয়ার জায়গা পেত না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০২৫)*। তবে সিজদা না করলে গুনাহগার হবে না *(বুখারী হা/১০৭৭)*। এই সিজদার জন্য ওযূ ও ক্বিবলা শর্ত নয় *(বুখারী হা/১০৭১, ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/২৭৮, ২৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কি কি শর্ত প্রযোজ্য? কোন একটি পূরণ না হ'লে বিবাহ সাব্যস্ত হবে কি?

-ফাতেমা, তালাইমারী, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহের শর্ত হ'ল চারটি। (১) পরস্পর বিবাহ বৈধ এমন পাত্র-পাত্রী নির্বাচন (২) উভয়ের সম্মতি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬)*। (৩) মেয়ের ওলী থাকা *(আহমাদ, তিরমিযী; মিশকাত হা/৩১৩০)*, (৪) দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী থাকা *(ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৮)*। বিবাহের দু'টি রুকন হ'ল ঈজাব ও কবুল *(নিসা ১৯)*। উক্ত শর্তাবলীর কোন একটি পূরণ না হ'লে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। উল্লেখ্য যে, যে মেয়ের ওলী নেই, তার ওলী হবেন সরকার *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৩১)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : হযরত আদম (আঃ)-কে মোহর ব্যতীত বিবি হাওয়াকে স্পর্শ করতে দেওয়া হয়নি। নবী (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠই ছিল তাঁর জন্য মোহরস্বরূপ। এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?

-আতাউর রহমান
সন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।

উত্তর : বক্তব্যটি ভিত্তিহীন এবং বানাওয়াট। এ মর্মে সূত্র বিহীন একটি গল্প বর্ণিত হয়েছে জামালুদ্দীন বাগদাদী লিখিত 'বুসতানুল ওয়ায়েযীন' বইয়ের ২৯৭ পৃষ্ঠায়। এছাড়া আরো আছে তাবলীগী নেছাবের 'ফাযায়েলে দরূদ শরীফ' গল্প নং ১৪ পৃঃ ৮৫-তে *(দ্রঃ হাদীছের প্রামাণিকতা ২য় সংস্করণ পৃঃ ৫৯)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : গরমের কারণে মসজিদের বাইরে মাঠে ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হবে কি?

-আনোয়ার হোসাইন
আড়ানী, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : শুধুমাত্র গরমের কারণে মসজিদ বাদ দিয়ে মাঠে ছালাত আদায় করলে মসজিদে ছালাত আদায়ের নেকী অর্জিত হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয়তর স্থান হ'ল মসজিদ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৬)*। তিনি বলেন, যখন মুছল্লী মসজিদে প্রবেশ করে ছালাতে রত হয় এবং ছালাতই তাকে আটকে রাখে। ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করে বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর ও তার তওবা কবুল কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০২)*। তবে মসজিদের নেকী থেকে বঞ্চিত হলেও ছালাত শুদ্ধ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সমগ্র যমীনকে আমার জন্য পবিত্র এবং সিজদার স্থান বানিয়ে দেয়া হয়েছে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, গোসলখানা ও কবরস্থান ব্যতীত' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৯, ৪৯২; মিশকাত হা/৭৩৭, ৫৭৪৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : জান্নাতে কৃষি খামার বা পশুপালন ইত্যাদি করা যাবে কি? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহীউদ্দীন, যশোর।

উত্তর : জান্নাতবাসীদের সকল ইচ্ছা পূরণ করা হবে। আল্লাহ বলেন, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমরা দাবী করবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩১; যুখরুফ ৪৩/৭১, শূরা ২২)*। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একজন জান্নাতী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করবে জান্নাতে ক্ষেত-খামার করার জন্য। তখন তিনি একটি বীজ রোপন করবেন সেটা তখনই বড় হয়ে ফসল প্রস্তুত হয়ে যাবে *(বুখারী হা/৭৫১৯, মিশকাত হা/৫৬৫৩)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রাণীর ছবি অংকন করতে হয়। এরূপ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রাণীর ছবি অংকনে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-সাদিয়া, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যারা এসব ছবি তৈরী করে, তারা ক্বিয়ামতের দিন কঠিন আযাবপ্রাপ্ত হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তা জীবিত কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২ 'পোষাক' অধ্যায়, 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে প্রাণীর গঠন বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানা ও চিকিৎসা কর্মে ব্যবহার করার জন্য, বিশেষতঃ জীব বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় প্রাণীর ছবি অংকন করা জায়েয। কেননা এতে ছবিকে সম্মান করার উদ্দেশ্য থাকে না। বরং হীনকর কাজে ব্যবহৃত হয়। অতএব এর জন্য কোন শাস্তি হবে না ইনশাআল্লাহ *(মুসলিম হা/২১০৭; মিশকাত হা/৪৪৯৩; দ্রঃ 'ছবি ও মূর্তি' বই)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) : রাস্তার ডান দিক দিয়ে চলতে হবে। বাম দিক দিয়ে চললে পাপ হবে। শরী'আতে এরূপ কোন নির্দেশনা আছে কি?

-মুহাম্মাদ রানা
রাণীনগর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) সকল শুভ কাজ ডান দিক দিয়ে করা পসন্দ করতেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪০০)*। অতএব রাস্তায় চলার সময় যথাসম্ভব ডান দিক দিয়ে চলাই উত্তম। তবে পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে ডান দিক দিয়ে চলায় ক্ষতির আশংকা থাকলে বাম দিক দিয়ে চলতে বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : রাসূল (ছাঃ)-কে সৃষ্টি করা না হ'লে, এ পৃথিবী সৃষ্টি করা হ'ত না। এ হাদীছটির কোন ভিত্তি আছে কি? ছহীহ না হ'লে তার কারণ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাজেদুর রহমান
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ হাদীছটি মওযূ বা জাল। হাদীছটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে মুহাদ্দিছ হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাগানী (মৃঃ ৬৫০ হিঃ) স্বীয় 'মওযূ'আত' গ্রন্থে *(হা/৭৮)* উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ফেরদৌস দায়লামী *(হা/৮০৯৫)* ও ইবনুল জাওযী স্বীয় মওযূ'আত গ্রন্থে এবং সৈয়ূতী স্বীয় 'লাআলী আল-মাছনূ' গ্রন্থে এনেছেন। সবাই এটিকে মওযূ বা জাল বলেছেন এবং তার কারণ সমূহ নির্দেশ করেছেন *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এরূপ কোন হাদীছ ছহীহ বা যঈফ কোন সূত্রেই রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়নি। কোন ছাহাবীও এরূপ কোন হাদীছ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এর বর্ণনাকারী সম্পর্কেও জানা যায় না *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮৬-৯৬)*। সকল যুগের বিদ্বানগণ এ

বর্ণনাকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলেছেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৩১২)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) : ওয়াক্তিয়া মসজিদের পাশে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন আযান হ'লে মসজিদে আযান দিতে হবে কি?

-রূহুল আমীন
আড়ানী, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাত ছহীহ হওয়ার জন্য আযান শর্ত নয়। বরং ছালাতের সময় হলে আযান না দিয়ে ছালাত আদায় করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। অতএব ইসলামী সম্মেলনের আযান শোনা গেলে পার্শ্ববর্তী মসজিদে আযান দেওয়ার বিষয়টি ইচ্ছাধীন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ফৎওয়া নং ৯৮৯৫)*। তবে আযান দিলেও তা মাইকে দেওয়া উচিৎ হবে না।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) : ইয়াহইয়া ও ঈসা (আঃ)-এর মাঝে এবং ইয়াহইয়া ও মারিয়াম (আঃ)-এর মাঝে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল কি?

-আরীফুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণ বলেন, মারিয়ামের মা ছিলেন 'হান্নাহ' (حنــــة) এবং ইয়াহইয়ার মা ছিলেন ঈশা' (إيــــشاع)। এক্ষণে ঈশা' কে ছিলেন, সেবিষয়ে দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়। (১) তিনি মারিয়ামের বোন ছিলেন। ইবনু কাছীর বলেন, এটাই জমহূর বিদ্বানগণের মত *(আল-বিদায়াহ ২/৫২)*। এ হিসাবে ইয়াহইয়া ও ঈসা দু'জন পরস্পরে খালাতো ভাই। যেমনটি মি'রাজের প্রসিদ্ধ হাদীছে (إبنا خالة) বলা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২)*। (২) ইয়াহইয়ার মা ঈশা' ছিলেন মারিয়ামের মা হান্নার বোন। সে হিসাবে ঈশা' হলেন মারিয়ামের খালা। আর তার পুত্র ঈসা (আঃ) হ'লেন ইয়াহইয়া (আঃ)-এর ভাগিনা। কিন্তু হাদীছে তাদেরকে 'খালাতো ভাই' বলা হয়েছে। এর উত্তরে বিদ্বানগণ বলেন, মায়ের খালা প্রকৃত খালার ন্যায়। অতএব ইয়াহইয়ার মা যিনি মারিয়ামের খালা, তিনি তার ছেলে ঈসারও খালা। যেমন মারিয়াম ইয়াহইয়ার খালার মেয়ে। একইভাবে তার ছেলে ঈসা তার খালারও ছেলে।' আবুস সাঊদ স্বীয় তাফসীরে বলেন, হাদীছে দু'জনকে 'খালাতো ভাই' বলা হয়েছে একারণে যে, বহু ক্ষেত্রে বোন দ্বারা বোনের মেয়েকে বুঝানো হয়'। অতএব জীবনীকারগণের বক্তব্য অনুযায়ী ইয়াহইয়া ও ঈসা পরস্পরে খালাতো ভাইও হতে পারেন। আবার মামু-ভাগিনাও হতে পারেন।

নবীদের কাহিনী ২/১৭৮ পৃষ্ঠায় ঈসাকে ইয়াহইয়ার খালাতো ভাই এবং ২/১৮৩ পৃষ্ঠায় মারিয়াম (আঃ)-কে ইয়াহইয়ার খালাতো বোন বলা হয়েছে। ১ম মত অনুযায়ী মারিয়াম ইয়াহইয়ার খালা এবং ঈসা ইয়াহইয়ার খালাতো ভাই হবেন। ২য় মত অনুযায়ী মারিয়াম ইয়াহইয়ার খালাতো বোন এবং ঈসা (আঃ) ইয়াহইয়া (আঃ)-এর ভাগিনা হবেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

শিক্ষক ও শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর জন্য ৩ জন এবং মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা, নওদাপাড়া, রাজশাহীর জন্য ২ জন আলিম পর্যন্ত পড়াতে সক্ষম দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ (আরবী/ইসলামিক স্টাডিজ) পাস শিক্ষক ও শিক্ষিকা আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষিকা বরাবরে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সহ দরখাস্ত করার শেষ তারিখ আগামী ১০ জুলাই'১৩।

যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, থানা- শাহমখদুম রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

ইয়াতীম প্রকল্পে দান করুন!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় পাঁচশত ইয়াতীম (বালক-বালিকা) প্রতিপালিত হয়ে আসছে। ইয়াতীমদের জন্য আপনার দানের হাত প্রসারিত করুন।

আপনার দেওয়া ত্রিশ হাযার টাকায় একটি ইয়াতীমের এক বছরের শিক্ষা ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হবে ইনশাআল্লাহ।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলে দান করুন!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ হ'তে স্থায়ী দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল খোলা হয়েছে। কেন্দ্রে সরাসরি যোগাযোগ : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

রানা প্লাজা সরকারী খরচে পুনর্নির্মাণ করা হৌক এবং এর পূর্ণ মালিকানা এখানে কর্মরত অবস্থায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের প্রদান করা হৌক

-আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রানা প্লাজায় নিহত ও আহতদের পরিবারবর্গের বর্তমান অবস্থা ও তাদের সাহায্য দানের প্রকৃতি জানাবার জন্য সংগঠনের বিভিন্ন যেলা নেতৃবৃন্দকে কেন্দ্রে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ভর্তি চলছে! ভর্তি চলছে!!

আলিয়া, ক্বওমী ও হিফয শিক্ষার সমন্বয়ে এক আধুনিক প্রতিষ্ঠান

তানভীরুল উম্মাহ মাদরাসা

নূরানী ও মাদানী নিসাবে ১ম বর্ষে ভর্তি চলছে।
(আবাসিক/অনাবাসিক ছাত্র ও ছাত্রী। শিশু থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত)
ভর্তি শুরু : ১লা রামাযান হ'তে ০৫ শাওয়াল পর্যন্ত।
যোগাযোগ : সরদার পাড়া, বটতলা রোড, জামালপুর শহর।
মোবাইলঃ ০১৮৩৬-৯৫৮৭২৬; ০১৯৪৩-৮২৮১৭৬।